ক্ষুধা

বিধায়ক ভট্টাচার্য

ক্ষুধা

বিধায়ক ভট্টাচার্য

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

'ক্ষুধা' প্রকাশ করেছেন :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার বি, এস-সি
২০৪ বিধান সরণীর
শ্রীগুরু লাইব্রেরী থেকে

*

ষষ্ঠ মুদ্রণ
চৈত্র, ১৩৭৩

*

প্রথম অভিনয় রজনী :
৬ই বৈশাখ, ১৩৬৪

*

এই সংস্করণের দাম—২॥০ টাকা

*

এর প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
শ্রীমান অরুণকুমার পাইন

*

বইটি ছেপেছেন :
শ্রীঅসিতকুমার ঘোষ
দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

শ্রীযুক্ত দক্ষিণেশ্বর সরকার

ও

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সরকারকে

তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অকুণ্ঠ প্রচেষ্টা, অদম্য মঞ্চ-প্রীতি এবং নির্ভীক প্রগতিবাদী মনের জন্য "ক্ষুধা" উৎসর্গ করলাম।

গুণমুগ্ধ

নাট্যকার

দ্বিতীয় সংস্করণে নাট্যকারের বক্তব্য

অনেকদিন পরে আমার মৌলিক নাটক মঞ্চস্থ হল। মনে একটু ভয় ছিল—দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব তো ছিলোই। কিন্তু আমার সমস্ত ভয় এবং কুণ্ঠাকে কুণ্ঠিত ক'রে বাংলার দর্শক-দর্শিকা 'ক্ষুধা'কে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের এই ঔদার্যের পট-ভূমিকায় নিজেকে অত্যন্ত অযোগ্য বলে মনে হয়েছে আমার।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ক্ষুধার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত ক'রে নাট্যামোদী বাঙালী জাতি প্রমাণ ক'রে দিলেন যে ভাল নাটকের কদর করতে তাঁরা জানেন। এর সামনে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র নির্বাক হওয়া ছাড়া আর কোন কর্তব্য খুঁজে পাচ্ছিনে। তাই আজ বিশ্বরূপা মঞ্চে ও শ্রীগুরু লাইব্রেরীতে 'ক্ষুধার' এই জয়যাত্রার পুণ্য-মুহূর্তে আমি প্রত্যেকটি দর্শক-দর্শিকা, পাঠক-পাঠিকা এবং সৌখীন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বিনম্র নমস্কার নিবেদন করি।

বিধায়ক ভট্টাচার্য

ক্ষুধার তৃতীয় সংস্করণ

দেড় বছরের মধ্যে ক্ষুধার পর পর তিনটি সংস্করণ জাতির নাট্য-প্রিয়তার বার্তা ঘোষণা করছে। বাঙালী জাতি আজকের দিনে এই নাটকের মধ্যে তাঁদের সত্যিকার অসহায় জীবন-যাত্রার ছবি দেখতে পেয়েছেন বলেই—একে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। নাট্যামোদী জাতির এই বিচার-বিচিত্র মনের সামনে চুপ ক'রে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়ানো ছাড়া—আমার আর কোন পথ নেই।

বিশ্বরূপায় 'ক্ষুধা' চলছে। অনেকেই জানেন যে একটা নাটক যখন দিনের পর দিন চলতে থাকে, তখন তার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এক পরিবারভুক্ত নরনারীর মতো মঞ্চে চলাফেরা করেন, কথাবার্তা বলেন। এমন কি সময় সময় এমন সব সংলাপ হঠাৎ বেরিয়ে আসে—যা নাটকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ক্ষুধার সাড়ে তিনশো রাত্রি (এই লেখার সময় পর্যন্ত) অভিনয়ের মুহূর্তে এমন অনেক অপূর্ব সংলাপ সদা-গজা-রমা এবং গগন বলেছে যে, এই সংস্করণে সেগুলিকে যোজনা করবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারলাম না। যাঁরা এরপর 'ক্ষুধা' অভিনয় করবেন, আমার মনে হয় তাঁরা এই নতুন সংলাপগুলিতে আনন্দ পাবেন।

স্যাকরা গয়না গড়ায়—নানা ঢংয়ে, নানা ছাঁদে, নানা পরিকল্পনায়। গয়নার দোকানের শো-কেসে সেগুলি যখন থাকে, তখন তার রূপ ও মনোহারিত্ব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। এমন্ কি কোন অ-সুন্দরীর দেহে সে গয়না থাকলেও তা' আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু যখনই সেই অলংকার কোন সুঠাম-গঠনা বরবর্ণিনীর অঙ্গ সংলগ্ন হলো—ঠিক তখনই স্বর্ণকার পেলেন অভিনন্দন, অলংকার পেলো আভিজাত্য।

নাটকও তাই। রচিত হ'য়ে নাট্যকারের আলমারিতে পড়ে রইলো, অথবা এমন কোন জায়গায়, এমন কোন পরিবেশে সেই নাটক অভিনীত হলো—যে তা' কারো চোখেই পড়লো না। সুন্দরীর অঙ্গলগ্ন অলংকারের

মতোই 'বিশ্বরূপা'য় ক্ষুধার প্রযোজনা এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের আশ্চর্য সুন্দর অভিনয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এবং তখন স্থাকরা অর্থাৎ নাট্যকার পেলেন তার প্রাপ্য 'বাহবা'।

আর একটি কথা বলা একান্ত প্রয়োজন মনে করছি। প্রায় প্রতিদিনই আমার কাছে ছেলেরা আসেন, চিঠিপত্রও পাই,—এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকের একই প্রশ্ন—"মানবী যদি না মরে—তাহ'লে কি খুব ক্ষতি হয় নাটকের? যদি ওই রমার হার পরানোর সঙ্গে সঙ্গে সদা আচমকা স্টেজে ঢোকে এবং রমা-মানবীকে ওই রকম অঙ্গাঙ্গী দেখে জিভ কেটে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে দাঁড়ায়, তাহলে তো বেশ happy ending হয়।" ইত্যাদি।

তা হয়, এবং দর্শক খুশী মনে হাসতে হাসতে বাড়ী যান, এও হয়। কিন্তু তাহলে 'ক্ষুধা' নাটকটিকে 'কমেডি' বলে ঘোষণা করতে হয়। যেমন আমার "তাইতো" "তুমি আর আমি", আমাদের "সেই তিমিরে", তেমনি ক্ষুধাও হয় একখানি উৎকৃষ্ট কমেডি; কিন্তু আমি তো ঠিক তা' লিখিনি, আমি বলতে চেয়েছি 'ক্ষুধা'র মর্মন্তুদ মর্মকথা, আমি বলতে চেয়েছি 'ক্ষুধা'র ফল্গুনদীতে mal-nutrition-এর চোরাবালি—এমনি ক'রেই অতি প্রিয়-জনকে অকস্মাৎ নিয়ে চলে যায়। এতবড় একটা ভয়ংকর 'ক্ষুধা' তার কোন 'বলি' না নিয়ে চলে যাবে, তা কি হয়? তাছাড়া সদা-গজা ও রমার হাস্য-পরিহাসের বন্যায় ভেসে না গিয়ে যদি কোন দর্শক স্থিতধী থাকেন, তবে তিনি দেখতে পাবেন যে রমার চলে যাওয়ার পর থেকেই মানবী একটু একটু ক'রে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে একবেলা খাচ্ছে, কখনো খাচ্ছে না, নিজের রক্ত বিক্রি করছে,—বুদ্ধিমান দর্শক তখনি বুঝবেন যে—সৌভাগ্য যেদিন তার অজস্র দান মানবীর সামনে মেলে ধরবে, সেদিন তা' হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করার সামর্থ্য মানবীর থাকবে না। এই হ'ল ক্ষুধার tragedy.

পরিশেষে সকলকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বিধায়ক ভট্টাচার্য

'বিশ্বরূপা'
কলিকাতা-৬, আশ্বিন ১৩৬৫

চতুর্থ সংস্করণে

দেশবাসীর সহযোগিতা এবং ভগবানের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে 'ক্ষুধা' চতুর্থ সংস্করণের যাত্রা সুরু করলো। বিশ্বরূপা মঞ্চেও ক্ষুধা ভারতীয় নাটকের ইতিহাসে একটানা চলার সর্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপন করে ধন্য হয়েছে।

সৃষ্টি যখন তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, তখন সে তার স্রষ্টাকেও অবাক ক'রে দেয়। বলতে দ্বিধা নেই,—আজ আমিও ক্ষুধার এই জয়যাত্রায় বিস্মিত।

বিধায়ক ভট্টাচার্য

বিশ্বরূপা
কলিকাতা-৬
ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৬৬

ষষ্ঠ সংস্করণে

কাল নিরবধি এবং বিপুল পৃথ্বী—এও আর একজন নাট্যকারের কথা। তিনি সংস্কৃত ভাষায় নাটক লিখতেন। কিন্তু একথা আজকের নাট্যকারেরও। নিরবধি চলমান কাল কতো সামান্যকে রেখে, কতো অসামান্যকে বাতিল ক'রে দেবে সে কথা জানেন শুধু মহাকাল।

আর একটি কথা। ক্ষুধা অর্থে সকলকেই বুঝতে দেখেছি পেটের ক্ষুধা। কিন্তু আমি ক্ষুধা অর্থে বুঝি পেটের ক্ষুধাটা গৌণ, যেদিন চালের দাম সস্তা হবে সেইদিনই তা' মিটে যাবে। কিন্তু মিটবে না প্রাণের ক্ষুধা, প্রণয়ের ক্ষুধা, আর মিটবে না মানবমনের অতলান্ত তলশায়ী সুধা হরণের ক্ষুধা। সেই ক্ষুধাকেই চণ্ডীবন্দনা করেছেন—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধা রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

বিধায়ক ভট্টাচার্য

৮, বি টি রোড
কলিকাতা-২
মাঘ, ১৩৭৩

চরিত্র-পরিচিতি

সদা গজা রমা	...	তিনটি ভাগ্য-বিড়ম্বিত শিক্ষিত যুবক
জগৎ চৌধুরী	...	সংসার-বিধ্বস্ত তেজস্বী বৃদ্ধ
বাবুয়া	...	নাতি
গগন গড়াই	...	ভূতপূর্ব অধ্যাপক। একটু cracked
শ্যামলাল	...	ধনী ব্যবসাদার
ডাক্তার	...	ব্লাডব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক
দীননাথ	...	পত্নীব্রত পতি
মহেশ	...	উচ্চ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ
প্রাণকান্ত	...	বাড়ীওয়ালার সরকার
মিঃ বাইশ	...	ক্ষুধা সন্ধানী স্ফীতকায় মানুষ।

[বাকী চরিত্র নাটকের মধ্যেই পাওয়া যাবে]

প্রভা	...	জগতের পুত্রবধূ। স্বামী নিরুদ্দেশ।
মানবী	...	প্রভার মেয়ে
নিরালা	...	শতাব্দী রূপিণী আধুনিকা
অনসূয়া	...	শ্যামলালের মেয়ে

[বাকী চরিত্রের পরিচয় নাটকেই দেওয়া আছে

রেকর্ড স্মৃষ্টির শিল্পী-গোষ্ঠি

সদা	...	কালী ব্যানার্জী পরে তমাল লাহিড়ী
গজা	....	তরুণ চট্টোপাধ্যায়
রমা	...	বসন্ত চৌধুরী পরে অসিতবরণ
জগৎ	....	কানু বন্দ্যোপাধ্যায় পরে নরেশ মিত্র
বাবুয়া	...	শ্রীমান দীপক
গগন	...	বিধায়ক ভট্টাচার্য পরে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামলাল	...	সন্তোষ সিংহ
ডাক্তার	....	বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়
দীননাথ	...	নবদ্বীপ হালদার
মহেশ	...	জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
প্রাণকান্ত	...	কল্যাণ বসু
ঘুগনীওয়ালা	...	কান্তি দত্ত
মিঃ বাইশ	...	মণি শ্রীমানী
খুড়োমশায়	...	সুবল দত্ত
সুধাংশু	...	সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
অজিত	....	দেবেশ লাহিড়ী
বিনোদ	....	সুশীল দে
ধনঞ্জয়	....	সহদেব গাঙ্গুলি
মানস	...	দ্বিজু ভাওয়াল পরে কমল চ্যাটার্জি
সহঃ ডাক্তার	...	লালু মুখার্জি
খন্তা	...	শোভেন চ্যাটার্জি
বিধু বেয়ারা	...	গোবিন্দ মুখার্জি

এমপ্লয়মেন্ট প্রৌঢ়		বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়
বেয়ারা	....	সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
গগনের ভাগ্নে	....	প্রদীপ ঘোষ
প্রভা	...	শান্তি গুপ্তা (ডুপ্লিকেট বনানী চৌধুরী)
মানবী	...	তপতী ঘোষ
নিরালা	...	আরতি দাস পরে জয়শ্রী সেন
অনসূয়া	...	শিখারাণী বাগ পরে আরতি দাস
পটাই	...	রেখা দত্ত পরে মীরা হাজরা
মলিনা	...	সুব্রতা সেন
নার্স	...	মায়া ঘোষ
নেপথ্য গায়িকা	...	ঝর্ণা দেবী

প্রথম রাত্রির নেপথ্য সংগঠক

পরিচালনা	...	নরেশচন্দ্র মিত্র
সহযোগী	...	কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
আবহ-সংগীত	...	নচিকেতা ঘোষ
আলো	...	তাপস সেন
দৃশ্যপট	....	আর. আর. সিণ্ডে

প্রথম দৃশ্য

[কলিকাতার কোন একটি পার্কের একাংশ দেখা যাচ্ছে। লোকজন যাতায়াত করছে। গজা ও সদা বেড়াতে বেড়াতে চলে গেল। উভয়েই চিনাবাদাম খাচ্ছিল, এবং গজা গুন-গুন করে গান গাইছিল। একটু পরেই গজা ও সদা যেদিকে গেল, সেই দিক দিয়ে এক প্রৌঢ় ও তার তরুণী স্ত্রী প্রবেশ করল। তরুণী তার জুতোখুলে হাতে নিয়েছে]

মলিনা। আরে শোন্ছো—আসোনা এইহানে একটু বসি। আর তো হাটতে পারতেছি না। মাগো—আমার পাও দুইটা ফুইল্যা ঢোল হয়্যা গেছে। আমি আর এক পাও হাটতে পারুম্ না।

দীননাথ। (কর্কশ কণ্ঠে) হাঁটতে পারুম্ না কী? হেঁটে না দেখলে কোলকাতা শহরই দেখতে পাবে না। ট্রামে বাসে উঠলে তো সব ফস্ ফস্ করে বেরিয়ে যাবে দু পাশ দিয়ে।

মলিনা। আইচ্ছা, তোমার শরীলে কি দয়া মায়া কিচ্ছু নাই? হেই চিরিয়াখানার থন হাটাইয়া আন্তেছো! আমি অইলাম গিয়া তোমার পরিবার—অইলামই বা তৃতীয় পক্ষ। আমি মইরা গেলে তোমার কি সুখটা হইব কওতো?

দীননাথ। এই দ্যাখো, পাগলের মতো কি সব বকছো! হাঁটিয়েছি তোমায় সব দেখাব বলে।

মলিনা। হ, অনেক দেখাইছ। আর দেখাইয়া কাম নাই। তুমি দেখাইলেও আমি আর দেখুম্ না, চোখ বুইজ্যা থাকুম্। অথন একখান

রিস্‌কা ডাইক্যা আমারে শিয়ালদহটা দেখাও দেখি। আমারই ভুল হইছে তোমারে চিরিয়াখানা আর যাদুঘর দেখাইতে কইছিলাম।

(ঘুগ্‌নীওয়ালার প্রবেশ)

ঘুঃ-ওঃ। চাই আলুর দম—নিরিমিষ্যি প্যাটার ঘুগনী। চাই নাকি মা?

দীননাথ। না—না যাও।

ঘুঃ-ওঃ। রাগ করছেন কেন বাবু? না হয় নাই খেলেন। খাননি তো, তাই! নইলে ব্যাচার বাবার নিরিমিষ্যি প্যাটার ঘুগনী খেলে জ্যান্ত লোক প্যাটার মত বোকা হয়ে যায় বাবু!

মলিনা। আরে কয় কী! পাঠার লাখান বোকা হইয়া যায়? তাইলে ছাও তো বাবা এই বাবুরে তুই পয়সার।

দীননাথ। না—না—। আমি খাব না।

মলিনা। তা খাইবা ক্যান? তুমি খাইলে যে আমার উপকার হইব। খাও—শিগগীর খাও তুই পয়সার।

দীননাথ। না—না! খুব যে। ঘুগনী খাইয়ে আমায় নিরিমিষ্যি পাঁটা বানাতে চাও, না?

মলিনা। এ্যাঁ! নিরিমিষ্যি পাঠা—কী কইল্যা? ও বাবা, কওতো নিরিমিষ্যি পাঠা কারে কয়?

ঘুঃ-ওঃ। আসল পাঁঠা—কোথায় পাব বলুন? আজকাল সেখানেও ভ্যাজাল চলছে যে!

দীননাথ। ধ্যাৎ! পাঁঠাতে আবার ভ্যাজাল কি হে? পাঁঠা কি মানুষ যে ভ্যাজাল চলবে?

ঘু-ওঃ। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু! অনেক পাঁঠাই আজকাল আদ্দেক পাঁঠা আর আদ্দেক মানুষ হয়ে গেছে বলে শুনেছি। নিরিমিষ্যি পাঁঠা হ'ল আপনার এঁচোড়।

মলিনা। ইচর? ও হরি! তাইলে আর চাই না। আমাগো বাবু তো আবার ইচোরেই পাক্‌ছিলো কিনা! তা আমারে গ্যাও তো বাবা দুই পয়সার।

দীননাথ। খবরদার বলছি, মেরে ফেলবো। পথে ঘাটে ঘুগনী খেয়ে কলেরা বাধাও আর কি। এই ভাগো!

মলিনা। (চেয়ে থেকে) যাও বাবা, আমি খামু না। আইচ্ছা, আগে বারী যাই—তারপর তোমারে মজা দেখামু। খারাও।

ঘু-ওঃ। চাই আলুর দম—নিরিমিষ্যি পাঁঠার ঘুগনী। [প্রস্থান

দীননাথ। আহা, তুমি রেগে যাচ্ছ ক্যানো?

মলিনা। নাঃ রাগুম্ না। হাইট্যা মরুম্—ঘুগনীও খামু না। ভারী ইসে আর কি। বাবু আমারে কইলকাত্তা দেখাইতে আনছেন। কইল্‌কাত্তা! পিছা মারি অমন কইলকাত্তা দেখানোর মুখে। তুমি যাইবা কিনা শিয়ালদহো?

দীননাথ। এই গ্যাখো,—চেঁচাচ্ছ কেন? লোকজন জড়ো হয়ে যাবে যে!

মলিনা। হউক গিয়া লোক জমা। না—চেঁচামু না? পাও আমার ফুইল্যা ঢোল হইয়া গেছে, ব্যথায় বলে আমি মইরা যাইতেছি, আর উনি বলেন—চেঁচাও ক্যান? ভারী আমার সাধের সোয়ামী রে!

[ব্যায়ামরত এক মোটা ভদ্রলোক ছুটিতে ছুটিতে ও বলিতে বলিতে প্রবেশ করল—"একুশ, একুশ, একুশ" তরুণী ভয়ে স্বামীর পেছনে লুকোল। লোকটি বেরিয়ে গেল]

মলিনা। আরে শোন্‌ছো? উনি অমন দাপাদাপি কইরা ঘোরতে লাগছেন ক্যান?

দীননাথ। কী করে বলবো? তুমিও যেখানে আমিও সেখানে।

মলিনা। তাইলে বোধ হয় তান্ প্যাট কামড়াইতেছে। আসো!

[দীননাথ ও মলিনা বাহির হইয়া গেল।

বেঃ মলিনা। এই রসিকা—রসিকা—

[গজা ও সদার পুনরায় প্রবেশ—চিনাবাদাম খেতে খেতে। ফুলের টব দিয়ে একটি শহীদ বেদীর পাশে গজা আর সদা গিয়ে বসল। গজা গান গাইছে—সদা পাশে বসে চীনাবাদামের খোসা ছাড়াচ্ছে আর খাচ্ছে। পার্ক দিয়ে লোকজন যাচ্ছে—একা, জোড়ায়। কেউবা দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বলছে। কেউ বা সোজা না থেমে চলে যাচ্ছে। সদা গজাকে চিনেবাদাম দিল। গজাও খেতে লাগল। পার্কের আলো জলে উঠল। আলোর প্রতিফলন ওদের মুখে]

গজা। রমাটার এখনও দেখা নেই কেন বল্ দেখি?

সদা। কে জানে? বলে তো টিউশনি করে। কোথায় করে—কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানিনে। মাসে একদিন—হুদিন, একটু আধটু খাবার টাবার কেনে—তাতেই যা বোঝা যায় দুপয়সা আনে।

গজা। কিন্তু আজকাল ওর যেন কী হয়েছে। খাওয়ার কথা ছেড়ে দে, সে তো রোজ জোটে না। সব সময় যেন ও একটু অন্যমনস্ক। কী যে ভাবে দিনরাত—

সদা। রোগ হয়েছে।

গজা। রোগ হয়েছে?

সদা। আলবৎ রোগ হয়েছে। যে রোগে আজ অবধি দুনিয়ার তাবৎ ঘোড়া মারা গেছে—সেই রোগে ধরেছে রমাকে।

গজা। কী সর্বনাশ! তা এর কোন চিকিচ্ছে নেই?

সদা। আছে বৈ কি। লাঠ্যৌষধি। কিন্তু সে তো প্রয়োগ করা যাবে না। রমা একে বন্ধু, তায় বয়সে ছোট। অতএব চেপে যাও।

গজা। চেপে যাব ?

সদা। স্ট্রেট্ চেপে যাও। (বাদামের খোসাগুলো ফেলে) দূর পাঁচ পয়সার বাদামে আর কতক্ষণ চলে ?

গজা। কুড়িয়ে পাওয়া পয়সার লাক্সারি—ফুরিয়ে গেল।

[সদা ও গজা উঠে দাঁড়াল]

সদা। একটা ব্যাপার শুধু দেখে যা গজা। দান করবো বললেই দান করা যায় না। দানের ভাগ্য থাকা চাই। নইলে ছ্যাখ্—পথে পাঁচ পয়সাটা কুড়িয়ে পেলাম। গেলাম ভিখারীকে চ্যারিটি করতে। গিয়ে দেখি—সে ব্যাটাও চিনেবাদাম খাচ্ছে। সাজেশ্শান অব চিনেবাদাম, ব্রিংস্ চিনেবাদাম! সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ পয়সার চিনেবাদাম কিনে ফেললাম! কিন্তু রমাটা গেল কোথায় বলতো ?

গজা। কী করবি, রমার জন্যে wait করবি, না বাড়ী যাবি ?

সদা। বাড়ী যাবো ? বাপস্! বুড়ো জগৎ চৌধুরী ভাড়ার জন্যে টুল পেতে বসে আছে নির্ঘাৎ। বাড়ী বলিস নে গজা, বল্—হট্টমন্দির। শয়নং হট্টমন্দিরে। বেশী রাত্তিরে যাওয়া যাবে। আপাততঃ চল্ রমার খোঁজ করি। একটু মাটির দিকে চোখ রেখে চল্ ভাই! যদি আর দু একটা পাঁচ পাওয়া যায়—তাহলে আর চাড্ডি ভাজি চিনেবাদাম manage করা যাবে। চাঁদ উঠলে অনেক সময় পকেট থেকে পয়সা পড়ে যায় তো!

গজা। চাঁদ উঠলে ? চাঁদ উঠলে লোকের পকেট ছ্যাঁদা হবে কেন ?

সদা। পকেট নয়, brain ছ্যাঁদা হয় যে! চাঁদের আলো লাগলে মানুষ চন্দ্রাহত হ'য়ে যায় তো! মুন স্ট্রোক! শুনিস্নি ?

[সদা ও গজা অন্যদিকে চলে যাবে বলে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় হন্হন্ করে পূর্বদৃষ্ট সেই একুশ বলা লোকটি সেখান দিয়ে চলে যাচ্ছে দেখা গেল। সদা তাকে ধরে ফেললো। লোকটি প্রৌঢ়]

সদা। কী ব্যাপার দাদা? এমন ভাবে ছুটোছুটি করছেন কেন?

লোকটি। [হাঁপাতে হাঁপাতে] ছুটোছুটি কোথায়? ব্যায়াম করছি যে!

গজা। ব্যায়াম করছেন? আমার তো মনে হচ্ছিল ব্যারাম করছেন!

লোকটি। আজ্ঞে না। এ হচ্ছে শিবতোষবাবুর প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন। বুয়েছেন?

গজা। নাঃ।

লোকটি। একেবারেই বোয়েন নি, না একটু একটু বুয়েছেন?

গজা। কিছুই বুয়ি নি।

লোকটি। তাহলে বোয়াই শুনুন। রোজ সকালে আর সন্‌দেয় এই পার্কটার চারপাশে পাক খেতে হবে। সকালে বাহান্ন পাক আর সন্‌দেয় বিরিশী পাক।

গজা। বাপ্‌স্‌! কেন?

লোকটি। দেহ—দেহের জন্যে। ক্ষিদে হয় না যে! ধর্মস্থ মাদ্যং, কি যেন একটা সাধনম্—শাস্তরে লিখেছে না? তাই। এবার বুয়েছেন কি?

সদা। না। আর একটু ক্লিয়ার করুন।

লোকটি। আর কত কিলিয়ার করবো? হুড়্ হুড়্ করে স্থগার বেরিয়ে যাচ্ছে দেহ থেকে। রোগা থেকে রোগাতর হয়ে যাচ্ছি ক্রেমে ক্রেমে। এই দেখে শিবতোষবাবু আমাকে বললেন যে, এই পার্কের চার পাশে পাক খেতে হবে।

গজা। ক'পাক হয়েছে—এখন অবধি?

লোকটি। বিরিশী পাকের বাইশ পাক হয়েছে মাত্তোর।

গজা। আরো হবে?

লোকটি। হতেই হবে। না হলে যে ক্ষিদে হবে না।

গজা। ও! তা' বোঁ বোঁ ক'রে পার্কে পাক খেয়ে—ঘরে গিয়ে কি খান?

লোকটি। খুব কড়াক্কড়ি! সকালে বারো পিস্ রুটি, দেড় ছটাক মাখন, আর চারটে ছোট ডিম। দুপুরে—পাঁচশো দাদখানি চালের ভাত, ডাল, তরকারি আর চার পিস্ পোনা। আর এখন বাড়ী গিয়ে ত্রিশখানা ফুল্‌কো, আধসের কচি পাঁঠার ঝোল,—এক পো ছ্যানা—

সদা। দুপুরে পোনা, রাত্তিরে ছ্যানা? ছ্যানা পোনা নিয়ে ভালই তো আছেন! কি করা হয় মশায়ের?

লোকটি। কিছু না। পৈত্রিক বাড়ী আছে কলকাতায় খান বারো, তার থেকেই কের্‌মে কের্‌মে—। আর দু হাতে দান ধ্যান করি। আপনারা?

সদা। বেকার। পথে পথেই ঘুরি। দু'আনা পয়সা দিন না!

লোকটি। এঁ্যা!

সদা। বল্‌ছি, আনা দুয়েক পয়সা ছাড়ুন না!

লোকটি। কী হবে?

গজা। খাব।

লোকটি। (কিছুক্ষণ দেখে) না। ভদ্রলোকের ছেলেকে, কী বলে গিয়ে—দু' আনা পয়সা দিয়ে আমি তো অপমান করতে পারবো না। ছিঃ!

[হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল।

গজা। বাবা! কী ধম্মোজ্ঞান রে! ওই যে হীরো আসছেন আমাদের।

[রমেন ঢুকলো—তার হাতে একখানা বই, সে মঞ্চে ঢুকে সদা ও গজাকে দেখে থমকে দাঁড়াল—]

সদা। কি হল? মুখখানা অমন কেন?

রমা। টিউশনিটা গেল কিনা, তাই মনটা খারাপ।

গজা। টিউশনিটা গেল? কোথায় গেল?

রমা। চেঞ্জে গেল।—যাবার আগে সাতটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে গেল

সাতদিনের মাইনে বাবদ। তা ভাবলাম—টাকাটা শুধু শুধু নষ্ট হবে, তার চাইতে—মানবীর একটা বইয়ের জন্যে কষ্ট হচ্ছে—

সদা। কি বই ? [হাত থেকে নিয়ে পড়লো] Inductive Logic …তা বেশ করেছিস। টাকাটা পেয়েই যে লজিকটা কিনে ফেলেছিস—এটা বেশ লজিক্যাল হয়েছে। বটেই তো। খাওয়া তো নিত্য তিরিশ-দিনই আছে। ওর জন্যে ভাবে কেউ ?

গজা। দ্যাখ্—দ্যাখ্ সদা, দেখে শেখ্। আর ক'বে শিখ্‌বি ? এক বাড়ীতে তুই আমি আর রমা বাস করি। ভাড়া তিনজনেই দিতে পারি না, —খেতে তিনজনই পাই না। আমাদের চাকরি বাকরির চেষ্টা হচ্ছে বছর খানেক ধরে। চাকরি ধরছি—কি ছাঁটাই হচ্ছি। ছাঁটাই হচ্ছি কি চাকরি ধরছি। কিন্তু চেয়ে দ্যাখ্—টিউশনি গেল, লজিক এলো।

সদা। বাস্তবিক, অনেক জ্ঞান দিলি রমা !

রমা। আমি তো ভাই বলেছি যে, তোমাদের সংগে আমার মত মেলে না। আমি চাই পৃথিবীময় ঘুরে নিজের ভাগ্যকে খুঁজে নিতে। সৌভাগ্য কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছেই, তাকে খুঁজে নিতে হয়।

গজা। হুঁ ! খুঁজে যে পেয়েছিস্, সে তো লজিকের বই দেখেই বুঝতে পারছি ! [রমা blush করলো]

সদা। এই দেখ ! এতে লজ্জার কি আছে রে ! এ্যায়সা হোতাই হ্যায়। হোক্ না হোক্, logically try নিতে দোষ কি ? চল্—পথে পথে ঘুরতে আর ভাল লাগছে না। বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়ি।

গজা। কিন্তু বাড়ীওয়ালা যদি জেগে থাকে—

রমা। যদি 'কেন' ? জেগে থাকবেই।—রাত তো বেশী হয়নি।

গজা। তার মানে রীতিমত বকাবকি হবে আজও।

সদা। হোক্‌গে চল্।

[তিনজনে অগ্রসর হলো। এমন সময় গগন গড়াই ও একটি ভিখারী মেয়ে প্রবেশ করলো। গগনের পোশাক পরিচ্ছদ একটু ভালো। মুখে দাড়ি, বাঁ বগলে ফাইল। ডান হাতে লাঠি। সদা, গজা, রমা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে অবাক হ'য়ে আগন্তুককে দেখতে লাগলো]

পটাই। কই বাবু দিন!

গগন। হচ্ছে! কি নাম বললে তোমার?

পটাই। আজ্ঞে আমার নাম পটেশ্বরী, তবে সবাই ডাকে পটাই!

গগন। পটাই?

পটাই। হ্যাঁ।

গগন। পটাই! তোমার নাম পটাই, অথচ ভিক্ষে আদায় করতে পারছো না কেন? আশ্চর্য! আমার যে আবার সব গুলিয়ে গেল।

পটাই। কি গুলিয়ে গেল বাবু?

গগন। বুদ্ধি—হিসেব—Information—সব! তাহ'লে তুমি বলছো যে, আজ তিনদিন কিছু খাওনি?

পটাই। হ্যাঁ বাবু!

গগন। অথচ আমার হিসেবে—গভর্ণমেণ্টের ঘরে যে খাদ্য মজুত আছে, এবং বাজারে যা ছাড়া হচ্ছে—তাতে একটি বাঙালীরওতো না খেয়ে থাকবার কথা নয়! তাহ'লে?

পটাই। তাহ'লে দুটো পয়সা দিন।

গগন। পয়সা নেই। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—

পটাই। এই যে বললেন পয়সা দিচ্ছি।

গগন। আরে বাবা! গ্রেটম্যানেরা ওরকম বলেই থাকে। কেন আমি যে গ্রেটম্যান—সেটা আমাকে দেখে বুঝতে পারছো না?

[সদা, গজা ও রমা ইতিমধ্যে খানিকটা এগিয়ে এসেছে, এবং ওদের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনছে ও নিজেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে]

পটাই। কই না তো!

গগন। অথচ তোমাকে দেখেই আমি ভিখিরী বলে চিনতে পেরে-ছিলাম। (পায়চারি করতে করতে) তাহ'লে একটা কথা বেশ বোঝা গেল যে এখন দুনিয়াতে একদল লোক বেশী খাচ্ছে, আর একদল একদম খাচ্ছেই না। অথচ আমি নিজে সেক্রেটারিয়েটে বসে প্রত্যেকটি বাঙালীর নাম ধরে ধরে লিখে দিয়ে এসেছি যে তারা প্রতি সপ্তাহে ৴২ সের চাল, ৴১ সের আটা, এক পো সরষের তেল পাবে। এ্যালট্ করে দিয়ে এসেছি সব। আশ্চর্য!

পটাই। কোথায় দিচ্ছে বাবু?

গগন। এখন আর কি করে দেবে? সব গোলমাল করে ফেলেছে যে! অথচ ভোটের আগের দিন আমায় বললে—সব ব্যবস্থা হবে, আপনি লিখে দিন। আমি নিজে গিয়ে সব লিখে দিয়ে এলাম। আশ্চর্য! নাঃ, এমন করলে আমি তো এ গভর্ণমেণ্ট চালাতে পারবো না।

[পটাই বিরস মুখে চলে গেল। গগন পায়চারি করতে লাগল। সদা দুই বন্ধুকে ইশারায় বোঝাল লোকটা পাগল, পালিয়ে আয়। তিনজনে প্রস্থানোদ্যত হ'তেই গগন তাদের দেখতে পেয়ে ডাকলো—]

গগন। ওহে—!

সদা। এই রে! ধরে ফেলেছে!

গগন। এদিকে শোন।

গজা। (কাছে এসে) আজ্ঞে হ্যাঁ। বলুন।

গগন। ধরে ফেলেছে মানে কি?

রমা। ধরে ফেলেছে মানে আপনি—

সদা। চুপ কর্। আজ্ঞে না। আপনি না—

গগন। তবে?

সদা। ধরে ফেলেছে নয়। কী বলে গিয়ে—আমরাই ধরিত হয়েছি।

গগন। ধরিত হয়েছ? এ কী রকম বাংলা? মানে কি?

গজা। আজ্ঞে, কিছু মানে নেই। আজকাল বাংলা ভাষা মানে না হ'লেও চলছে।

গগন। চলছে?

সদা। চলছে বৈ কি! বলুন তো—চিলাক্ত আকাশ মানে কি? খিলাক্ত হৃদয়, আর নীলাক্ত সাগর! এটার কোন্‌টার কি মানে?

গগন। সর্বনাশ!

গজা। হাঁ করলেন যে!

সদা। এগুলো হচ্ছে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের—কি বলে গিয়ে—কি যেন বলে রে গজা?

গজা। সাবোধান!

সদা। হ্যাঁ, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সাবোধান।

রমা। আরে ধ্যাৎ! সাবধান কেন হবে? অবদান।

সদা। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবদান।

গগন। অ! তা' তোমরা কে?

রমা। আমরা হচ্ছি creatures that once were men.

সদা। অর্থাৎ জীব। যারা এক সময়—একদা—কভু—মানে কখনো মানুষ ছিল!

গগন। মানুষ ছিল? এখন নেই?

সদা। নাঃ!

গগন। No, no, my boy, I beg to differ. মানুষ কোনদিন ক্রিচার ছিল না, বরাবর মানুষই ছিল। কিন্তু এখন আর তাদের মানুষ থাকতে দেওয়া হবে না। অন্ন, বস্ত্র, আনন্দ, উৎসব সবই কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এমনকি সব চাইতে যা বেশী, সেই পরমায়ুই কমে গেছে মানুষের। এই যে মানুষ ক্ষেপে গিয়ে আকাশে চাঁদ ছুঁড়ছে, বৃথা। আয়ুই নেই, তা চাঁদে যাবে কি করে? কী করবো! আমার কথা তো ওরা শুনবে না!

রমা। আপনি কিছু বলেছিলেন বুঝি?

গগন। বলিনি? প্রত্যেকটি দেশকে বলেছি। ইউ-কে, ইউ-এস-এ, ইউ-এস-এস-আর, ফ্রান্স সব্বাইকে বলেছি। আমি বলেছিলাম যে যতগুলো চাঁদ ছুঁড়বে, তার প্রত্যেকটির মধ্যে পৃথিবীর যুদ্ধবাজ বুড়ো বুড়ো নেতাগুলোকে ভরে দাও। মানুষের শান্তির পৃথিবীতে যুদ্ধের আগুনে কাঠ না গুঁজে, মাধ্যাকর্ষণের বাইরে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওরা তাল ঠোকাঠুকি ক'রে মরুক। (একটু থেমে) Young Bengal! অনেক ভাববার আছে দুনিয়াতে! হুঁ! Creatures that once were men? হুঁ? আরে এই নিয়েই তো আমার সংগে কম্বোডিয়ার ভাইস্ প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে হাতাহাতি তর্ক। তার কথা হচ্ছে—Men that once were creatures. আরে, আমি তা' মানবো কেন? শেষকালে তর্ক। তুমুল তর্ক, বিপুল তর্ক, প্রবল তর্ক। কিছুতেই মীমাংসা হয় না। শেষকালে তোমাদের ওই বিশ্ব-অশান্তি পরিষদের সভ্যেরা এসে 'আহা করো কী' 'করো কী', বলে থামায়।

সদা। থামলেন তখন?

গগন। থামতেই হলো। না থামলে তক্ষুনি তক্ষুনি Third world war মানে—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ start হয়ে যায় on the spot.

[তিনজনে গম্ভীর হয়ে শুনছে]

কী? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তাহলে মালয়েসিয়ার ইয়েকে টেলিগ্রাম করো! ছাখো, সে কি জবাব দেয়! সে ছিল সেখানে।

গজা। দরকার নেই। আমাদের ওদিকেও বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে।

গগন। কোন্‌দিকে?

সদা। পেটে।

গগন। ভাল খবর। কে কে পার্টি?

সদা। ফার্স্ট পার্টি হচ্ছে খাবার—অনেক খাবার, রাশি রাশি খাদ্য। আর সেকেণ্ড পার্টি হচ্ছে—ক্ষুধা।

[তিনজনে বেরিয়ে গেল। গগন একমনে মাথা নীচু করে শুনছিলেন। হঠাৎ বললেন।]

গগন। Very modern warfare. কিন্তু আমি বলছিলাম কি, —ও! কী বলছিলাম,—কাকে বলছিলাম—? কেন বলছিলাম? —না—কিছু বলিনি। আমি কিছু বলিনি।

[প্রদীপের প্রবেশ]

প্রদীপ। এই যে মামা। আমি তোমাকে এদিকে খুঁজে মরছি।

গগন। কেন?

প্রদীপ। আমি স্কুল ফাইন্যাল পাস করেছি। (প্রণাম করলো)

গগন। থাক্, থাক হ'য়েছে। পাস করলি তা'হলে?

প্রদীপ। হ্যাঁ, কিন্তু এদিকে যে ভারী মুস্কিল হ'য়েছে মামা।

গগন। কী হ'ল আবার?

প্রদীপ। কোন কলেজে 'এ্যাড্‌মিশন' পাচ্ছি না। সবাই বলছে 'ফুল' হ'য়ে গেছে। আচ্ছা মামা, তুমি তো প্রফেসর ছিলে, তোমার কলেজে একটু বলে দাও না।

গগন। ওরে বাবা, দেশগঠনের হাজার চিন্তায় আমরা এখন উদ্‌ব্যস্ত,

উদ্‌ভ্রান্ত। এর মধ্যে তোর ওই—এ্যাড্‌মিশনের মতো তুচ্ছ ব্যাপার ভাবতে গেলে তো সব গোলমাল হ'য়ে যাবে। তাইতো! তুই পাস করলি অথচ 'এ্যাড্‌মিশন' পাচ্ছিসনে? এ্যাড্‌মিশন পাচ্ছিসনে তবে খামোখা পাস করতে গেলি কেন? (চিন্তা ক'রে) দাঁড়া! একটু ভাবি। হয়েছে। sloved! তুই পাস করিসনি।

প্রদীপ। সেকি মামা! আমি পাস করেছি।

গগন। করিসনি। আজ আমার কাছে জেনে যা, তুই পাস করিসনি।

প্রদীপ। কি বলছো মামা? এই দেখ ~~সার্টিফিকেট~~।

গগন। (হাতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) ফেলে দে সব আস্তাকুঁড়ে। যুগ বদলে গেছে। এটা হচ্ছে র‍্যাশানিংয়ের যুগ, 'মেরিটে'র যুগ নয়। আগমের নয়, নিগমের নয়, গমের যুগ। বুঝলি কিছু? আচ্ছা পরে বুঝবি! এ যুগে ওসব সার্টিফিকেট আর ট্যালেণ্টের কোন মানে হয় না। আমি শীগগিরই এ্যাসেম্বলি থেকে পাস করিয়ে নেব—যে, যত সীট্, তত পাস। ওয়েস্ট বেংগলের কলেজগুলোর পি-ইউতে যত সীট্ খালি হবে, স্কুল ফাইন্যালে ঠিক তত ছেলে পাস করবে। ব্যস্! যত সীট্, তত পাস, যা বাড়ী যা। ভেবেনে' এ বছর পাস করিসনি। সামনের বার আবার পরীক্ষা দিস। চলে যা!

[চলে গেল। প্রদীপ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল। বলে গেল]

প্রদীপ। যাচ্চলে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাড়ীর মধ্যেকার গলি পথ। পাশে দরজা

[মানবী পা টিপে টিপে চারিদিকে চেয়ে অতি সন্তর্পণে প্রবেশ ক'রে তিন বন্ধুর ঘরের দরজার কড়ায় এক টুকরো কাগজ জড়িয়ে রাখলো। তারপর চারিদিক চেয়ে ধীরে ধীরে ভিতরে চলে গেল। কিছু পরে তিন বন্ধু প্রবেশ করল।]

[মফঃস্বলে যদি এই দরজা দেখানোর অসুবিধে থাকে, তবে তিন বন্ধু কাগজ হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে।]

সদা। কড়ায় জড়ানো কাগজ! গুরুতর কিছু বলে মনে হচ্ছে।

গজা। পড়লেই বোঝা যাবে। রমা—!

[রমা কাগজ নিল—তিনজনেই ঘরে প্রবেশ করল। ঘরে ঢুকে রমা মোমবাতি জ্বাললো এবং মোমবাতির আলোতে পড়ল—

রমা। "আস্তে কথা কও। দাদু জেগে আছেন তোমাদের জন্যে।—মানবী।"

সদা। (জোরে) কেন? আস্তে কথা কইবো কেন? চুরি করেছি না ডাকাতি করেছি?

গজা। আহা! অত জোরে কথা বলছিস্ কেন?

সদা। (আরো জোরে) কেন? জোরেই বা বলব না কেন? এখন মাথা গরম হয়ে আছে, ওসব আস্তে-টাস্তের ধার ধারিনে।

রমা। আঃ, গলার আওয়াজে দাদু ভাড়া চাইতে আসবে যে!

সদা। [ফিস্ ফিস্ করে] সে কথা আগে বলবি তো! আমি কি করে জানবো?

গজা। (জোরে) তাই তো বলছি !

সদা। (চাপা গলায়)—আ—স্তে !

[পা টিপে টিপে ঘরের মাঝখানে গিয়ে বসল। মোমবাতির আলোতে এইটুকু জায়গা ছাড়া বাকি ঘরটা অন্ধকার। রহস্যময়। জামা ছাড়তে ছাড়তে সদা বলল—]

সদা। নাঃ ! খুব রেগে গিয়ে একটা কিছু করে ফেলতেই হবে ! এভাবে জীবন চালানো সম্ভব নয় আর। টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি মনে হচ্ছে।

গজা। একটা কিছু হবার আগে টায়ার্ড হওয়া বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।

সদা। তা জানি। কিন্তু হচ্ছি। আরো বিশেষভাবে হচ্ছি কেন জানিসতো ? এই রমার জন্যে।

রমা। (জামা খুলছিল) আমার জন্যে ?

সদা। হ্যাঁ চাঁদু ! তোমার জন্যে। হাঁটতে পারো না, বেশী খাটতে পারো না। ক্ষিদে পেলে চোখে অন্ধকার দেখ। তোমাকে নিয়েই তো যত জ্বালা !

গজা। তা নইলে একদিন দু'দিন না খেলে কি মানুষ মরে ? মরে না।

সদা। শুধু খাওয়ার কথা নয়, ওকে নিয়ে আরো ভাবনা হয়েছে। এই বাড়ীটার মধ্যে কী কাণ্ড যে ও করে রেখেছে, তারও একটা সাল-তামামি করা দরকার। কেন বাড়ীওলার কুমারী নাতনী chance পেলেই হালুয়াটা আস্‌টা তোমায় খাইয়ে যায়—আর তুমি টাকা পেলেই কেন লজিক কিনে দাও, দেখ্‌ রমা, আমরা বোকা বলে কি এটুকু বুদ্ধি নেই যে হালুয়া-লজিকের মানেও বুঝিনে ? [সদা শুয়ে পড়ল। গজাও শুলো। রমাও চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল] সে কথা হচ্ছে না ! তুই ছোট ভাই, দাদা বলে ডাকিস—দলে ভর্তি হয়েছিস,—সুখে থাক্‌, আনন্দে থাক্‌, আমরাও তাই চাই। কিন্তু বাবা, প্রেম্‌ ফ্রেম্‌গুলো একটু সম্‌ঝে-টম্‌ঝে কোরো !

নইলে দু'দিন না খাওয়াটা কিছু নয়—কিন্তু বাড়ীওয়ালা ক্ষেপে গিয়ে হাঁকিয়ে দিলে—

গজা। ফুটপাতে শুতে হবে।

সদা। হবেই। আর এমনি কনষ্টিট্যুশান্, ফুটপাথে শুলেই কি সর্দি হবে। শুয়ে দেখেছি তো! এক্স্পোজার লেগে যায়।

গজা। কি লেগে যায়?

সদা। এক্স্পোজার! যাক্ গে, মরুগ গে! মোমবাতির রোশনাই আর বেশীক্ষণ চালিও না রমন। ওটা নিবিয়ে দাও।

[হঠাৎ গজা উঠে বসল]

গজা। এই!

সদা। কী?

গজা। খাবার তো আছে আমাদের! উপোস করছি কেন?

রমা। কোথায় খাবার?

গজা। কেন? পরশুর আগের দিন লগ্‌নিরাম মাঙ্গাওলার বাড়ী থেকে যে খাবার নিয়ে এসেছি—তার কিছু তো—

রমা। (উঠে বসে) হ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—!

[সদা উঠে বসে রমার দিকে চাইল—রমা মাথা নীচু করল—]

সদা। Bad! That's bad রমন! That's very bad. প্রেম করলে মনের অবস্থা কী হয়—দ্যাখো! থাক্, আর লাল হয়ে কাজ নেই। ওঠো, খাবারগুলো আনো। কুঁজোটায় জল আছে তো গজা?

গজা। আছে। রমা সকালে ভরেছে।

সদা। আঃ! কে ভরেছে তা জানতে চাইনি। আছে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি। ওঃ! ঘরে মজুত খাবার, আর আমরা এদিকে ক্ষিদের

জ্বালায় ধড়ফড় করছি। নিয়ে আয়—নিয়ে আয়—ডিনারটা সেরে ফেলা যাক। কী কী আছে রে ?

রমা। লুচি, নিমকি, অমৃতি, মুগের নাড়ু, আর—

সদা। ও বাবা ! নাম শুনেই পেটের মধ্যে ডাকছে যে রে ! যা নিয়ে আয়। সাবধানে আনবি। দেখিস যেন ভেঙে টেঙে ফেলিস নে। অমৃতি ভেঙ্গে গেলে আবার পাপ হয়। (গজা হাসলে) হাসি নয়, সত্যি পাপ হয়। শাস্ত্রে লিখেছে অমৃতিং ভংগেন পাপং হয়ন্তি।

[রমা মোমবাতিটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের কোণের দিকে গেল। গজা জলের কুঁজোটা তাড়াতাড়ি এনে মেঝেতে একটু জল ছিটিয়ে দিল। রমা গুঁড়িমেরে চৌকির তলায় ঢুকলো]

রমা। এ কি !

গজা। কী হল রে ? রমা !

রমা। নেই।

সদা। নেই মানে কী ? বাংলা করে বল্।

[রমা চৌকির তলা থেকে ন্যাকড়া বাঁধা একটি চ্যাঙাড়ি নিয়ে এল। চ্যাংঘাড়ির একপাশটা ফুটো। দেখাল বন্ধুদের। তিনজনেই হতবাক্। শুধু ক্ষুধার্ত তিন জোড়া চোখ শূন্য চ্যাংঘাড়ির দিকে মেলা ! কিছুক্ষণ পরে গজা কথা বলল— অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠস্বর]

গজা। ~~ইঁদুর?~~

রমা। হ্যাঁ।

সদা। যা ওটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়। না না থাক। বাইরে বেরোলে যদি বাড়ীওয়ালা দেখতে পায়, ভাড়ার তাগাদা করবে। ঘরেই রাখ্ আজকে রাতের মত।

[রমা কোন কথা না বলে জিনিস দুটো যেখানে ছিল সেইখানে রেখে এল]

গজা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কী কেলেঙ্কারি !

সদা। কেলেঙ্কারি নয়, অত্যাচার ! দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার।

গজা। ইঁদুর তো সবল নয়।

সদা। না—তা নয়। দুর্বলের উপর দুর্বলের অত্যাচার। না—ভাষাটা অবিশ্যি ঠিক হয়নি এখনও। এ হলো গিয়ে—দুর্বলের উপর ইয়ের অত্যাচার। কোনো মানে হয় ? বুকে করে আনা খাবার, চিল বাঁচিয়ে, চোখ বাঁচিয়ে আনা খাবার, অল্প অল্প ক'রে তিল তিল ক'রে—আমরা খাচ্ছি, সেই সাত রাজার ধন মানিক,—লগ্‌নিরাম মাঙ্গাওলার বাড়ীর খাবার—ইঁদুরে খেয়ে গেল !

গজা। ঠ্যালা বুঝবে, যখন বাসি খাবার খেয়ে কলেরা হবে। ইডিয়ট কোথাকার !

সদা। ইডিয়ট না হলে ইঁদুর হয় কখনো ?

[সদা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল—হঠাৎ থেমে—]

সদা। রমা—!

রমা। (ভারী গলায়) কী ?

সদা। কথা বলছিস না যে ? মুখটা তোল্ তো !

[রমা মুখ তুলে চাইল। দু'চোখ জলে ভরা]

হুঁ ! ঠিক যা ভেবেছি তাই। ~~বারবারো~~! ক' ফোঁটা বাজে খরচ হলো ?

রমা। কিসের ?

সদা। চোখের জলের ! ছি-ছি ছি-ছি। ইঁদুরগুলো মাটির নীচে থাকে তাই। নইলে, এতক্ষণে হয়তো ওদের হাসির আওয়াজ শুনতে পেতিস্।

রমা। (নিজের মনে) আমি তো কাঁদিনি—।

গজা। চোখে জল, তবু বলবে কাঁদিনি। ভ্যালা বিপদ।

সদা। শোন্ রমা। এমনিতেই আমাদের চাকরি-বাকরি নেই, রোজ খেতে পাচ্ছি না, ঘরভাড়া দিতে পারছি না, তাতেই তো লোক হাসাচ্ছি। এরপর তুই কেঁদে আর ইঁদুর হাসাস্ নি ভাই। এক কাজ কর্!

রমা। কী?

সদা। ইয়ে কর্। ওদের ক্ষমা কর্। বল্—তোমাদের ক্ষমা করলাম। যে কাজ করেছো, তাতে অবশ্য ক্ষমা করা চলে না। কিন্তু তবু ক্ষমা করলাম। যেহেতু আমরা মানুষ, তোমরা ইঁদুর।

গজা। তোমাদের চক্ষুলজ্জা নেই।

সদা। Right! যা খেতে পিঁপড়েরাও মায়া করেছে, তা খেতে তোমাদের বিবেকে বাধলো না। ছ্যাঃ!

[গজা চুপচাপ শুয়ে পড়ল। বলল—]

গজা। মিছিমিছি বকে আয়ুক্ষয় করছিস কেন সদা? শুয়ে পড়্।

সদা। অগত্যা। আর জমাবো না। জমিয়ে রাখা খাদ্য চিরকাল ইঁদুরেই খেয়ে যায়, এটা জেনে রাখ্। সরকারের গুদোম থেকেই খেয়ে যাচ্ছে—তা' আমরা তো কিসস্য কী?

গজা। রমা! শুবি নে এখন?

রমা। পরে শুচ্ছি। তোমরা শোও না।

[রমা উঠে গিয়ে কোণে বসল। দেয়ালে একটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি আঁটা। পথ থেকে কুড়িয়ে আনা এখানে ওখানে পানের পিচ্ লেগে আছে। সেখানে গিয়ে চোখ বুজে বসল সে। মোমবাতিটা জ্বলতেই লাগল। নেপথ্যে কাশির আওয়াজ শোনা গেল। শোনামাত্র গজা আর সদা জড়াজড়ি করে শু'লো। তাদের নাক ডাকছে।]

নেপথ্যে জগৎ। কি হলো? সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নাকি হে?

[সদা ও গজার নাক ডাকার শব্দ প্রবলতর হল। জগৎ ঢুকলেন। বয়স ৬০-৬১, মাথায় টাক, একটু জোরে কথা বলেন।]

রমা। [বিব্রত হয়ে বলল] দাদু! আসুন।

জগৎ। না, এসে দরকার নেই। রাত এগারোটা বাজেনি, এর মধ্যে নাক-টাক ডাকিয়ে একেবারে হুলুস্থুলু কাণ্ড ক'রে তুলেছ দেখছি। তুমি ঘুমোবে না?

রমা। আজ্ঞে হ্যাঁ, এইবার ঘুমোবো।

জগৎ। হ্যাঁ। ঘুমোও, প্রাণ ভরে ঘুমোও। এই নিদ্রাটা চিরনিদ্রা করতে পারোনা?

রমা। এ্যাঁ—!

জগৎ। ত্যাখো না চেষ্টা করে! তাহ'লে তোমরাও বাঁচো, আর আমিও বাঁচি।

রমা। আজ্ঞে না, খুব ক্লান্ত বলে—

জগৎ। কার জন্যে? ওয়াকিং কম্পিটিশন ছিল কি? ফুটপাতে চাকরি তো পড়ে থাকে না। চাকরি পেতে হলে আপিসে-টাপিসে যাতায়াত করতে হয়। চাড্ডি ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতে-টিশতে হয়। আমার তো মনে হয় না তোমরা কোথাও যাও। যাও কি?

রমা। আজ্ঞে, হ্যাঁ। যাই তো, রোজই—

জগৎ। তবে হয় না কেন চাকরি? তার মানে গা নেই। আর থাকবেই বা কেন? চেয়ে চিন্তে খাওয়া,—বিনে ভাড়ায় থাকা, মন্দ কি? চলে তো যাচ্ছে। কী বলো?

রমা। আজ্ঞে না, তা নয়। তবে হয়েছে কি জানেন—

জগৎ। তোমাদের ঘর গেরস্থালির খবর জানতে আসিনি। আমার

যেটুকু জানবার কথা, সেইটুকু বলে দাও। শুনে কৃতার্থ হয়ে শু'তে যাই। ভাড়াটা কি আজ পাওয়া যাবে ?

[রমা ব্যাকুলভাবে কপট নিদ্রিত সদা ও গজার দিকে চাইল। সদা ঘুমের ঘোরে হাত নাড়লো। রমা সেটা দেখে ঢোঁক গিললো, তারপর কোন রকমে বললো—]

রমা। আজ্ঞে, ভাড়াটা তো আজ, বোধ হয়, দাদু—মানে—

জগৎ। হুঁ ! কতদিনের ভাড়া বাকী পড়েছে—মনে আছে কি রমেন ?

রমা। (চট্ ক'রে সদার তুলে ধরা পাঁচ আঙুল দেখে নিয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ দাদু। পাঁচ মাস।

জগৎ। পাঁচ মাস ! এই ভেবে আনন্দে আছো ? ভাল ক'রে শুধরে নাও। ওটা পাঁচ মাস নয়, ন' মাস। পুরো ন' মাস।

[জগৎ দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন]

তোমাদের এই ঘরখানা ভাড়া দেওয়ার কি উদ্দেশ্য ছিল ? গোটা বাড়ীটা পঁয়তাল্লিশ টাকা ভাড়া। ছেলে নিরুদ্দেশ, নাতি নাতনী নিয়ে একা চালাতে কষ্ট হয় বলেই তোমাদের ভাড়া দিলাম পনেরো টাকায়। কথা ছিল—তিনজনে পাঁচ টাকা করে দিলে তোমাদেরও গায়ে লাগবে না, আর আমারও সুরাহা হবে। খুব সুরাহা হয়েছে। এখন দয়া করে ঘরটা ছেড়ে দাও, তাহলেই বাঁচি।

[জগৎ যখন কথা বলছিলেন, তখন পেছন দিক থেকে মাথা তুলেছিল গজা। কিন্তু কথা বলতে বলতে যেই জগৎ মুখ ঘুরিয়েছেন, অমনি টপ্ করে গজা শুয়ে পড়ে নাক ডাকাতে লাগল। তাদের দিকে চেয়ে জগৎ চেঁচিয়ে বললেন—]

জগৎ। এদিকে শুনি পেটে ভাত নেই, অথচ ঘুমের বহর দেখলে তো মনে হয় খুব গুরুভোজন হয়েছে। ছ্যাঃ—কি করে ঘুম হয় ? যাকগে। বলে দিও রমেন যে সকালে—স্বদেশ যেন আমার সঙ্গে দেখা করে বাড়ী থেকে বেরোয়। কাজ না ক'রে এভাবে নাক ডাকাতে পারে বাঁদরে, মানুষে পারে না। ছ্যাঃ !

[বক্ বক্ করতে করতে জগৎ বেরিয়ে গেলেন। দরজাতে শব্দ হল ক্যাঁ-চ্। জগৎ বেরিয়ে বাইরের দিকে গেলেন। রমেন এগিয়ে এসে দরজাটা ভেজিয়ে বসল। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা খবরের কাগজের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবির কাছে চুপ করে বসে রইল। মোমবাতির আলোতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখটা দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সদা মাথা তুলল, গজাও মাথা তুলল। দুজনেই উঠে বসল এবং দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে চিন্তা করতে লাগল]

সদা। (মাথা তুলে) গজা!

গজা। কি বল্?

সদা। খুব অপমান করে গেল বলে মনে হচ্ছে, না রে?

গজা। (গম্ভীর ভাবে) হ্যাঁ।

সদা। হুঁ! আমারও তাই মনে হচ্ছে।

গজা। তা হোক। কিন্তু কাল সকালে তোকে দেখা করতে বলে গেল যে!

সদা। (চটে গিয়ে) সেটা আমিও শুনেছি। কিন্তু কি করে দেখা করি? কাল সকাল থেকে এমন হেভি কাজ পড়েছে—

গজা। (সাগ্রহে) কাজ? পেয়েছিস্? কোথায় ভাই?

সদা। কোথায় সেটা বলতে পারলে তো কাজটা হয়েই যেত। সেটা জানি না বলেই তো চিন্তা বেশী। কাজের কি কোন মাথা মুণ্ড আছে? কোন্ কাজ যে কোথায় পড়বে—(একটু থেমে) শুধু ঘর ভাড়ার কথা ভাবলে তো চলবে না আমার। পৃথিবীর জন্যে ভাবতে হয় আমাকে। (একটু থেমে) হুঁ, তাহলে জগৎবাবু অপমান ক'রে গেলেন বলছিস্।

গজা। হ্যাঁ!

সদা। হুঁ রমা! [রমা চোখ বুঁজে বসে আছে ঠাকুরের সামনে] ও বাবা! ও কি করছে রে?

গজা। ধ্যান করছে।

সদা। হঠাৎ?

গজা। হঠাৎ কেন হবে? ছবিটা পথ থেকে কুড়িয়ে আনা এস্তোক, ও তো ফাঁক পেলেই ওখানে বসে!

সদা। এই খ্যাখো—সন্ন্যিসী-ফন্ন্যিসী হয়ে যাবে না তো?

গজা। না বোধ হয়।

সদা। না বোধ হয় মানে? হয় "না" বল্, না হয় "বোধ হয়" বল্। 'না বোধ হয়' বলছিস কেন? বাঙালীর ছেলে বাংলাটা বলতে শিখবি তো! (অদ্ভুত মিষ্টি গলায়) রমেন—রমু!

রমা। এঁ্যা!

সদা। ওখানে কি করছ মানিক? ধ্যান? কিন্তু খালি পেটে ধর্মাচরণ হয় না, একথা তোমার ঠাকুরই বলেছেন। "আগে ভোগ পরে যোগ" বুঝেছিস? ভগবানকে পেতে হলে আগে ত্রিশ বচ্ছর কব্জি ভোর খেয়ে নে। তারপর বাকী ত্রিশ ব্যোম বলে বসে যা। মন বলছে—বাবা খাব—মা খাব, এ নিয়ে কি ধ্যান হয়? কি চাইছিস ওখানে? হ্যাঁরা?

গজা। বোধ হয় মোক্ষ, বিবেকানন্দের মত।

সদা। মোক্ষ? কষ্ট করে চাইতে হবে না ভাই। আর দুচারদিন এই ভাবে না খেয়ে থাকলে মোক্ষ আপ্সে এসে যাবে। ওঠ্। (রমা উঠে পড়ল) নে শুয়ে পড়্। শুয়ে পড়্। ওরে, ও হ'ল ছবির দেবতা। যতদিন না ওকে পোকায় কাটবে, কি নোনা ধরবে, ততদিন অমনি ড্যাব্-ড্যাব্ করে চেয়ে থাকবে। আমরা মানুষ! অত কায়দা কি আমাদের সয়?

(মোমবাতি নিভিয়ে দিল)

[গজা আগেই শুয়ে পড়েছিল, সদা কোণ থেকে চ্যাঙারিটা তুলে একবার শুঁকল। তারপর অবজ্ঞা ভরে সেটাকে ফেলে দিয়ে গজার পাশে শুয়ে পড়ল।

দৃশ্যটি দুইটি ভাগে বিভক্ত। মঞ্চের বাঁ পাশে সরু গলি। সদর দরজা দেখা যাচ্ছে। এরা তিন বন্ধু সদর খুলে ঢুকেছিল। গলি দিয়ে আসতে আসতে বাঁ পাশে একটি দরজা পড়ে—সেটি ভিতরে যাবার। গলির মাথার উপর একটি অত্যল্প পাওয়ারের বাতি ঝুলছে।

সদা শোবার সময় মোমবাতি নিভিয়ে শুয়েছিল। ঘর অন্ধকার। এর পূর্বে আমরা দেখেছি জগৎবাবু বেরিয়ে যাবার সময় গলির আলোটা নিভিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে মঞ্চ এখন অন্ধকার। শুধু নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে।—দরজার ঠুক্‌ঠুক্ মৃদু শব্দ শোনা গেল। রমা উঠে গেল—ধীরে ধীরে খুললো]

রমা। কে? মানু! তুমি এত রাত্রে!

মানবী। আমি জানতে এলাম, খাওয়া হয়েছে তোমার?

রমা। শুধু আমার কেন, আমাদের কারুরই খাওয়া হয়নি।

মানবী। দু'খানা রুটি এনেছি তরকারিও আছে একটু! খাবে?

রমা। তা খেতে পারি। কিন্তু ওরা?

মানবী। কি করবো বলো। দুখানা রুটিই ছিল। কিন্তু আমি বলি কি—আগে নিজের প্রাণ বাঁচাও। তারপর না হয়—

[সদা আর গজা মাথা তুলে দেখে আবার চট্‌ করে শুয়ে পড়ল]

রমা। না মানু! এ কথা বোলো না। যারা তাদের মুখের খাবার ভাগ করে আমায় খাওয়ায়, তাদের বাদ দিয়ে আমি কিছু খেতে পারবো না। না—না। [রমা নিজের জায়গায় ফিরে গেল। মানবীও একটু চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল]

Light burning

—গলিতে—

মানবী দরজা খুলে হাসিমুখে গলিতে এল। সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিক থেকে জগৎবাবু এগিয়ে এসে শক্ত করে চেপে ধরলেন মানবীর বাঁ হাত।

ভয়ে আর ভাবনায় মানবীর আঁচলের তলায় লুকানো ডান হাতে ধরা বাটিটা ঝন্‌ঝন্‌ করে নীচে পড়ে গেল। পলকমাত্র দাদুর মুখের দিকে চেয়ে মানবী হু-হু করে কেঁদে উঠল। দু'চোখ দিয়ে ঝরঝর করে ঝরছে জল।

জগৎ একবার বাটির দিকে আর একবার মানবীর মুখের দিকে চেয়ে সরে দাঁড়ালেন। মানবী বাটিটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালালো। জগৎবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন চিত্রার্পিতের মতো।

[সৌখীন সম্প্রদায়ের এই সেট গড়তে অসুবিধা হলে মানবী ঘরে ঢুকবে এবং রমার প্রত্যাখ্যানের পর ধীরে ধীরে মাথা নীচু ক'রে বেরিয়ে যাবে! জগৎবাবুর অংশ বাদ যাবে।]

তৃতীয় দৃশ্য

[সকাল। মানবী দাওয়ার একধারে বসে আনাজ কুটছে। তার বাঁ-ধারে একটি জলন্ত উনুন। তার ওপর কড়ার মধ্যে হালুয়া তৈরী হচ্ছে। খুন্তি দিয়ে নাড়ছে মানবী। সদা ও গজা উঠানে ঢুকে একপাশে দাঁড়ালো। মানবী তাদের দেখতে পেয়ে মুচকি হেসে রান্নার দিকে মন দিল। দাওয়ার এক কোণে রান্না হয়।]

মানবী। কী ব্যাপার? আজ যে একেবারে লক্ষীছেলের মত বাড়ীর ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছ! কার মুখ দেখে উঠেছি আজ? স্বদেশদা!

সদা। [কি যেন ভাবছিল] এঁ্যা!

মানবী। বলবে কিছু? মাকে ডেকে দেব?

গজা। মাকে নয়, দাদুকে।

মানবী। দাদুকে! কেন?

সদা। কেন নয়? দাদু কাল রাত্রে আমাদের ঘরে গিয়েছিলেন ভাড়া চাইতে। যা-তা কতকগুলো কথা বলে এসেছেন। শুনলাম নাকি —আজ সকালে দেখা করতে হবে।

মানবী। শুনলাম নাকি মানে? তোমরা তখন ছিলে না ঘরে?

গজা। ছিলাম বই কি!

সদা। ছিলাম, তবে ইয়ে হ'য়ে ছিলাম তো?

মানবী। কিয়ে হয়ে ছিলে?

সদা। আরে ঐ যে কী বলে—ঘুম—ঘুমিয়েছিলাম।

মানবী। ওঃ! ঘুমিয়েছিলে বুঝি? (হেসে ফেলেছে)

সদা। হ্যাঁ! নইলে কথাটা তো কালই হয়ে যেত। সারাদিন খেটেখুটে ক্লান্ত হ'য়ে থাকি—কাজেই শুলেই ঘুম এসে যায়।

গজা। তা ছাড়া দাদু রাত্রেই যে যাবেন, তা কী করে জানবো?

মানবী। তুমিও ঘুমিয়েছিলে বুঝি?

গজা। না। (সদার মুখের দিকে চাইতেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে) হ্যাঁ। সদা ঘুমিয়ে পড়লে—আমি একলা জেগে থেকে কী করবো?

মানবী। তা তো বটেই।

[ঘরের মধ্য থেকে জগৎবাবু বেরিয়ে এলেন। তিনি একদৃষ্টে এদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সদা আর গজা তাঁকে দেখতে পায়নি]

গজা। আমি তোমায় একটা কথা বলি মানবী, তুমি ভাই দাদুকে একটু বুঝিয়ে বোলো যে—ভাড়ার জন্যে আমাদের তাগাদা

করতে হবে না। টাকা পেলেই আমরা নিজে এসে দিয়ে যাব।

সদা। তাগাদা শুনতে কারই বা ভাল লাগে বলো? দাদুর কথা-গুলো একটু কড়া হয়ে যায় তো! হাজার হোক, আমরা ভদ্রলোকের ছেলে। আমাদের জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে—

জগৎ। মনে তো হয় না—।

[সবাই চমকে উঠল। জগৎবাবু এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে উঠানে নামলেন]

গজা। (ভয়ে ভয়ে) আজ্ঞে!

জগৎ। বলছি, তোমরা যে বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ, তোমাদের দেখে তো মনে হয় না।

গজা। হয় না?

জগৎ। কী করে হবে? তোমাদের ভাব সাব দেখে আমার তো মনে হয় ক্লাশ ফাইভ সিক্স অবধি তোমাদের বিদ্যে। তিনটি রত্ন একত্র হলে কি ক'রে এইটাই ভাবনার বিষয়। যাকৃগে—পরচর্চায় দরকার নেই। ভাড়াটা কি আজ দিচ্ছো?

সদা। আজ্ঞে না।

জগৎ। তাহলে কি কাল দিচ্ছো?

সদা। আজ্ঞে হ্যাঁ। যদি পাই।

জগৎ। পাবে না। আমি বলছি টাকাও তোমরা পাবে না, আর ভাড়াও তোমরা দেবে না। দিতে পারো না, দেবার ক্ষমতা নেই, ইচ্ছেও নেই।

গজা। আজ্ঞে, ইচ্ছে নেই বলবেন না। ইচ্ছে খুবই আছে, ক্ষমতাই নেই।

জগৎ। কিছুই নেই। থাকতে পারে না।

গজা। আজ্ঞে—চেষ্টা করছি খুব। কিন্তু—

জগৎ। তর্ক কোরো না। কিচ্ছু করছো না। কার চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা করছ হে? আমার? বালক! আমি বাঘা যতীনের চ্যালা। বুড়ী বালামের তীরে বন্দুক ধরে Fight করেছি ইংরেজদের সঙ্গে। তারাই আমাদের চোখে ধূলো দিতে পারেনি—তোমরা তো পিগ্‌মি! পিগ্‌মি।

গজা। আপনি বাঘা যতীনের—

জগৎ। চ্যালা।

[গজা চট্ করে পায়ের ধূলো মাথায় দিল]

গজা। ও! জন্ম সার্থক হল আজ আমার। আপনি পুণ্যবান লোক দাদু।

জগৎ। হ্যাঁ, মহা পুণ্যবান। পুণ্য না করলে কি কারুর একমাত্র সন্তান নিরুদ্দেশ হয়ে যায়? পুণ্য না করলে এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায় ভগবানের নাম করব, না—বসে বসে ভাবছি—কাল কি খাওয়া হবে,—নাতির মাইনে—নাতনীর কলেজের ফী,—মুদীর দেনা, বাড়ীওলার তাগাদা।

সদা। (হঠাৎ) তা তো বটেই।

জগৎ। তা তো বটেই মানে? ইডিয়টের মত ফট্ করে একটা "তাতো বটেই" বললেই কি দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল! তোমরা কি করছ? তোমরা কতটুকু সাহায্য করছ আমাকে? তিনটে অপদার্থ এক জায়গায় জুটে কেবল কতকগুলো অলীক স্বপ্ন দেখছ!

(প্রভাবতীর প্রবেশ)

যাক্ গে, আমার শরীর ভাল নয়। এ নিয়ে তর্ক করার মানে—সময়ের অপব্যয়। ভাড়া তোমরা দিতে পারবে না, ভাড়া তোমাদের দেবার ইচ্ছে নেই। কাজেই গরীবের বুকের ওপর বসে আর দাড়ি উপড়ো না, দয়া করে ঘরখানি ছেড়ে দাও।

প্রভা। বাবা! সকাল বেলায় ব্যাচারাদের এভাবে বকছেন কেন?

জগৎ। ব্যাচারা! They are born criminals. ভাবতে পারো কথাটা, যে তিনটে জোয়ান ছেলে ঘরে বসে আড্ডা মারছে, আর মাঝে মাঝে ভিক্ষে করতে বেরোচ্ছে। (ভেংচে) আমরা দু'দিন কিছু খাইনি, আমাদের খেতে দিন স্যার। কোন অধিকার নেই তোদের বাঁচবার। দূর-দূর-দূর। দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে—হতভাগার দল।

[প্রভা ইঙ্গিত করল ওদের চলে যেতে। গজা দেখলো মানবীও রান্নাঘর থেকে ইশারা করছে চলে যেতে]

সদা। (জোর গলায়) আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে আপনার ভাড়াটা দিয়ে দিতে পারি কিনা।

জগৎ। আর চেষ্টা করতে হবে না ভাই! অনেক চেষ্টা করে অনেক কষ্ট দিয়েছ। এবার মহাপ্রস্থান করো। দুনিয়া শুদ্ধ লোক যখন বাঁচবার জন্য মরণ পণ করছে, সেই সময় তিনটি জোয়ান মদ্দ বলছে—খেতে পাচ্ছিনে, পয়সা নেই। কেড়ে খে গে যা, লুঠ করে খা! একটা কিছু কর্—যাতে বুঝি তোরা বেঁচে আছিস। ছিঃ। [চলে গেলেন।

প্রভা। তোমাদের কপাল,—সকালে এসেছিলে বুঝি এই মিষ্টি কথাগুলো শুনতে?

সদা। উনি যে কাল রাত্রে বলে এসেছিলেন মাসীমা।

প্রভা। বলে এসেছিলেন বলেই অমনি ভোর হতে না হতে ছুটে আসতে হবে? আর জানোই তো, শোকে দুঃখে, অভাবে আর চিন্তায় চিন্তায় বাবার মাথাটাই যেন কেমন গোলমেলে হয়ে গেছে। যাকৃগে কিছু মনে করো না বাবা!

গজা। না মাসীমা! দাদু তো অন্যায় কিছু বলেন নি।

সদা। অক্ষমকে অক্ষম বললে কি অন্যায় হয় মাসীমা? বরং এটা তো আমাদের উপকারের জন্যেই। যাই মাসীমা?

প্রভা। এসো। মনে দুঃখ করো না কিন্তু, কেমন ?

গজা। না-না।

প্রভা। রমা ওঠেনি এখনো ?

সদা। দেখছি ! [সদা ও গজা চলে গেল

প্রভা। বাবুয়া !

[বাবুয়া ঘর থেকে বই নিয়ে বেরোল]

বাবুয়া। কি মা ?

প্রভা। কী মা মানে ? পড়াশুনোর বুঝি আজ আর দরকার নেই, না ?

বাবুয়া। এই তো এলুম।

প্রভা। তাহলে দয়া করে একটু বোসো। তুমি পড়তে না বসলে আমার বাবা স্বর্গে যেতে পারছেন না। হতভাগা ছেলে! সারাদিন কেবল লাট্টু, আর গুল্‌তি, ফুটবল আর ক্যারমবোর্ড—ওই করো।

[বলে ভিতরে চলে গেলেন

[বাবুয়া পড়তে পড়তে]

বাবুয়া। তখন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর কহিলেন—দয়ার সাগর—। দয়ার সাগর মানে কি দিদি ?

মানবী। (রান্না করতে) দয়ার সাগর মানে দয়ার সমুদ্র।

বাবুয়া। দয়ার সাগর মানে দয়ার সমুদ্র। দয়ার সাগর মানে—আচ্ছা দিদি, সাগরের জল যেমন নোনা, দয়ার সাগরের জলও তেমনি নোনা ?

মানবী। যাঃ! আমি বলতে পারবো না।

বাবুয়া। বলবে না তো ? ও-মা! এই ভাখো দিদি আমার পড়া বলে দিচ্ছে না।

[ঘরের ভিতর থেকে প্রভাবতী একটা জামায় বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এলেন]

প্রভা। হ্যাঁ রে মানু, ছেলেটাকে একটু পড়া বলে দিচ্ছিস্ না কেন?

মানবী। ও দুষ্টুমি করছে মা।

প্রভা। তোরা তো খালি ওর দুষ্টুমিই দেখিস। আর তো কারো ছেলে কিছু করে না।

মানবী। তুমি শুধু শুধু আমায় বকছ মা। আমি তো ওকে পড়তেই বলছি।

প্রভা। কোথায় পড়তে বললি? পড়তে বললে ছোট ছেলে পড়তে বসে না, কোথাও শুনেছিস এ কথা? না আমাকে বোকা বোঝাচ্ছিস? দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা ভাই। তাকে নিয়েই কি তোর যত জ্বালা রে?

[প্রভা চলে গেলেন—তখনও তাঁর কথা শোনা যাচ্ছে—]

আর বাবাকেও বলিহারি যাই,—যত বলি একটা সম্বন্ধ-টম্বন্ধ দেখে এই আপদ বিদেয় করুন। তা' কার কথা কে শোনে? আদরের নাতনিকে ঘরে পুষে রাখবেন। বাবুয়া—!

বাবুয়া। কী মা?

নেঃ-প্রভা। পড়ার আওয়াজ পাচ্ছি না কেন?

বাবুয়া। পড়ছি মা। "তখন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর কহিলেন মাতৃআজ্ঞা আমার কাছে দৈববাণী স্বরূপ!"

[বাবুয়া থামল। তারপর উঠে পড়ে মানবীর কাছে যেতে যেতে বলল—]

ঈশ্বরচন্দ্র···দৈববাণী করিলেন—মাতৃআজ্ঞা···দয়ার সাগর। দিদি! ও দিদি! দিদি ভাই। কথা বলবি নে আমার সঙ্গে? বলবি নে তো? আচ্ছা তাহলে আমি মাকে ফের বলছি।

[দেখা গেল রমা চুপি চুপি বাইরের দিক থেকে কলতলার দিকে গেল। যাবার সময় দেখলো মানবী সেইদিক চেয়ে আছে। রমা তাকে ইঙ্গিতে কথা কইতে বারণ করে ইশারায় জানালো পরে কথা হবে।]

বাবুয়া। ও-মা! এই দেখ দিদি রমাদার সঙ্গে কথা কইছে।

নেপথ্যে প্রভা। তুই পড়বি কি না?

বাবুয়া। (জোরে) মাতৃআজ্ঞা আমার কাছে বিদ্যাসাগর স্বরূপ। (এগিয়ে গিয়ে) কি করছিস দিদি! হালুয়া? আমায় একটু দিবিনে দিদি?

মানবী। ছাই দেব তোমাকে।

বাবুয়া। ছাই দিবি? কেন দিদি?

মানবী। আবার কেন জিজ্ঞেস করছিস? মায়ের কাছে বকুনি খাইয়ে আমার কাছে এসেছ হালুয়া খেতে? যাও না, মার কাছ থেকে হালুয়া খাও গে। বজ্জাত কোথাকার।

বাবুয়া। (একটু ভেবে) রমাদাকে একটু হালুয়া দিবি দিদি? এক দৌড়ে বলে আসবো? যাব দিদি?

মানবী। (চুপ করে থেকে) আমি জানি না। তুই তোরটা নিয়ে পালা তো! (ছোট বাটিতে বাবুয়াকে দিল)

বাবুয়া। আমায় এইটুকু?

মানবী। আবার কত? একটু পরেই তো ভাত খেয়ে ইস্কুলে যেতে হবে।

বাবুয়া। ইস্কুলে যাব বলে এইটুকু হালুয়া? ওরে বাবা। রমাদার জন্যে অতখানি রাখলি দিদি?

মানবী। আঃ! চুপ কর্ না। এক্ষুনি দাদু শুনতে পেলে অনর্থ হবে।

[নেপথ্যে জগৎ ডাকলেন। বাবুয়া!]

বাবুয়া। কি দাদু!

নেপথ্যে জগৎ। বলি বিদ্যাসাগর মশায় কি দেহ রক্ষা করলেন? আওয়াজ পাচ্ছিনে কেন?

[প্রভাবতী ঘর থেকে বেরোলেন]

প্রভা। ঠিক যা ভেবেছি তাই। ভাই বোনে গজল্লা হচ্ছে।

বাবুয়া। না মা! হালুয়া খাচ্ছি।

প্রভা। খাও! দিনরাত খালি গিলে যাও। পোড়ো না, খবরদার, পাপ হবে। বদমাইস ছেলে কোথাকার! পড়ার নামে যেন গায়ে জ্বর আসে। আর ঐ যে এক আল্লাদী, কোথায় ওকে ধমক ধামক দিয়ে বসাবে—না, ওরই সঙ্গে ওর যত হাসি ঠাট্টা।

মানবী। আমি তো সেই কখন থেকেই বলছি ওকে পড়তে!

প্রভা। চুপ কর্! গা জ্বলে যায় কথা শুনলে!

[এমন সময় দেখা গেল রমা আসছে বাবুয়া পড়তে বসলো। প্রভাবতী অপেক্ষা করতে লাগলেন। রমা একটু এগিয়ে আসতেই প্রভা বললেন—]

সকালে তো তোমার দুই বন্ধুর ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে—তুমি যেন আবার সামনে পড়ো না।

রমা। না মাসীমা। আমি এক্ষুণি চলে যাবো।

প্রভা। কাল কত রাত্তিরে ফিরেছ?

রমা। কাল রাত্তিরে? কাল রাত্তিরে তো মাসীমা, তখন কত হবে? দশটা।

প্রভা। না। দশটা অবধি তো আমিই জেগেছিলাম। আরো পরে এসেছ তোমরা। কোথায় করো এত রাত? চাকরি নেই, বাকরি নেই,

কাজের মধ্যে তো দেখি কেবল টো টো করে ঘুরে বেড়ানো। বাবা ঠিক কথাই বলেন! খাওয়া হয়েছে কাল রাত্রে?

রমা। হ্যাঁ! সে এক বন্ধুর বাড়িতে—অনেক জিনিস হয়েছিল, মানে—পোলাও, মাংস, মাছের—

[রমা একবার আড়চোখে মানবীর দিকে তাকাল, মানবী মুখ ঘুরিয়ে হাসলো।]

প্রভা। কী খেয়েছো, তা জানতে চাইনি বাবা। দুটো ডাল ভাত পেয়েছ কিনা, তাই জিগ্যেস করছিলাম। তিনজনে তোমরা আছ বাড়ীতে। না খেয়ে একটা অসুখ-বিসুখ করে বসো না—এই আমার বলার কথা।

রমা। না মাসীমা। সে আমরা ঠিক—

নেপথ্যে জগৎ। বৌমা, চন্দনটা ঘষে দিয়ে যাও।

প্রভা। যাই! তাড়াতাড়ি রান্নাটা সেরে ফেল্ মানু—বাবা আজ পেন্‌সন্ আনতে যাবেন।

[প্রভাবতী ঘরে ঢুকে গেলেন। রমা বাইরে যাবার চেষ্টা করতেই মানবী হাতছানি দিয়ে ডাকল। রমা এগিয়ে এল]

মানবী। শোন।

রমা। [ফিস ফিস করে] কী?

মানবী। (চুপি চুপি) চট্ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই হালুয়াটুকু খেয়ে নাও। দাদু বেরিয়ে গেলে চা দিয়ে আসবো।

রমা। দাদু কোথায়?

মানবী। দাদু পুজো করতে বসেছেন, আর মা চন্দন ঘষতে গেছেন। দেরি হবে—খেয়ে নাও।

[রমা বাটিটা টেনে নেবার সময় পাশে রাখা একটা বাটি

ঝন্ ঝন্ করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

নেপথ্যে প্রভা। কি ভাঙলি রে?

মানবী। কিছু ভাঙেনি মা, কাগে একটা বাটি ফেলে দিয়েছে।

নেপথ্যে প্রভা। আর এই হাঘরে কাগগুলোও হয়েছে তেমনি। হালুয়া খেয়ে গেছে তো?

বাবুয়া। (চেঁচিয়ে) খেয়ে যায়নি মা। এখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে।

[মানবী বাবুয়ার মুখ চেপে ধরলো। রমা বাটিটা দাওয়ায় ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।]

চতুর্থ দৃশ্য

No Focus

[দৃশ্য ঘুরে এল তিন বন্ধুর ঘরে। দেখা গেল সদা আর গজা জামাটামা পরে তৈরী হয়ে বসে আছে। রমা ছুটে ঢুকল ঘরে। হাতে তখনও অল্প হালুয়া লেগে ছিল। হাত চাটতে চাটতে ঘরের উত্তর কোণ থেকে কানা ভাঙ্গা কাঁচের গেলাসটা নিয়ে দক্ষিণ কোণের কুঁজো থেকে জল ভরে খেতে গিয়ে দেখল সদা আর গজা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। লজ্জা পেল রমা। বলল—]

রমা। একটুখানি হালুয়া—

সদা। হালুয়া কি রে? তুই তো বাথরুমে গিয়েছিলি!

রমা। হ্যাঁ!

গজা। তবে? আর একটু খুলে বল্।

রমা। না—

গজা। গড়ে না ও বলছিস্, হাতও চাটছিস্।

রমা। বলছিলাম যে, মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে আসছি, এমন সময়—ইয়ে, ওই আমাদের বাবুয়ার দিদি বললো,—নিজে বললো না—বাবুয়াকে দিয়ে বলালো যে একটুখানি হালুয়া যদি—।

সদা। হালুয়া ?

রমা। হ্যাঁ।

সদা। তোকে খাওয়ালো ?

রমা। হ্যাঁ।

সদা। কিসের হালুয়া ? ময়দার না সুজির ?

রমা। সুজির।

গজা। ভেজিটেবল্, না ঘি ?

রমা। (হাত শুঁকে) ঘি।

[সদা ও গজা পরস্পরের দিকে চাইল ; সদা হাসলো—রমা লজ্জিত হল এবং নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগল]

রমা। আমি তো ঠিক খেতে চাইনি ! মানবীই জোর করে—

গজা। খাইয়ে দিয়েছে ? আহা রে ! ভদ্দরলোকের ছেলের কি কষ্ট ? গেল বাথরুমে—সেখানেও শত্রু বসে আছে ! জোর করে ধরে হালুয়া খাইয়ে দিলে। আমাদের কেউ দেয় না রে ! এই যে দু'দিন ধরে না খেয়ে রয়েছি—

সদা। (হঠাৎ চেঁচিয়ে) আর থাকবো না ! আজ খাবো !

গজা। কি রকম ?

সদা। হ্যাঁ। ছলে বলে অথবা কৌশলে—যেমন করেই হোক, আজ খাবই খাব। না খেয়ে থাকাটা কাপুরুষতা ! আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু কাপুরুষ নই এটা মনে রাখিস্।

গজা। রাখবো।

সদা। রমার কথা বাদ দে। ওর মত সুখী কে? আমাদের উপোসের পাশে পাশে, রুটীটা, হালুয়াটা, দুধটা-আসটা ওর তো চলছেই!

রমা। না, আমি তো—

গজা। বকাস্ নি। এখনও হাত থেকে ঘিয়ের গন্ধ যায়নি!

সদা। যাগ্‌গে। তা কি করবে? বেরোবে আমাদের সঙ্গে—না দুপুরে দুটি অন্নের ব্যবস্থাও পাকা করে এসেছ ভেতর থেকে?

গজা। তাই হয়েছে বোধ হয়। দেখছিস নে, জামা গায়ে দেবার তাড়া নেই।

রমা। (জামা হাতে নিয়ে) না—তা কেন? এই তো জামা গায়ে দিচ্ছি।

সদা। একেই বলে বরাত! এক্টু আগেই আমরা দুজনও তো ভেতরে ঢুকেছিলাম। কি খেয়ে এলাম? হালুয়া কি?

গজা। না।

সদা। তবে?

গজা। গালুয়া।

সদা। Right, গালুয়া—মানে গালাগাল। সেও আবার বাবুয়ার দিদির তৈরি নয়—দাদুর তৈরি। কি ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলি মাইরি।

[রমা ছেঁড়া গেঞ্জিটা দুবার তিনবার উল্টে নিয়ে কোন্ দিকটা ফর্সা দেখে নিয়ে গায়ে দিল। তারপর জামাটাকে গায়ে দেবার চেষ্টা করছে, সদা হঠাৎ ঘরময় পায়চারি সুরু করে দিলো—]

সদা। গজা।

গজা। কি বল্।

সদা। হয়েছে!

গজা। কী হলো?

সদা। ধরে ফেলেছি। এঃ! এই কথাটা বুঝতে এত সময় লাগলো? আশ্চর্য! না খেয়ে খেয়ে ব্রেন্‌টা ডাল্ হয়ে গেছে। (এগিয়ে এল রমার কাছে, তার কাঁধে হাত দিয়ে বলল—) রমেন! ধরে ফেলেছি যে ভাই!

রমা। কী?

সদা। কবে হচ্ছে?

রমা। কি কবে হচ্ছে?

সদা। বিয়েটা কবে হচ্ছে ভাই?

রমা। বিয়ে! কার?

সদা। তোর সঙ্গে মানবীর।

রমা। এ্যাঁ! সে-কি?

সদা। হুঁ! অবাক হওয়াটা একটু বেশী হয়ে গেল যে রমেন? আর একটু কম হলে মানানসই হতো। যাগগে, তুমি মানবীকে বিয়ে কর, রাজা হও। রাত্রে রুটি, ভোরে হালুয়া, দুপুরে পোলাও খাও। পড়িয়েছো ওকে কিছুদিন, অতএব—গুরুজী থেকে স্বামীজী হোয়ে যাও, কিছু বলবার নেই আমাদের। কিন্তু আজ না খেলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেহত্যাগ করতে হবে আমাদের। যদি বাসনা থাকে, আসতে পারো, না থাকে —থেকে যেতে পারো।

রমা। না, আমি যাবো।

গজা। তাহলে চলো।

রমা। একটা কথা বলছিলাম। মানু বলছিল—দাদু বেরিয়ে গেলে চা দিয়ে যাবে।

সদা। মানু মানে?

গজা। মানবী! মানবী। তুইও বোকা হয়ে গেলি নাকি?

সদা। আ-চ্ছা! তুইও মাসীমার মত ওকে 'মা-নু' বলে ডাকিস্ বুঝি?

কবে থেকে ? বহুৎ আচ্ছা ! হ্যাঁ, পরে যখন ডাকতেই হবে, তখন গোড়া থেকেই প্র্যাক্‌টিশ করে নেওয়া ভাল। বাব্বা ! আমরাও তো বাড়ীর মধ্যে যাই, ডাকাডাকিও করি, কিন্তু মাসীমা আর মানবীকে short করতে কিছুতেই পারলাম না। যাগগে। হ্যাঁ, তা কি বলছিলি ? মানু চা দেবে বলেছে ?

গজা। শুধু চা ? না—

রমা। তা জানি না। তবে চায়ের কথা বলেছে—।

সদা। কি বলেছে ? দাদু বেরিয়ে গেলে চা দিয়ে যাবে ? বেশ ভাল মেয়ে তো। মঙ্গল হোক। আমাদের সঙ্গে তো মেশে না,—অবিশ্যি মেশাও উচিত নয়। কেননা আমরা তো হচ্ছি—কি বলে গিয়ে—ভাসুর ? তাই···হুঁ—হুঁ—হুঁ—! নাঃ, চা খাওয়া হচ্ছে না রমেন। কথাটা বলেছে, দাদু বেরিয়ে গেলে। তার মানে দাদু বেরিয়ে যাচ্ছেন। —তার মানে, যাবার সময় এদিকে চেয়েই যাচ্ছেন এবং ন' মাসের ভাড়া না দেবার জন্যে আবার আর এক চোট—চল্ গজা, আর চায়ে কাজ নেই। বাপ্‌স্ !

[সকলে বেরিয়ে গেল]

পঞ্চম দৃশ্য

[বাড়ীর ভিতর। খাওয়া-দাওয়া করে জামা-কাপড় পরে জগৎ বাবু বেরোচ্ছেন। সঙ্গে প্রভাবতী, এখন আর মানবীকে রান্নার জায়গায় দেখা যাচ্ছে না। বাবুয়াও সেজেছে ইস্কুলে যাবে। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন জগৎ—পেছনে প্রভা। উঠানে দাঁড়িয়ে বাবুয়ার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে মানবী।]

প্রভা। মুদী বলছিল, অনেক টাকা বাকী হয়ে গেল—

জগৎ। বলবেই তো। গেল মাসের টাকাটা দেওয়া হয়নি। পান্ত আনতে নুন ফুরিয়ে যাচ্ছে। করবোটা কী?

বাবুয়া। দাদু, আমার মাইনে দাও। কাল থেকে ইস্কুলে আমার নাম ডাকছে না যে!

জগৎ। আর দু' একটা দিন থামতে বল দাদু। পেন্‌সনের টাকাটা আনি।

প্রভা। মহা মুস্কিল! কি করে চলবে—ভেবেই পাচ্ছি না।

জগৎ। কী করবো? আয় বাড়বে বলে তিন বাদশাকে বাইরের ঘরে জায়গা দিয়েছি, তারা তো ঘরখানাকে পৈতৃক-সম্পত্তি ভেবে ভোগ দখলের ব্যবস্থা করেছে।

[মানবী মুখ ফিরিয়ে হাসলো]

প্রভা। সত্যি! ওরাও কিছু করবে না—

জগৎ। কিচ্ছু করবে না। সকালে এত করে বললাম তো? ভেবেছো লজ্জা হয়েছে? মোটেই না।

[প্রভার হাত থেকে চাদর নিয়ে কাঁধে ফেললেন]

জগৎ। তিনটে জোয়ান ছেলে—খাচ্ছে, দাচ্ছে আর ঘুমচ্ছে, ভাবতে পারো এ কথা ?

প্রভা। বলছে তো খুব চেষ্টা করছে।

জগৎ। ছাই করছে। চেষ্টা করলে চাকরি হয় না—জীবনে শুনিনি এ কথা। চেষ্টা করছে, না আমার মুণ্ডু করছে। দুর্গা—দুর্গ। আচ্ছা আমি একটু অফিসের দিক থেকে ঘুরে আসছি মা। পেন্‌সন্‌টা নিয়ে আসি।

প্রভা। আমি একটা কথা বলছিলাম—

জগৎ। হ্যাঁ!

প্রভা। ওই যে ওদের মধ্যে রমেন ছেলেটি, ওটি কিন্তু ভাল ছেলে। বলছিলাম কি—মানুও তো এই ষোল ছাড়িয়ে সতেরোয় পড়ল। ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যদি আপনার অফিসে একটা—

[জগৎ চেয়েই আছেন প্রভার দিকে। পরে সেখান থেকে চোখ সরিয়ে চাইলেন মানবীর দিকে। মানবী মাথা নীচু করে ঘরের দিকে রওনা হ'ল।]

জগৎ। রমেনের সঙ্গে ?

প্রভা। হ্যাঁ।

জগৎ। কথা হচ্ছে—তিনটে বাঁদরের মধ্যে ছোটটাই একটু জাতের। বাকী দুটো একদম ওরাংওটাং। কিন্তু তাই বা কি করে হয় ? জানা নেই শোনা নেই। ঘর জানিনে, গোত্র জানিনে, বামুন—না কায়েত—না শূদ্দ্‌র, তাও জানিনে। ফট্ করে মেয়েটাকে—

প্রভা। না-না, রমেন বামুনের ছেলে। আমি তো কথায় কথায় জেনেছি যে পূর্ববঙ্গে ওদের মস্ত জমিদারি ছিল। একটা নাকি দীঘি ছিল—যার ধারে ধারে প্রায় হাজারটা সুপুরি গাছ ছিল। এ ছাড়া জমিজমা প্রজাপত্তর—

জগৎ। সবই "ছিল", গেল কিসে ?

প্রভা। ওই যে কী গোলমাল হয়েছিল, তাতেই ওর বাবা মা, দুই বোন, এক ভাই—সব নাকি মারা যায়।—ও নাকি প্রাণ ভয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসে। হাঁটতে হাঁটতে আসে কোলকাতায়। এখানেও দিন পাঁচ ছয় পথে পথে টো টো করে ঘুরে—গোলদীঘি না কোথায় যেন সদা আর গজার দেখা পায়। সেই থেকে তিনজনে একসঙ্গেই থাকে। সদাও ঠিক বড় ভায়ের মত ব্যবহার করে।

জগৎ। তা করুক। তাতে আমার ভাড়ার তো কোন সুবিধে হচ্ছে না। পড়াশুনা করেছে কতদূর ?

প্রভা। আই, এ, পাশ করেছে।

জগৎ। আর মানুও এবার আই, এ, দেবে। না-না, ওকথা ভুলে যাও। অবিশ্যি ছেলেটা ভাল, একথা স্বীকার করছি। নম্র, বিনয়ী, দু'কথা বললে চুপ করে শোনে। বড় দুটোর মত ফচ্‌কে নয়। বলে দেখব সাহেবকে। রিটায়ার করেছি—এখন যদি কথা না রাখে, তবে দোষ দেবার নেই।

[যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ালেন]

আর একটা কথা। রমেন মানুকে বিয়ে করে চাকরি-বাকরি ক'রে সংসার চালাবে, কিন্তু সেই সংসারের মাথায় নৈবিত্তির বাতাসার মতো ওই সদা আর গজা গিয়ে বসে থাকবে না তো।

প্রভা। না-না, কি যে বলেন আপনি। আপনি ওদের ওপর রেগে আছেন তাই, নইলে খুব ভাল ছেলে ওরা। ভাড়ার টাকা দিতে পারছে না বলে লজ্জায় মরে যাচ্ছে।

জগৎ। ক্ষেপেছ মা ? লজ্জা বলে যাদের মধ্যে কিছু আছে, তাদের অত জোরে নাক ডাকে না! আয় বাবুয়া। তোকে পৌঁছে দিয়ে আমি অফিস পাড়ায় যাব।

[প্রভা হেসে ফেলল]

প্রভা। বাবার যতো উদ্ভট কথা। নাক ডাকার সঙ্গে চাকরির কি সম্বন্ধ ?

[নেপথ্যে কে যেন ডাকল]

নেঃ প্রাণকান্ত। চৌধুরীমশায় আছেন নাকি ?

জগৎ। কে ?

নেঃ প্রাণকান্ত। আজ্ঞে, আমি প্রাণকান্ত সরকার।

প্রভা। (ফিস্ ফিস্ ক'রে) এবার এত আগে ?

জগৎ। সেই যে দু'মাসের একটা বাকী পড়ে আছে, বলেছিলাম যে সুবিধে হলেই দিয়ে দেব। যাও সরো। কই, আসুন সরকার মশাই।

[প্রভা চলে যেতেই প্রাণকান্ত প্রবেশ করল। তৈল চিক্কণ চুল, ভেড়ার শিংএর মত বাঁকানো। গলাবন্ধ কোট গায়ে। চাদর কাঁধে, হাতে কোর্টের ফাইল কতকগুলি। চলেন যখন, মাথাটা নীচু করে একটু জোরে চলেন, কিন্তু বলেন ধীরে।]

প্রাণকান্ত। প্রাতঃপ্রণাম। এইখান দিয়ে···বুঝতে পেরেছেন—কোর্টে যাচ্ছি—তাই, বুঝতে পেরেছেন—ভাবলাম, টাকার তাগাদা দিয়ে যাই। তাই, বুঝতে পেরেছেন—একবার জানতে এলাম যে—আজ কি কিছু দেবেন ?

জগৎ। আজ্ঞে না! এখন তো কোন রকমেই সম্ভব নয়। আমি তো কর্তাকে বলেই এসেছি—

প্রাণকান্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কর্তাকে, বুঝতে পেরেছেন—বলে এসেছেন, তিনিও সেইরকম আদেশই দিয়েছেন। তবু কি জানেন বাইরের ঘরটা—বুঝতে পেরেছেন—গুব্‌লেট্ করেছেন তো আপনি!

জগৎ। গুব্‌লেট্ করেছি? মানে? ওঃ—আপনি সাব্‌লেটের কথা বলছেন?

প্রাণকান্ত। ও একই কথা। ঘর সাবলেট করলেই গুব্‌লেট্ হ'য়ে গেল! কথা ছিল, বুঝতে পেরেছেন—যে ওঁরা মাসে পনেরো টাকা করে আপনাকে দেবেন। এগুলো স্যার মিস্-ল-ফুল নয় কি?

জগৎ। হ্যাঁ। মিস্-ল-ফুল তো বটেই। কিন্তু কি করা যাবে বলুন? ওরা আমার জানা লোক। পথে বার করে দিতে পারিনে তো।

প্রাণকান্ত। এ্যাঃই! তা হলেই তো বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা লিটিগেটারিং হ'য়ে গেল।

জগৎ। হ'ল বুঝি?

প্রাণকান্ত। হ'ল বৈ কি! এখন তাহলে বুঝতে পেরেছেন—কোর্টে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে—আপনি গুব্‌লেট্ করেন নি।

জগৎ। প্রাণকান্তবাবু, আমার দেরি হয়ে গেছে। এ সময় আপনার বৈষ্ণব বিনয় সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন। যদি ঘর ভাড়া দিয়ে থাকি —সে আমার নিজের দায়িত্বে দিয়েছি, এবং তার জন্যে আর কাউকে আমি দায়ী করবো না।

প্রাণকান্ত। তা হলেই তো বুঝতে পেরেছেন—আপনি রেগে যাচ্ছেন। মিস্-ল-ফুল কাজ আপনিই করেছেন, আবার আপনিই, বুঝতে পেরেছেন চোখ রাঙাচ্ছেন।

জগৎ। চোখ রাঙাইনি মশাই, আপনি এখন যান।

প্রাণকান্ত। যাবই তো। কিন্তু আমি—বুঝতে পেরেছেন—অন্যায় বলিনি।

জগৎ। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে প্রাণকান্তবাবু।

প্রাণকান্ত। আচ্ছা তাহলে চলুন। আমিও যাই। কিন্তু বুঝতে

পেরেছেন—আমাদের মনীব বাড়ীতেও কানাকানি হচ্ছে যে জগৎবাবু তিনটি ছেলেকে জায়গা দিয়ে বুঝতে পেরেছেন—ঘরটা গুব্‌লেট করলেন কেন? সোমত্ত মেয়ে বাড়ীতে, অথচ—বুঝতে পেরেছেন?

জগৎ। পেরেছি বৈ কি! এমন চমৎকার নোংরা কথাটা বুঝতে পারবো না? চলুন—চলুন—

[প্রাণকান্তকে একরকম ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেলেন। পর মুহূর্তে ঘর থেকে প্রভাবতী বেরিয়ে এলো। তার মুখ চোখ লাল। সে ডাকল—]

প্রভা। মানু! মানু!

[মানবী তিন কাপ চা নিয়ে বেরিয়েছিল। মায়ের ডাক শুনে থালাটা রেখে—]

মানবী। আমায় ডাকছো মা?

প্রভা। হ্যাঁ।

মানবী। কি মা?

প্রভা। ওই তিন নবাবকে বলে আয়, ওরা যেন কাল সকালেই উঠে যায়।

মানবী। উঠে যাবে? কেন মা?

প্রভা। শুনলি না কি বলে গেল প্রাণকান্ত সরকার? আমার সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। তুই বলবি বাকী ভাড়া যা আছে—তার একটি পয়সা দিতে হবে না। শুধু যেন সকালে ওরা উঠে চলে যায়।

[মায়ের কথা শেষ হয়ে গেছে ভেবে মানবী ফিরে গিয়ে তিন কাপ সহ চায়ের থালাটি নিয়ে ওদের ঘরের দিকে যাচ্ছিল। প্রভা মুখ তুলে]

প্রভা। চা নিয়ে যাচ্ছিস কোথায়?

মানবী। ওই যে—

প্রভা। বড়ো স্বচ্ছল সংসার দেখেছ, না? তাই আমাকে বসিয়ে বসিয়ে আমায় ভূত ভোজন করাতে হবে? (মানবী কাপ হইতে কেৎলিতে চা ঢালিতে উদ্যত হইলে) ঢালছো কেন আবার? যাও দিয়ে এসো! হয়তো এই তিন কাপ ছাড়া আজ আর কিছুই জুটবে না। আমারই হয়েছে যত জ্বালা। আমি আর পারছিনে। আর আমি পারছিনে।

[এই বলে প্রভা যেন রাগ করেই ভিতরে চলে গেলেন। মানবী একটু ইতস্ততঃ ক'রে চা নিয়ে চলে গেলো।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[ফুটপাত। একটা জায়গায় লেখা WAY TO EMPLOYMENT EXCHANGE—লোকজন কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্লান্ত বিপর্যস্ত মানুষের দল। নানা বয়সী লোক আছে তার মধ্যে। আছে কিশোর, যুবা, প্রৌঢ় এমন কি বৃদ্ধও। বেশীর ভাগ লোকের জামা ছেঁড়া, কাপড় সেলাই করা, পায়ে জুতো নেই। রোদ্দুরে ঘামছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে]

[দীননাথ ও মলিনার প্রবেশ]

দীননাথ। আরে তুমি যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটছো। একটু জোরে চলো!

মলিনা। কি কইর‍্যা আর জোরে হাটুম? পাও দুইট্যা তো ফুইল্যা ঢোল হইয়া রইছে। কালীঘাট আর কতদূর?

দীননাথ। এখনো খানিকটা আছে বৈ কি। এই তো ড্যালহৌসী,—আর পো টাক্ যেতে পারলেই কালীঘাট।

মলিনা। যাইবা কালীঘাটে, তা ডালহৌঁসীতে আইল্যা ক্যান ?

দীননাথ। আহা, সেবার তো তোমাকে সব দেখানো হয়নি কলকাতায়। তাই ভাবলাম জিপিও-টিপিওগুলো একেবারে শেষ করে দিয়ে যাই। ঐ যে পুতুল বসানো লাল বড় বাড়ীটা দেখলে—ওখানে থাকেন—

[মলিনা হাত জোড় করে নমস্কার করলো]

দীননাথ। যাচ্চলে! নমস্কার করছো কেন ?

মলিনা। মায়ের থানে যাইতেছি,—পুথুল বসানো বাড়ীটা তাইলে নিচ্চয়ই বাবার থান।

দীননাথ। আরে ধ্যাৎ! তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। একেবারে অজ-গেঁইয়া। বাবার থান হবে কেন ? ওটা হলো রাইটার্স বিল্ডিং। ওখানে আমাদের মন্ত্রীরা কাজ করেন।

মলিনা। আর কাম কইরা কি হইব ? চাউলের দাম তো কমতেছে না। মাগো! আর তো হাটতে পারছি না—(কিউ দেখে) শোনছো! আমোনা দুইজনে এই নাইনে খারাই।

দীননাথ। কেন ?

মলিনা। (চুপি চুপি) সোয়া সের কইরা আটা দিবো।

দীননাথ। Hopeless! এটা আটার লাইন নয়। চাকরির নাইন।

মলিনা। খা-ই-ছে! দিবো তো এ্যাট্টা গোলামের কাম, হেয়্যার লেইগ্ গাও আবার নাইন ? দেখ, আমরা চাষ কইর‍্যা না খাইলে, তোমারেও তো এই নাইনে খারাইতে অইত। আহা রে! তাইলে তুমি আর বাচতা না।

দীননাথ। চল এবার। ভাবছো কেন ? দ্যাখোনা কি করি। কলকাতা হয়ে গেল—এবার তোমায় পুরীটা ঘুরিয়ে আনব।

মলিনা। পুরী ? পুরী দ্যাখনের আর আমার সাধ নাই! শিয়ালদহ

থন কালীঘাট পর্যন্ত পায়ে হাইট্যা কোন রকমে সারলাম। কিন্তু পুরীর থনে ফির্যা আইস্যা তুমি হয়তো আবার বিয়া করবা। কিন্তু আমার হাড় কয়খান নিয়া শিয়ালে টানাটানি করবো। তুমি সোয়ামী, মাথার মণি—গুরুজন, তাই রক্ষা পাইলা—আর কেউ একথা কইলে তার মুখে আম পিছা মারতাম। [উভয়ের প্রস্থান]

[সদা, গজা আর রমা ঢুকল। ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওদের]

সদা। নাঃ! সম্ভব অসম্ভব প্রত্যেক জায়গায় চেষ্টা করলাম। একটা বেয়ারার কাজ দিতে চায় না রে!

গজা। ওই যে শুনলি না কর্পোরেশনের কাউন্সিলার বটকৃষ্ণ সাঁই, কি ভাবে বাঙালীর ছেলেদের গালাগাল দিয়ে লেক্‌চার দিলে। ডুবে গেল দেশ, বিভিন্ন প্রদেশের লোক এসে রিক্‌সা টানছে, আলো জ্বালাচ্ছে, রাস্তায় জল দিচ্ছে—বাড়ীতে বাড়ীতে রান্না ক'রে দিচ্ছে—চাকর খাটছে, আর বাঙালী শুধুই ঘুমায়ে রয়।

রমা। উনি তো ভাই মন্দ বলেন নি কথাটা।

গজা। চুপ কর! যেই আমরা বললাম, এর যে কোন কাজই আমরা করতে রাজি আছি—দিন কাজ। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে জবাব হলো —পরে এসো, ভেবে দেখবো।

রমা। বেশ তো। পরে না হয় একদিন—

সদা। কবে রমেন? জীবনে ওর আর সময় হবে না আমাদের সঙ্গে কথা কইবার। না-না, এসব হ'ল জেশ্‌চার—কায়দা। এসব হ'ল ভোট নেবার প্রস্তুতি—নেতা হবার রিহার্স্যাল। লোকজন ধরে নিজের মহত্ত্ব দেখিয়ে বাঙালীর দুঃখে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে কিছু বাণী দেওয়া।

গজা। ঠিক বলেছিস! কিছু হবে না এদের দিয়ে।

সদা। এদের একমাত্র ওষুধ হ'ল ঘর থেকে টেনে বার করে নিয়ে এসে ল্যাম্পপোষ্টে ফাঁসী দেওয়া।

রমা। সদা, বড় জলতেষ্টা পেয়েছে।

সদা। আমরাও পেয়েছে! চুপ কর! ব্যবস্থা হচ্ছে।

গজা। (কিউ চোখে পড়ল) এই সদা, এখানে আমরা তো নাম লিখিয়ে গেছি না? রমার নামটাও লিখিয়ে দিলে হয়।

রমা। কি ওটা?

সদা। জানিস না। বেকার বাঙালীর মহাতীর্থ। Employment Exchange! এখানে নাম লেখাতে হয়!

রমা। কি হয় এখানে নাম লেখালে?

সদা। অন্নহীনের অন্ন জোটে—অভাগার ভাগ্য ফেরে—নির্ধনের ধন হয়।

রমা। চল্ লিখিয়ে দি তাহলে।

সদা। লেখাবি? বেশ তবে ফলাফলটা জেনে লেখা। ও দাদা! শুনুন।

প্রৌঢ়। (যিনি কিউয়ে ছিলেন) আমাকে ডাকছেন?

সদা। হ্যাঁ! বলছি, এখানে নাম লেখাতে এসেছেন তো?

প্রৌঢ়। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সদা। এই প্রথম?

প্রৌঢ়। আজ্ঞে না! এর আগে বহুবার বহুভাবে, স্বনামে, বেনামে, বাবার নামে, শ্বশুরের নামে লিখিয়ে লিখিয়ে, ওদের খাতাখানাকে একদম নামাবলী করে ফেলেছি স্যার।

গজা। বাঃ দাদা বাঃ! (রমাকে) শুনছিস?

প্রৌঢ়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না যে স্যার।

গজা। হবেও না দাদা!

প্রৌঢ়। হবে না মানে?

সদা। দূর মশায়! আপনিই তো ঠিকে ভুল করেছেন! ওভাবে চাকরি হয় কখনো? পৃথিবীতে হয়েছে কারোর?

প্রৌঢ়। তা হলে?

সদা। তা হলে আবার কি? চেষ্টা করতে হবে অন্যভাবে। বিয়ে করেছেন?

প্রৌঢ়। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সদা। বৌয়ের ভাই কি করেন?

প্রৌঢ়। বৌয়ের ভাই? তার তো ছোট্ট একটা বিড়ির দোকান আছে?

সদা। ওরে বাবা! বৌয়ের মাসতুতো ভাই?

প্রৌঢ়। মাসতুতো? সে ভাল কাজ করে।

সদা। কি কাজ?

প্রৌঢ়। বাজার সরকার।

সদা। পিসতুতো?

প্রৌঢ়। পিসতুতো? সে তো টিকে বিক্রী করে।

সদা। ওঃ। সবেতেই টিকে ধরিয়ে বসে আছেন?

প্রৌঢ়। আজ্ঞে?

সদা। বলছি, এত খানদানী ঘরের চাকরি হওয়াই মুস্কিল।

[প্রৌঢ় ভদ্রলোক পিছন ফিরে চাইলেন—কিউ ষ্টেজ ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে]

প্রৌঢ়। এই গো। হুটপাট করে এগিয়ে গেছে যে। ও দাদা, আমার জায়গা! আমার জায়গা ছিল যে—

[ছুটে বেরিয়ে গেল]

রমা। সদা!

সদা। জল তেষ্টা? মনে আছে ভাই!

রমা। ওই খাবারের দোকানটায় একটু জল চাইলে দেবে না?

গজা। আচ্ছা, এক কাজ কর্ সদা। চল্—গিয়ে বলি যে আমাদের খেতে দাও।

রমা। তাই কখনো দেয়?

গজা। না দেয়—কেড়ে খাব। বলবো—খাতায় হিসেব টুকে রাখুন, যদি কোনদিন চাকরি-বাকরি হয়, সেদিন দামটা দিয়ে যাবো।

সদা। না-না—তা হয় না।

গজা। কেন হয় না বল্!

সদা। আরে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবে যে! জেল খাটতে হবে।

গজা। কিন্তু জেলে খেতে দেবে।

রমা। বাঃ! তাহলে জেলে যাওয়াই ভাল।

সদা। আঃ! কৌশলে যদি কার্যোদ্ধার হয়, তবে বলপ্রয়োগ বোকামি। কেমন কিনা?

গজা। তা বটে।

সদা। শোন্। আর একটু অপেক্ষা করতে হবে। বেলা তো পড়ে এসেছে,—সন্ধ্যে হলেই সট্ করে ঢুকে যাব।

রমা। কোথায়?

সদা। আসবার সময় বড় রাস্তায় দেখেছি এক বাঙালী বড়লোকের ছাদে ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে। নির্ঘাৎ বিয়ে। যা লগনসা পড়েছে। আমাদের জামা-কাপড় তো মানবীর দয়ায় পরিষ্কার আছে আজ। সোজা ঢুকে যাবো।

রমা। তারপর?

সদা। তারপর আবার কি? আমরা বরযাত্রী। কেউ চেনে না। খেয়ে এবং দেয়ে অর্থাৎ বেঁধে নিয়ে একেবারে গভীর রাত্রে বাড়ী ফেরা।

রমা। না ভাই!

গজা। না ভাই মানে?

রমা। মানে—আমি বলছি বরযাত্রী সেজে ঢুকে পড়াটা ঠিক হবে না। মানে—কাজটা তো অন্যায়।

সদা। ওঃ হো! বাবা সত্যানন্দ। এই পৃথিবীতে কোন কাজটা ন্যায়—আমায় বলতে পারো মানিক?

রমা। ন্যায় কাজ?

গজা। হ্যাঁ, বল্।

রমা। ন্যায় কাজ—মানে, যা অন্যায় নয়।

সদা। হ্যাঁ, সেটা কী?

রমা। সেটা হচ্ছে—মানে, না বলে পরের জিনিস নেওয়া, পরের বাড়ীতে খেতে যাওয়া,···পরের—

সদা। পর কে রে? পর? ভাবলেই পর, নইলে আত্মবৎ সর্বভূতেষু। বানে যখন চারিদিক ভেসে যায়, তখন দেখেছিস কি যে, ভেসে যাওয়া গাছের ডালের ওপর সাপে আর বেজিতে জড়াজড়ি করে বসে থাকে?

রমা। তা থাকে।

সদা। তবে? আমরাও আজ সেই বানে ভেসে যাওয়া মানুষ—দুঃখের বানে, অনাহারের বানে। আজ আর শত্রু-মিত্র, ভদ্রলোক-ছোটলোক বাছলে আমাদের চলবে না।

গজা। হ্যাঁ! বাঁচবার জন্যে যদি আজ অন্যায় করতে হয়—অন্যায় করবো—বাঁচবার পর ক্ষমা চাইব। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

[এমন সময় বিড় বিড় করতে করতে গগন গড়াই প্রবেশ করলো। এদের দেখে দাঁড়াল—কাছে এল—]

গগন। খবর সব ভাল তো?

গজা। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার খবর ভাল ?

গগন। না।

গজা। ভাল নয় ?

গগন। কি করে ভাল হবে? কেউ যে ঠিক accurate প্রোডাকশনের হিসেবটা দিতে পারছে না।

সদা। প্রোডাকশনের হিসেব ? সেটা কী ব্যাপার ?

গগন। অর্থনীতি। ইকনমিক্স্ পড়েছো ?

সদা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গগন। কিচ্ছু পড়োনি। এগিয়ে এস, আমার জিজ্ঞাসার জবাব দাও ? সকলেই বলছে প্রোডাকশান বহুগুণে বেড়ে গেছে। তাহলে কী দাঁড়ালো ? প্রোডাকশান বাড়লে মালের উৎপাদন বেড়েছে। উৎপাদন বাড়লে সরবরাহ বেড়েছে ; এবং মালের দর কমেছে। কিন্তু কি দেখছি,—মালের দাম হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। হোপ্‌লেস।

গজা। হোপ্‌লেস কেন ?

গগন। হোপ্‌লেস নয় ? আরে মালের উৎপাদনই যদি বাড়বে, আর দামই যদি কমবে, তবে দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন ? বলো। জবাব দাও! হুঁ!

[দুবার পায়চারি করে আবার বলল]

হ্যাঁ। দ্য গলের কাছে গিয়েছিলাম।

রমা। ফ্রান্সের দ্য গল ?

গগন। হ্যাঁ। দ্য গলের কাছে গিয়ে ভারতবর্ষের বেদান্তবাদ শুনিয়ে, হাতে পায়ে ধরে চার লাখ টাকা নিয়ে এলাম। কিন্তু ইণ্ডিয়াতে এসেই পড়ে গেছি ফাঁপরে।

[গজা ও রমা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল]

গজা। কেন ?

গগন। যথেষ্ট টাকা পয়সা নিয়ে এসেই শুনলাম, এখানে নয়ে পইসে চালু হয়েছে। একশো পয়সায় এক টাকা। কি দাঁড়ালো তা হলে ?

গজা। কি দাঁড়ালো ?

গগন। কি দাঁড়ালো কী হে ? আমি তো কিছুতেই নয়া পয়সার হিসেব বুঝতে পারছিনে !

সদা। বুঝতে পারছেন না ?

গগন। না। তুমি যদি ভেবে থাক তুমিও পেরেছো, তাহ'লে বলবো তুমি মিথ্যে কথা বলছো। তুমিও বুঝতে পারছো না ! আরে, এর এই বিচিত্র চড়াই উৎরাই কি মনে রাখা সম্ভব ? come on নামতা। দুয়েক্কে—

রমা। দুই।

গগন। দুই দুকুনে ?

৩ জন। চার।

গগন। না। তিন। তিন দুকুনে—?

৩ জন। ছয়।

গগন। পাঁচ। চার দুকুনে—?

৩ জন। আট।

গগন। ছয়। এই গেল উৎরাই। চলো—চড়াই। ছয়েক্কে—?

৩ জন। ছয়।

গগন। ছয় দুকুনে—?

৩ জন। বারো।

গগন। তেরো। তিন ছয় ?

৩ জন। আঠারো।

গগন। উনিশ। চার ছয় ?

৩ জন। চব্বিশ।

গগন। পঁচিশ।

রমা। না স্যার চব্বিশ।

গগন। চব্বিশ আগে ছিল এখন পঁচিশ। বুঝেছ ব্যাপারখানা? কিন্তু আমি শুধু ভাবছি—

গজা। কি ভাবছেন স্যার?

গগন। ভাবছি, এই যে টাকাটার গোলমাল ক'রে ফেললাম, ষ্ট্যালিন বকাবকি করবে না?

রমা। তিনি তো বেঁচে নেই।

গগন। ওই আনন্দেই থাকো। (চারদিক দেখে নিয়ে) বেঁচেই আছেন। গোল্ডকোষ্টে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এখন যার নাম ঘানা। সাধে ভাবছি দিনরাত? গোল্ডকোষ্টে গিয়ে নন্-কো-অপারেশন Movement start করতে হবে আমাকে। অথচ এদিকে প্রোডাকৃশনের দেরি হয়ে যাচ্ছে। কি যে করি! (গগন খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে) হ্যাঁ, দিল্লী গিয়েছিলাম।

গজা। কেন?

রমা। নিশ্চয় কোন V. I. P.-র সঙ্গে দেখা করতে!

গগন। V. I. P. নয়—M. I. P.

রমা। M. I. P.? সেকি স্যার? এম-পি জানি—কিন্তু—

গগন। M. I. P. হচ্ছে Most Important Personality.

গজা। নিশ্চয় তাহ'লে পণ্ডিতজী!

গগন। Right. পণ্ডিতজীকে বলতে গিয়েছিলাম যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর আপনারা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করলেন। বেশ করলেন। সেটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করলেন। তাও ভাল করলেন। এটা শেষ হবার আগেই আবার পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনা করবেন! কিন্তু এভাবে যদি আপনারা ক্রমাগত পঞ্চবার্ষিকী করে যান, তাহ'লে আমি আমার বাবার প্রপঞ্চবার্ষিকীটা করবো কবে?

[হো হো ক'রে হেসে উঠলো তিন বন্ধু]

এই! অত জোরে হেসো না। ওটা মূর্খের হাসি। (একটু থেমে সদাকে) তোমার কী খবর হে?

সদা। আমার?

গগন। হ্যাঁ।

সদা। আমার আর কী খবর স্যার! ওই ক্ষুধা।

গগন। ক্ষুধা? এই ছাখো! একথা আমাকে আগে বলবে তো? আগে বললে—! নাঃ, কিছু হতো না, কী করে হবে? ক্ষুধিতের ক্ষুধা মেটাবার কথা তো কেউ ভাবছে না। তাই চারিদিকে শোন—একমাত্র আর্তনাদ—ক্ষুধা—ক্ষুধা—ক্ষুধা আর ম্যায় ভুখা হুঁ। কিচ্ছু হবে না এখানে। তবু একটি কথা বলে যাই। নিজের হাতে পায়ে ভর করে যা করতে পারো—করো। নইলে মরো। কেউ করে দেবে না তোমার জন্যে। আসলে স্বর্গ-নরক—পাপ-পুণ্য—এসব ভাল ভাল কথাগুলো ছিলো গেল দিনের রিলিজিয়াস্ লাকশারি, অর্থাৎ ধর্মীয় বিলাসিতা। আজকের পারমানবিক যুগে ওসব কথার কোন মানে হয় না। নিজের হাতে পায়ে ভর ক'রে এগিয়ে যাও। যেটা প্রয়োজন মনে করবে, সেটা করবে। তাতে কোন অন্যায় হবে না। ডু ইট্। আমি গগন গড়াই ভারডিক্ট দিয়ে যাচ্ছি—ডু ইট্। [উত্তেজিত পায়ে বেরিয়ে গেল।

সদা। প্রফেসর গড়াই যা বলে গেলেন কথাটা ঠিক। নিজের হাতে পায়ে ভর করে যা ভাল বুঝবে—করবে। তাতে কোন অন্যায় নেই। দেখলি তো, দৈববাণীর মত লোকটা আমাদের দুর্বল মনে করে অভয় দিয়ে গেল। আয়।···চলে আয়। [তিন বন্ধু দৃঢ়পায়ে বেরিয়ে গেল।

সপ্তম দৃশ্য

[জগতের বাড়ী। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাচ্ছে। দাওয়ায় বসে মানবী বাবুয়াকে পড়াচ্ছে। মাটির প্রদীপ হাতে নিয়ে ঘরের ভেতর থেকে তুলসীতলায় গিয়ে প্রভা প্রণাম করল। তারপর দাওয়ায় বাবুয়ার পাশে বসল। মানবী দাঁড়ালো]

মানবী। মা!

প্রভা। এঁ্যা!

মানবী। আটা মাখবো কি?

প্রভা। মাখ্। রুটি আর ভাত আমি পরে করবো। বাবুয়া কি পড়ছিস?

বাবুয়া। মহাভারতের গল্প।

মানবী। আচ্ছা, এখন আর একবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হ'লে কেমন হয় মা?

প্রভা। হচ্ছে বৈ কি মা! তবে এখন আর কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয় না। মানুষের সঙ্গে হয় তার ভাগ্যের। একটা মানুষকে যখন রোগ শোক, অভাব অভিযোগ সব এসে চারিদিক থেকে ঘিরে মারে,—তখন সেই মানুষটাকে তো অভিমন্যুর মতোই মরতে হয়।

মানবী। রমাদা'দের মতো না মা?

প্রভা। হ্যাঁ! নিশ্চয়ই! দেখনা, ওরা বাঁচবার জন্যে কি চেষ্টাই না করছে! কিন্তু কিছুতেই কি সুবিধে করতে পারছে! ওদের একজনেরও যদি একটা চাকরি হতো, তাহলে তো আর এ অভাব থাকতো না!

[এই বলে কন্যার দিকে আড়চোখে চেয়ে বললেন]

প্রভা। ওরা যখন প্রথম এলো, তখন কত কথাই ভেবেছিলাম মনে মনে। সব যেন আকাশকুসুম হয়ে গেল। রমাটাও যদি একটা চাকরি করত—

[একটু চুপচাপ। প্রভা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বাবুয়া মার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। প্রভা কি ভেবে বললেন]

প্রভা। হ্যাঁরে মান্থ!

মানবী। কি মা?

প্রভা। সেই যে তিনটে হতভাগা বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি?

মানবী। না।

প্রভা। কিছু বলে গেছে, কখন ফিরবে টিরবে?

মানবী। না!

প্রভা। আশ্চর্য! কি যে করে ওরা তিনটে মিলে পথে পথে— ভাবতেই আশ্চর্য লাগে আমার। কোথায় কোথায় ঘোরে, কি খায়, কি না খায়, গেরাহ্যিই নেই। হ্যাঁরে, ওদের মধ্যে রমাটাই একটু কম কষ্ট সহ্য করতে পারে—না?

বাবুয়া। হ্যাঁ মা! রমাদারা খুব বড়লোক ছিল। কি যেন নাম, খুলবোনা না কি?

প্রভা। খুলবোনা নয় রে পাগলা,—খুল্না—খুল্না?

বাবুয়া। হ্যা হ্যা খুলনা।

প্রভা। আটা চাড্ডি বেশী করে মাখতে নে। সারাদিন পথে পথে ঘুরে, না খেয়ে, না দেয়ে হাঁ-হাঁ করে কোত্থেকে এসে পড়বে কে জানে!

[মানবী আটার পাত্র দেখিয়ে]

মানবী। আরও তিনজনের মতো? আটা যে কম রয়েছে মা।

[প্রভা নিঃশব্দে চোখ মুছল]

[জগৎ বাহির হইতে প্রবেশ করলেন। অন্ধকার উঠোন দিয়ে চলে এলেন ক্লান্ত পায়ে—]

জগৎ। মানু!

মানবী। আজ এত দেরি হল ফিরতে?

[তাড়াতাড়ি উঠে দাদুর হাত থেকে চাদর ও লাঠি নিল]

জগৎ। সকাল থেকেই শরীরটা ভাল ছিল না ভাই। আফিসে গিয়ে মাথাটা ঘুরতে লাগল।

প্রভা। মাথার আর দোষ কি? মানুষের মাথা তো। দিবারাত্রি যদি একটা লোক এই বয়সে সংসার সংসার করে ভাবে—ঘুরবে না মাথা?

জগৎ। না! অন্য কিছু নয়। এমনি, মানে—

প্রভা। আপনি আমায় কি বোঝাবেন বাবা? আমি দেখছি না যে শরীর আপনার খারাপ হয়েছে? জগতের সবাইকে লুকুতে পারেন, কিন্তু আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। যান—ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন গে। এরপর থেকে পেন্‌সনের টাকা আপনার নিজে না আনতে গেলেও চলবে।

জগৎ। কী করে চলবে মা? যে করেই হোক্ সংসারটা চলা চাইতো!

প্রভা। কিছুদিন না হয় সংসার না-ই চললো। আপনি বাঁচলে তবে তো সংসার! না হলে কার সংসার—কিসের সংসার? সংসার করার সাধ আর আমার নেই বাবা। আমার সংসার করা—বাবুয়া আসবার পর থেকেই ফুরিয়েছে।

মানবী। চল দাদু!

[জগৎবাবু চলে যেতে যেতে—]

জগৎ। ছেলে তিনটে ফেরেনি এখনো ?

মানবী। না।

জগৎ। সকালে শুধু শুধু গালমন্দ করলাম ওদের ; ওরাও ভাগ্য-বিড়ম্বিত। ওদেরই বা দোষ কি ? এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে।

[জগৎবাবুর সহিত মানবী গেল। এবং ফিরে এসে দেখলো প্রভা মাথা গুঁজে বসে আছেন।]

মানবী। মা!

[প্রভা কোন জবাব দিলেন না। যেমন বসেছিলেন তেমনই রইলেন—]

ও মা!

[জবাব না পেয়ে মানবী মার কাছে এল। কাছে এসে ডাকল]

মা। (জোর করে মুখ ঘুরিয়ে) একি! তুমি কাঁদছো মা ?

প্রভা। আমি আর সহ্য করতে পারছি না মানু—আমি আর পারছি না। দিনরাত ভাবতে ভাবতে আমি পাগল হয়ে যাবো। কোলে ঐ একফোঁটা বাচ্চা ছেলে। তোর বিয়ের কোন ব্যবস্থা হলো না, কি করবো ? আমি কোথায় যাবো বল তো ?

মানবী। তুমি অমন অবুঝ হলে চলে কি মা ? দাদু শুনতে পেলে কি ভাববেন বল তো! যাও, দাদুর কাছে গিয়ে বসো। রান্না যা করবার আমি করছি—ওঠো মা।

[প্রভা কোন কথা না বলে বাধ্য মেয়ের মতো উঠে গেলেন। স্থির চোখে মানবী আগুনের দিকে চেয়ে আছে। আগুনের আভায় তার মুখখানি লাল দেখাচ্ছে। দু'চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।]

অষ্টম দৃশ্য

জন্মতিথি উৎসব বাড়ী

[দোতলার দরদালান। মাঝখানে ওপরে যাবার সিঁড়ি। পরিবেশনকারী যুবকেরা সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া আসা করছে। নেপথ্যে ক্ষীণ নহবতের সুর ভেসে আসছে। বাড়ীর কর্তা মহেশবাবু খাওয়ার তদারক করছেন। খেতে বসেছে টেবিল চেয়ারে সদা, গজা ও রমা, অন্য এক বৃদ্ধ,—তার নাম সুবলবাবু এবং আরো কয়েকজন।]

মহেশ। কি রকম হচ্ছে খুড়োমশায়—কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

সুবল। না। সার্থক আয়োজন করেছ মহেশ, কোন কিছুর অভাব নেই।

মহেশ। তাও ইচ্ছে মত যোগাড় করতে পারলুম কোথায় খুড়োমশায়!

সুবল। না বাবা, তাও যা যোগাড় করেছ—আশ্চর্য!

মহেশ। কোন কিছু পাবার উপায় নেই বাজারে খুড়োমশায়! যা চাইবেন, তাই নেই!

[সদা ও গজার প্রতি চেয়ে]

মহেশ। হ্যাঁ! আস্তে আস্তে খান! কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

সদা। না—না—

মহেশ। পেট ভরে খান—কেমন?

সদা। আজ্ঞে, কিছু বলতে হবে না।

মহেশ। ওরে! যে ক'জন মেয়েছেলে বাকী আছে, বসিয়ে দে! অনর্থক রাত করে লাভ নেই। আচ্ছা—আমি একবার ওপরটা ঘুরে আসি খুড়োমশায়—!

সুবল। হ্যাঁ—হ্যাঁ!

[মহেশ ওপরে চলে গেলেন।

নেপথ্যে —মেয়েদের পাতা করে দে রে—!

নেপথ্যে—গরম লুচি নিয়ে আয়—!

[সকলে নিঃশব্দে খাচ্ছে]

সুবল। ভালো করে খাও। লজ্জা করে খেওনা কিন্তু।

সদা। না স্যার! খেতে বসে লজ্জা তো নতুন বৌ করবে। তাছাড়া এতো আমাদের জানা বাড়ী।

সুবল। তা তো বটেই।

[পরিবেশনকারী যুবক ফ্রাইএর ঝুড়ি হাতে প্রবেশ করে সদাকে]

যুবক। আপনাকে আর দু'খানা ফ্রাই দোব?

সুবল। দোব বলছ কি হে? দিয়ে যাও। ইয়ংম্যান, এখন না খেলে আর খাবে কবে? কি বলো ভায়া?

[যুবক ফ্রাই দিয়ে চলে গেল।

সুবল। তোমরা দুই বন্ধু বুঝি?

সদা। আজ্ঞে না। আমরা তিন বন্ধু!

সুবল। বেশ, বেশ, বড় আনন্দ হলো তোমাদের দেখে। তাহলে তোমাদের সঙ্গে মহেশের কি সম্পর্ক হলো? ওর ভাগ্নী অনুপমার দেওর বুঝি তোমরা?

সদা। আজ্ঞে না! আমরা এদের সম্পর্কের কেউ নই। আমরা হচ্ছি বরের বন্ধু।

সুবল। বর!

সদা। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা বরের বন্ধু। চন্দননগরে থাকি—

আসবোই না কথা ছিল—তা খুব ধরা-টরাতে শেষ কালে—; বৌ দেখে আমাদের নাকি বলতেই হবে কেমন বৌ হ'ল!

গজা। হ্যাঁ! না বললে নাকি অনর্থ কাণ্ড হবে!

সুবল। ওঃ!

সদা। (উৎসাহিত হয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসতে হলো। তা সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় পাশের ঘরে মেয়ে সাজানো হচ্ছে দেখলাম। বেশ ভালই লাগল। সুন্দরী মেয়ে। বেশ মানাবে দুটিতে। আপনি কি বলেন?

সুবল। আমি কি বলবো বলো? ও মহেশ, মহেশ—।

নেপথ্যে মহেশ। যাই খুড়োমশায়—

[মহেশ প্রবেশ করল]

মহেশ। কি বলছেন? আর কি লাগবে বলুন?

সুবল। না-না। লাগবে না কিছু। ছাখ তো এই ছেলেরা বর বর বলে কি বলছে, হচ্ছে আমার লতা দিদির জন্মতিথি, এর মধ্যে বর আসে কোত্থেকে রে বাবা?

মহেশ। বর মানে?

সুবল। কি জানি, বলছে চন্দননগর থেকে আসছে—বলছে বরের বন্ধু। একবার ছাখ তো ব্যাপারটা কি?

[পরিবেশনকারী যুবকদের ভীড় জমে গেল]

মহেশ। কোত্থেকে আসছেন আপনারা?

সদা। আজ্ঞে চন্দননগর।

মহেশ। চন্দননগর? উঠে এসো।

সদা। আজ্ঞে—

মহেশ। উঠে এসো।

[সদা গজা আস্তে আস্তে মহেশের সামনে উঠে দাঁড়াল। রমাও উঠলো। পরিবেশনকারীরা পেছনে ভীড় করে দাঁড়াল]

মহেশ। ব্যবসাটা কদ্দিনের ?

সদা। আজ্ঞে, ব্যব্‌সা নয়—ক্ষিদে।

[সদার গালে ঠাস্‌ ক'রে একটি চড় মারল মহেশ]

সদা। মারবেন না স্যার! কথাটা শুনুন, আমরা চোর জোচ্চোর নই, ভদ্রলোকের ছেলে আমরা—

যুবক। তা দেখতেই পাচ্ছি—এই সবাই ধর। কেমন ভদ্রলোক দেখাচ্ছি—

সুবল। পুলিশে দাও ভায়া, পুলিশে। দিনকাল বড় খারাপ। ওপরে মেয়েরা গয়নাগাঁটি পরে খাচ্ছে। এখুনি পুলিশ ডাকতে পাঠাও।

মহেশ। পুলিশে দরকার নেই খুড়োমশায়, তাতে আরও হাঙ্গামা বাড়বে। যা ব্যবস্থা করবার তোরাই কর্। আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে এমন আক্কেল দিয়ে দে যাতে ভবিষ্যতে আর কোন বাড়ীতে গিয়ে না ঢোকে।

[প্রহার করতে করতে সকলে তিনজনকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। নেপথ্যে মারের শব্দ ও লোকজনের চীৎকারের সঙ্গে সানাই বাজছে।]

নবম দৃশ্য

[তিন বন্ধুর দু'জন, অর্থাৎ সদা আর গজা ছুটে বেরিয়ে এলো। ভীত সন্ত্রস্ত তাদের চেহারা। সদার জামাটা গলার কাছ থেকে দু'ফালি হয়ে গেছে। গজার গালে কালশিরা পড়ে গেছে। তারা দৌড়ে এসে বড় রাস্তায় পড়ে পেছনে চাইল। নেপথ্যে জনতার গোলমাল শোনা যাচ্ছে।]

সদা। রমা! রমা কই?

গজা। রমা বেরোতে পারেনি।

সদা। বেরোতে পারেনি কিরে? এঁ্যা! বেরোতে পারেনি মানে কি?

গজা। আমরা যখন সিঁড়ির মাঝখানে, তখন দেখলাম রমাকে একজন ধরেছে।

সদা। বোকা বলেই যা একটু ভয়! এঃ রমাটা—ওই তো—

[দৌড়তে দৌড়তে রমা ঢুকল। তার ডানদিকের কপাল কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। জামাটা ছেঁড়া। একপাটি জুতো হাতে। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দাঁড়াল রমা। সদা এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে পথের পাশে একটি রকে বসাল, পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালটা মুছিয়ে দিল।]

সদা। আয় বোন। (চুপচাপ) গজা! ব্যাপারটা কি হলো বল্ দিখিনি?

গজা। কি করে বলবো বলো? সবাই যেমন খেতে বসেছে—আমরাও বসেছি। হঠাৎ কি যে হলো—

সদা। আর একটু সাবধান হলে হয়তো এটা হতো না। আজ বিয়ের লগন্সা। অনেক বিয়ে হচ্ছে তো! ভাবলাম এখানেও বিয়ে বোধ হয়!

গজা। হঁ্যা

[সদা কাপড়ের আঁচলটা নাকে চেপে ধরল। রক্ত পড়ছে কি না দেখলো।]

সদা। তোরা তো safely বেরিয়ে আসতে পারতিস্!

গজা। তা পারতাম। কিন্তু তোকে অমনভাবে মারছে দেখে আমাদের পা দুটো এমন কাঁপতে লাগল—

সদা। ধ্যাত্তোরি—!

গজা। ইস্! মাথার পেছনটা ব্যথা করছে যে রে।

সদা। করবেই। কি দিয়ে মেরেছে ?

গজা। বড়লোক কী দিয়ে মারে জানিসনে ? জুতো দিয়ে। পেরেক ছিল না কী ছিল, কেটেও গেছে খানিকটা। (হাত দিয়ে ছুঁয়ে সামনে আনলো, দেখা গেল হাতে রক্ত লেগেছে) কিন্তু আমাদের মধ্যে রমাটাই মার খেয়েছে বেশী। কিল, চড়, ঘুষি, লাথি সব ওই ব্যাচারার ওপর পড়েছে। একদম কষ্ট সহ্য করতে পারে না তো!

সদা। রমা!—এই রমা—!

[কাছে গিয়ে মুখটা তুলে ধরল। রুমাল বার করে রক্তটা মুছে দিল।]

সদা। নাঃ! তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। কথায় কথায় তোর চোখে জল আনবে। ওরে আমাদের কাঁদতে নেই। আমরা যে বড় হয়ে গেছি—উই আর এ্যাডাল্ট্স্। লোকে দেখলে নিন্দে করবে যে রে পাগল! ইস্—জায়গাটা ফুলে উঠেছে দেখছি। গজা বাড়ীতে গিয়ে মামুকে বলিস তো একটু ডেটল লাগিয়ে দেবে জায়গাটায়। কি করে কাটলো রে?

রমা। সিঁড়ির ওপর থেকে লাথি মেরে—

গজা। ফেলে দিয়েছিলো ?

[রমা ঘাড় নাড়লো]

সদা। কেন রে বাপু! এত মারবার কি আছে—আমি তো বুঝতে পারছি না! দিবি তো সেই একটু পোলাও আর মাংস? কি বল্ গজা?

গজা। তাই তো।

সদা। ওই তো দেখলুম, পাশের বুড়োটার পাতে সব জিনিসই বেশী বেশী দিয়ে গেল। খেলো না—নষ্ট করলো। হয়তো কাল সকালে এক গঙ্গা পোলাও আর মাংস রাস্তায় ফেলে দেবে। কুকুর বেড়ালে খাবে। আর আমরা খেতে পাচ্ছি না বলেই—, তিনজনে এমন কি বেশী খেতাম? (চলতে চলতে) আরে বাবা চাকরি বাকরি নেই বলেই তো খেতে যাওয়া, নইলে ও বাড়ীতে পা ধুতেও যায় না কেউ। একটু মায়া করল না তোদের? উৎসবের বাড়ী। অমনি করে ধরে মারলি আমাদের? (চেঁচিয়ে) সভ্যতার গর্ব করে মানুষ। দূর-দূর-দূর! মানুষ কিছু হয়নি, এখনও সেই বনমানুষই আছে। রমা! চল ভাই তাড়াতাড়ি যাই। একটু ডেটল লাগাতে হবে! সেপ্‌টিক-টেপ্‌টিক হ'য়ে গেলে সে আর এক জ্বালা।

[তিন বন্ধুর প্রস্থান।

[একটা শতছিন্ন কাপড়পরা ভিখারী প্রবেশ করে, রকে শুয়ে পড়তেই গগন গড়াইয়ের প্রবেশ]

গগন। তুমি কি এখানে ঘুমোবার কথা ভাবছ?

ভিখারী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গগন। আগে বলতে পারতে। আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে শোবার ঘরটা খুলিয়ে দিতাম। কিন্তু এখন তো হবে না। King ফারুক, সব বন্ধ করে চাবি নিয়ে চলে গেছে। আচ্ছা চলি ভাই। ভাল কথা, দেখ আমি চিন্তা করে দেখলাম তুমি আজ রাতের মত এখানেই ঘুমোও।

ভিখারী। যে আজ্ঞে। দুগ্‌গা—দুগ্‌গা—

গগন। কি বললে—দুর্গা দুর্গা ? আমি কেবল শুনছি ক্ষুধা ক্ষুধা। আচ্ছা তুমি দুর্গা দুর্গাই বলো—not bad. [প্রস্থান।

ভিখারী। কালীতারা মহাবিদ্যা। মা রক্ষে কর। দুনিয়ার ভাল করো মা ! সবাই সুখে থাক্—আনন্দে থাক্। দুগ্‌গা—দুগ্‌গা—। [শুতে শুতে গান ধরিল]—মা যার আনন্দময়ী—সে কি নিরানন্দে থাকে।

দশম দৃশ্য

[তিন বন্ধুর সেই ঘর। দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলো সদা]

সদা। মানু! মানু !! মানু !!!

[মানবীর প্রবেশ]

মানবী। আমায় ডাকছো স্বদেশদা ?

সদা। হাঁ ভাই ! এই ছাখনা—তোমার রমাদা কি কাণ্ড করেছে।

মানবী। একি ! কেটে গেল কি করে ? কোথায় পড়ে গিয়েছিলে ?

গজা। পড়ে যাবে কেন ? ইয়ে হয়েছে যে—

মানবী। কি হয়েছে ? কি করেছো তুমি ? রক্ত পড়ছে কপাল দিয়ে।

সদা। তুমি এক কাজ করতো। উনুনে আগুন আছে ?

মানবী। কেন খাওয়া হয়নি বুঝি আজও ?

সদা। না না। খাওয়াতো ঠিকই হয়েছিল। বেশী খাবার লোভ করতে গিয়ে—যাকগে, উনুনে দরকার নেই। ডেটল আছে ঘরে ?

মানবী। ডেটল ? হ্যাঁ। বাবুয়ার জন্যে ওটা রাখতে হয় তো।

সদা। তাহলে তুমি চট্ করে একটু ডেটল নিয়ে এসতো ভাই।

[মানবী ছুটে চলে গেল। যাবার সময় দরজার ক্যাঁ-অ্যাঁ-চ করে শব্দ হ'ল]

সদা। এরকম একটা অসভ্য জানোয়ার দরজা বহুকাল দেখিনি আমি। জানান না দিয়ে খুলবেও না, বন্ধও হবে না। ছিঃ—

গজা। ওটা কিন্তু একপক্ষে ভাল।

সদা। তা তো ভাল বটেই। কিন্তু আর এক পক্ষে যে আমাদের আসা যাওয়াটা বাড়ীওয়ালার মুখস্থ হয়ে গেল, তার কি?

গজা। হ্যাঁ—সেটা একটু অসুবিধা বটে। তবে চোর ঢোকবার উপায় নেই।

সদা। আরে ভাই, ছিঁচকে চোর যদি হয়, তবে সে ঠিক তাল বুঝে যাতায়াত করে। কী বল্ রমা। করেনা?

রমা। আমি কি বলব? তুমিই জান।

[সদা হাসতে লাগল]

গজা। বুঝতে পারলাম না ভাই। আমাদের ঘরে চোরের কি চুরি করবার আছে?

সদা। হৃদয়।

[গজা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে "ও-হো-হো" বলে হেসে উঠল। একটি হ্যারিকেন, ডেটল নিয়ে মানবীর প্রবেশ]

মানবী। নাও শুয়ে পড়ো। (ডেটল লাগাতে লাগল) ওরে বাপরে! কোন্‌দিন যে কি সর্বনাশ করবে তোমরা! কোথায় পড়ে গেলে? কি হয়েছিল?

রমা। পড়ে যাইনি। একটা নেমন্তন্ন বাড়ীতে ঢুকে খেতে বসেছিলাম। তারা ধরে ফেললে। তার পরেই—

মানবী। মেরেছে তোমাকে?

রমা! শুধু আমাকে কেন? সদা আর গজাকেও তো মেরেছে।

সদা। তবে ওরটাই বেশী।

মানবী। খুব করেছো। কি সর্বনাশ যে করবে তোমরা কোন্‌দিন! এমনিতেই তো চিন্তার শেষ নেই, তার ওপর যদি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে এই সব কেলেঙ্কারি করে আসো, তাহলে তো আর বাঁচা যায় না।

[নেপথ্যে নিরালার কণ্ঠ শোনা গেল]

নেপথ্যে নিরালা। মানবী আছিস?

মানবী। কে?

নেঃ নিরালা। আমি রে আমি!

[দরজা ঠেলে নিরালা প্রবেশ করলো—সঙ্গে মানস]

মানবী। একি! নীরু! তুই এত রাত্তিরে!

নিরালা। এসেছিলাম মহেশবাবুর বাড়ীতে। তাঁর মেয়ে লতার জন্ম-তিথির নেমন্তন্ন খেতে। আমার আবার এক পিসিমা থাকেন এই পাড়ায়! তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফিরে যেতে তোর কথা মনে পড়ল। ভাবলাম দেখাটা করে যাই। তোর যে কী হয়েছে! কলেজের দিকেও যাস্ না!

মানবী। না, বাড়িতে একটু অসুবিধে আছে, তাই—

নিরালা। আর কলেজ গেলেই বা কি হতো। সেই তো রমাদা—রমাদা করবি বসে বসে।

মানবী। আঃ! কি বাজে বকছিস। এই তো রমাদা!

নিরালা। এই রমাদা! বা-রে! আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দে।

মানবী। স্বদেশদা!

সদা। কি ভাই?

মানবী। আমার বন্ধু নিরালা রায়। একসঙ্গে পড়ি আমরা। ও নাচতে পারে—গাইতে পারে—আবৃত্তি করতে পারে—

নিরালা। And what not? (হেসে উঠলো)

মানবী। আর এই হচ্ছেন আমার তিন দাদা! স্বদেশদা, গজেনদা আর রমেনদা!

নিরালা। নমস্কার!

[রমা ও নিরালা চোখাচোখি হল, তারপর হঠাৎ নিরালা বলল—]

কপালে কি হ'ল আপনার?

রমা। শুধু আমার কেন? সকলেরই তো কপাল খারাপ।

নিরালা। তাই তো দেখছি—কিন্তু কেন?

মানবী। তিন বন্ধু বেরিয়ে কোত্থেকে যেন কপাল কেটে এসেছে।

[আবার নিরালা চেয়ে রইল]

নিরালা। Very sad! পুরুষ মানুষের কপাল কাটা ভাল লাগে না। জানেন তো ফাটা কপাল আর জোড়া লাগতে চায় না। আচ্ছা চলি ভাই মানু! এস মানস!

মানস। এক সেকেণ্ড। আচ্ছা, আপনাদেরই কি একটু আগে মহেশবাবুর বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে দেখলাম?

রমা। আমাদের?

গজা। তা হতে পারে।

সদা। কিন্তু আমরা তো আজ নেমন্তন্ন খেয়েছি জয়নগর মজিলপুরের মহিষবাবুর বাড়ীতে।

মানস। মহিষ নয়, মহেশ। যাক্‌গে, তাহলে আমারই ভুল হয়েছে বোধ হয়। Come on darling!

নিরালা। রমাদা! আজ থেকে শুধু মানুর সঙ্গে মেলামেশা করলেই চলবে না কিন্তু—আমার সঙ্গেও মিশতে হবে।

রমা। বেশ তো—!

নিরালা। চলি ভাই। Ta´Ta´!

[নিরালা ও মানস চলে গেল]

মানবী। কি দেখছো অমন করে ?

সদা। অদ্ভূত। নেশা ধরিয়ে দেয়। সা নারী প্রাণঘাতিকা। জান মান্থ, অনেকদিন আগে আমাদের দেশের বাড়ীতে এক সাপুড়ে গোখরো সাপের খেলা দেখিয়েছিল। সাপটা যখন বাঁশীর সুরে সুরে মাথা তুলে ‍দুলছিল, অবিকল তোমার বন্ধুকে দেখে আমার সেই কথা মনে পড়ল। এমন কি চোখের দৃষ্টিটা পর্যন্ত সেই রকমের।

গজা। ঠিক সাপের মতই চন্‌মন্ করে চাইছিল বটে।

মানবী। কি যে বলো। অবশ্য নীরুটা—যাকগে। দেখি এবার মুখটায় একটু ডেটল লাগিয়ে দিই! (ডেটল লাগাল) নাও, হয়েছে তো? এবার আমি যাই? দেরি হলে মা বকবেন।

[মান্থ চলে যাবার সময় অনুভব করল তার হাতটা ধরে আছে রমা। সে চোখের ইঙ্গিতে সদা আর গজাকে দেখিয়ে হাত ছাড়িয়ে চলে গেল।

মানবী চলে যাবার পর রমা হঠাৎ শুয়ে পড়ে যন্ত্রণায় উঃ—আঃ করতে লাগল।]

সদা। রমা!

রমা। কি?

সদা। এটা কোথাকার ডেটল র‍্যা? লাগাবার অনেক পরে যন্ত্রণা সুরু হলো?

রমা। আমি জানিনে। আমি বলে মরে যাচ্ছি—

সদা। না, মরবি না আর। এ্যাণ্টিসেপ্‌টিক লাগানো হয়ে গেছে তো। আর ভয় নেই।

গজা। কত রকম ওষুধই যে বেরুচ্ছে আজকাল!

সদা। হ্যাঁ! ত্মাখ্ না, চিরকাল জানি ডেটল লাগালেই ধাঁ করে জলে উঠে—সাঁ করে কমে যায়। আর এটা ত্মাখ—ধাঁ ক'রে জলেও উঠলো না, আবার সাঁ করে কমলোও না। কী ক'রে কমবে? লাগার ব্যথা আর লাগাবার ব্যথা একসঙ্গে জলছে যে। ব্যাচারা! নে ঘুমো!

[একটু পরে নাক ডাকতে লাগল। আলো কমে আসছে। অন্ধকার হ'ল। দূর থেকে শাঁখ, উলু ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রমা উঠল। জামা গায় দিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে ছ'হাত তুলে নমস্কার করল। হঠাৎ দরজা খুলে গেল। দরজার উপর এসে দাঁড়াল মানবী। ঐখানেই দাঁড়িয়ে দেখল ওদের। রমা অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল বলে দেখতে পেল না। ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে এগিয়ে এল মানবী। জামা গায়ে দিয়ে ফিরে রমা তাকে দেখতে পেলো। সচকিতে চাইল বন্ধুর দিকে। দেখলো তারা সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।]

রমা। মানু!

মানবী। রমাদা!

রমা। এত রাত্রে?

মানবী। তোমরা ঘুমোতে পেরেছ কিনা তাই দেখতে।

রমা। ওরা ঘুমিয়েছে।

মানবী। তুমি?

রমা। আমি আজ চলে যাচ্ছি মানু।

মানবী। চলে যাচ্ছ?

রমা। হ্যাঁ।

মানবী। কেন?

রমা। এইভাবে এদের সঙ্গে পড়ে থাকলে নিরুপায়ের মতো মার খেয়ে মরতে হবে। আমি ওদের ভার হয়ে আছি। তাই চলে যাচ্ছি। নিজে একলা একবার চেষ্টা করে দেখব, সত্যি পৃথিবীতে আমার কোন দাম আছে কিনা।

মানবী। কবে ফিরবে?

রমা। যতদিন না মানুষ হতে পারি, উপার্জন করতে পারি, বুক ফুলিয়ে—মাথা উঁচু করে তোমাদের সামনে এসে দাঁড়াতে পারি, ততদিন ফিরব না। আজ অপূর্ব দিন। জগৎ জুড়ে বিয়ের লগ্নে শাঁখ বাজছে। মন দেওয়া নেওয়ার রাত আজ। আজ তুমি শুধু আমাকে এই কথাটুকু দাও মানু—যে ফিরতে আমার যত দেরিই হোক তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে! বল—তুমি অপেক্ষা করবে?

মানবী। হ্যাঁ—। তুমি জয়ী হ'য়ে ফিরে এস। আমি অপেক্ষা করবো।

রমা। তিন সত্যি করো মানু!

মানবী। অপেক্ষা করবো, অপেক্ষা করবো, অপেক্ষা করবো।

[মানুর দুটি হাত বুকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল—মানু যেন কী বলতে গেল, কিন্তু তখন কান্নায় কাঁপছে তার সারা দেহ।]

—প্রথমার্ধের বিরতি—

দ্বিতীয়ার্ধ

প্রথম দৃশ্য

শ্যামলালবাবুর ড্রয়িং রুম। মানস একা বসে সিগারেট খাচ্ছে। ভিতর হতে শ্যামলালবাবু ও বিনোদবাবু কথা বলতে বলতে প্রবেশ করলেন]

শ্যাম। অত সুখ্যাতি করো না হে বিনোদ—অহঙ্কার হয়ে যাবে শেষ কালে।

বিনোদ। অহঙ্কার হবারই যে কথা ভাই। রাস্তা থেকে রমেনকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে Training দিলে এবং প্রমাণ হয়ে গেল ছেলেটি ভাল ছেলে।

শ্যাম। আমি ওর মুখে প্রতিভার ছাপ দেখতে পেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে বড় হবার জন্যে ভেতরে ভেতরে ও ছট্‌ফট্ করছে, শুধু একটু সুযোগ পাবার অপেক্ষা। এই যে মানস! এসো বিনোদ, আমরা পাশের ঘরে গিয়ে ততক্ষণ একটু চা পান করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

[মানস একা একা বসে সিগারেট খাচ্ছে। উঠছে বসছে— এমন সময় নিরালা প্রবেশ করল]

নিরালা। তুমি কতক্ষণ এসেছ ?

মানস। অনেকক্ষণ। ন'টা সিগারেট খাওয়া হয়ে গেল।

নিরালা। মাত্র! অন্থ নামে নি ?

মানস। না।

[উভয়ে চুপচাপ। চাঁদের আলো পড়েছে বারান্দায়। নিরালা গিয়ে রেলিং ধরে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। মানস কাছে এসে দাঁড়াল]

মানস। নীরু!

নিরালা। বলো!

মানস। আমাকে এভাবে avoid করে চলছো কেন?

নিরালা। Avoid করে?

মানস। নিশ্চয়ই! সেই সেদিন মানবীদের বাড়ী থেকে আসবার পর তুমি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছ! আমার সঙ্গে ভালভাবে মেশো না—কথা কও না, সব সময় যেন অন্যমনস্ক, সর্বদাই যেন কি ভাবছ! কি ভাবো নীরু?

নিরালা। তোমার প্রেমের কথাই ভাবি, আবার কি ভাববো?

মানস। বিশ্বাস করতে পারলে আনন্দ পেতাম। কিন্তু আমি সত্যি কথাটা জানতে চাই। What is it? Is there any soft affair?

নিরালা। (শক্ত গলায়) N—o—o!

মানস। Darling!

[নিরালার হাত দুটি নিজের বুকে চেপে ধরল]

নিরালা। থিয়েটারের নায়কের মতো করছো যে!

মানস। কি করবো! প্র্যাকটিশ করছি! থিয়েটারে চাকরি নেব ভাবছি কিনা!

নিরালা। কেন?

মানস। সত্যিকারের নায়িকা যেখানে বিরূপ, সেখানে থিয়েটারের নায়িকা নিয়েই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হবে তো?

নিরালা। আ—চ্ছা!

[নিরালা সরে গিয়ে চেয়ারে বসল। মানসও গিয়ে বসল]

মানস। নাঃ, ঠাট্টা নয়! আজ তোমার সঙ্গে কতকগুলো সিরিয়াস কথা আছে আমার! সেইজন্যে আগে এসে বসে আছি।

নিরালা। বলে ফেল।

[মানস একটু ভেবে নিল]

মানস। তুমি জানো, বাবা মারা যাওয়ার সময় যে সম্পত্তি আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন, তার প্রায় সবটাই উড়িয়ে ফেলেছি। এখন fresh টাকাকড়ির ব্যবস্থা না করলে আর চলছে না।

নিরালা। বেশ তো ব্যবস্থা করে ফেল।

মানস। সেটা তুমি সাহায্য না করলে হবে না নীরু!

নিরালা। আমি সাহায্য করবো তোমায় টাকা পেতে? কেমন করে?

[মানস এগিয়ে গিয়ে কানে কানে কি বললো—নিরালা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে।]

তার মানে?

মানস। অত্যন্ত সোজা।

নিরালা। কিন্তু অনুর তো বিয়ে হবে শুনছি রমেনবাবু নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে।

মানস। সেই বিয়ে তোমায় ভেঙ্গে দিতে হবে।

[নিরালা মানসের দিকে চেয়ে রইল]

নিরালা। আমায় ভেঙ্গে দিতে হবে!

মানস। হ্যাঁ, তোমায় ভেঙ্গে দিতে হবে। ভয় নেই—তোমার পরিশ্রম কমাবার জন্যে আমি কাজ অনেক এগিয়ে রেখেছি।

নিরালা। কথাটা আর একটু খুলে বলো।

মানস। মাতঙ্গী মাইকা মাইন্‌সের কর্মচারী অজিতবাবু আমার বিশেষ বন্ধু। তার সঙ্গে আমি কথা কয়েছি। রমেন ওখান থেকে মেয়েদের

নামে যত চিঠি লিখবে, সব চিঠিই চুরি করে আমায় সে পাঠিয়ে দেবে।

নিরালা। তাতে কি লাভ হবে ?

মানস। লাভ হবে বৈ কি ? আমি খবর নিয়ে জেনেছি কোলকাতার মানবী চৌধুরীর সঙ্গে রমেনের প্রেম আছে। লাভ হবে এই যে ওখান থেকে রমেন সেই মেয়েটিকে যত চিঠি লিখবে, সবগুলি in tact আমরা শ্যামলাল বাবুর কাছে দাখিল করে প্রমাণ করবো যে এ ছেলেটি অনুর যোগ্য নয়।

নিরালা। এবার একটু একটু ক্লিয়ার হচ্ছে। বিয়ে করে সংসারী হতে চাও—! ঘর বাঁধবার ইচ্ছে হয়েছে—না ? তাই আমার হাতে তলোয়ার তুলে দিয়ে আমার নিজের গলাটা নিজেই কাটতে বলছো।

মানস। এই দেখ, কথাটা তুমি বুঝতে পারোনি। (চারদিকে চেয়ে) শ্যামলালবাবুর অগাধ টাকা। অনুকে বিয়ে করলে এই সম্পত্তি আমি পাব। এই যে তুমি হীরের এক জোড়া ব্রেস্‌লেট চেয়েছো—টাকারঅভাবে দিতে পাচ্ছি না, এতে কি আমার কম কষ্ট হয়েছে ভেবেছো ? এই দুঃখ তো আর থাকবে না।

[নিরালা ভাবছে]

মানস। এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না কেন ? তোমার আমার সম্পর্ক ঘোচবার নয়। তবে! অনুর সঙ্গে আমার বনবে না। আমাদের এই বেশী রাত্রে বাড়ী ফেরা আর রোজ drink করা নিয়ে গণ্ডগোল লাগবেই। তখন ওকে আলাদা একটা বাড়ীতে transfer করে একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়ে আমরা রাম রাজত্ব করবো।

[নিরালা চাইল মানসের দিকে]

Practically অনুর যা কিছু সম্পত্তি তোমাকে দেবার জন্যেই আমার এই মতলব! তুমি এত বোকা কেন ?

[চেয়ার থেকে উঠে যেতে যেতে]

তোমাকে বাদ দিয়ে অনুকে নিয়ে আমি সংসার করব, এ কথা কী করে ভাবতে পারলে তুমি ? আশ্চর্য !

[নিরালা একটু বসে থেকে উঠে গিয়ে বলল]

নিরালা। আমাকে ক্ষমা করো। আমি কথাটা তলিয়ে বুঝিনি। কিন্তু একটা কথা। আমি শুনেছি, তুমি শ্যামলালবাবুকে অনুর জন্যে approach করেছিলে এবং তিনি নাকি তোমায় refuse করেছিলেন ?

মানস। তা করেছিলেন। কিন্তু কোন রকমে যদি রমেনের সঙ্গে অনুর বিয়েটা ভেঙে দিতে পারো তাহলে তখন নিরুপায় হয়ে তিনি অনুকে আমার হাতে দিতেই বাধ্য হবেন।

নিরালা। কেন ?

মানস। আর ছেলে কই চোখের সামনে ? যাকে চেনেন না জানেন না, এমন ছেলের হাতে শ্যামলালবাবু কখন তাঁর একমাত্র মেয়েকে তুলে দেবেন না।

নিরালা। আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে।

মানস। দেখি নয়। এটা করতেই হবে নীরু ! এ ছাড়া তোমার আমার বাঁচবার পথ নেই।

[নেপথ্যে মেয়েলি হাসি শোনা গেল]

শোন ! আমি শুনেছি খুব শিগ্‌গীরই শ্যামলালবাবু একটা পার্টি ডেকে রমেন আর অনুর engagement announce করবেন ! সেদিনের জন্যে নিজেকে তৈরি রাখো for the last blow।…নাচো, নাচো—।

নিরালা। নাচবো কি ?

মানস। আরে মুখ্যু, ওরা আসছে ! এসে দেখুক যে আমরা কাজ করছি। ধি ধিনা, তা তিনা, ধি ধিনা, তা তিনা। [হাতে তাল দিয়ে]

[নিরালা নাচছে—এমন সময় অনসূয়া প্রবেশ করল]

অন। বাঃ! সাধে কি নিরুদিকে অত ভালবাসি। Always runs in advance.

নিরালা। যেটা করতে হবে, সেটা ভালভাবেই করা উচিত।

[অন্নু পাশে দাঁড়ালো]

[ভেতর থেকে কথা কইতে কইতে প্রবেশ করলেন শ্যামলালবাবু ও বিনোদবাবু]

শ্যাম। তোমরা তিনটিতে মিলে এখানে কি করছো মা?

অন। আমাদের কলেজ সোশ্যালের Dance Drama-র Rehearsal দিচ্ছিলাম।

নিরালা। আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে কাকাবাবু। জোর করে ধরে নিয়ে যাবো। নইলে—

শ্যাম। (হেসে) আচ্ছা, আচ্ছা, বলপ্রয়োগ করতে হবে না। আমি অমনি যাবো।

বিনোদ। জানো মা অন্নু, তোমার বাবার লোক চেনবার ক্ষমতার কথা হচ্ছিল আমাদের।

অন। নিশ্চয় রমেনবাবুর কথা!

বিনোদ। হ্যাঁ।

অন। হ্যাঁ। ও ব্যাপারটা তো বাবার একটা বিশেষ অহংকার। আমার তো মনে হয় চান্স পেলে সব মানুষই অমনি উন্নতি করতে পারে।

নিরালা। নিশ্চয়ই পারে।

শ্যাম। না মা, পারে না। আমাদের বিধু বেয়ারাটাকে যদি তুমি রাতারাতি ষ্টেটের ম্যানেজার করে দাও, ও পারবে কি গুছিয়ে কাজ করতে?

নিরালা। না। ওর মধ্যে অবিশ্যি সে spark নেই!

শ্যাম। Right you are! ওর মধ্যে সে spark নেই! তাহলে

দেখা যাচ্ছে যে spark নামক বস্তুটি সকলের মধ্যে থাকে না। যার মধ্যে থাকে, তাকে যদি চিনে নিতে পারা যায়, তাহলে সে chance পেলেই উন্নতি করতে পারে।

বিনোদ। তা পারে বৈ কি ?

মানস। কিন্তু রমেনবাবুকে যে আপনি ঠিক চিনতেই পেরেছেন, এমন কথা কি জোর করে বলা যায় ? হয়তো পরে দেখা যাবে যে তার এমন একটা dark-side আছে—

শ্যাম। না-না। আমি রমেনের মধ্যে সেই spark দেখেছিলাম বিনোদ। কাছে রেখে ট্রেনিং দিলাম। দেখলাম, একটা জমিদারি চালাবার সমস্ত ক্ষমতাই ওর মধ্যে আছে। তখন পাঠালাম মাইকা মাইন্‌সে। আর আমি যে ভুল করিনি তার প্রমাণ দেখ।

অন। সত্যি বিনোদ কাকা। ইন্‌কাম নেই বলে বাবা ও মাইন্‌সটাকে বিক্রি করে দেবার কথা বলছেন আজ বছরখানেক ধরে। রমেনবাবু গিয়েই এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, মনে হচ্ছে সামনের বছর থেকে ওই খনিটা প্রচুর লাভের মুখ দেখাবে আমাদের।

শ্যাম। ওই ছেলেটিকে নিয়ে আমি আরো স্বপ্ন দেখছি বিনোদ।

নিরালা। অনুর সঙ্গে বিয়ে দেবেন বুঝি ?

শ্যাম। যদি দিই ? কেমন হবে ?

নিরালা। হয় তো ভালই হবে ! কিন্তু একটু দেখে শুনে দিলে ভাল হতো না কি কাকাবাবু ?

শ্যাম। আমার দেখা তো আগেই হয়েছে মা !

বিনোদ। হ্যাঁ, এখন শুধু আমাদের শোনাটা বাকী !

শ্যাম। সেটাও খুব শিগ্‌গীর করে ফেলবো। বয়েস হয়েছে, সম্পত্তি ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে retire করবো ভাবছি।

নিরালা। রমেনবাবুর মত আছে তো?

শ্যাম। তার আবার মত কী? আমি যা স্থির করবো, তাতেই সে মত দেবে। After all, he is my creation.

[বেয়ারা এসে কার্ড দিল, শ্যামলালবাবু সেইটা পড়ে আস্তে আস্তে বললেন—]

আচ্ছা, তোমরা একবার পাশের ঘরে গিয়ে বসো গে, আমি একটু ব্যবসার কাজ সেরে তোমাদের কাছে যাচ্ছি, কেমন? Don't mind, উ—?

বিনোদ। না-না! তুমি তোমার কাজ করো। এসো মা, আমরা পাশের ঘরে গিয়ে তোমাদের ডান্স ড্রামার গল্প শুনি গে।

[সকলে চলে গেল। শ্যামলাল বেয়ারাকে ইঙ্গিত করলেন। বেয়ারা চলে গেল এবং মহেশকে নিয়ে পুনরায় প্রবেশ করল।]

শ্যাম। আপনি আবার এসেছেন কেন? আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি যে—এ ব্যাপারটা ডিসাইড্ করবে রমেন!

মহেশ। কিন্তু তিনি যে—

শ্যাম। দূরে থাকেন? তা থাকেন! কিন্তু যত দূরেই থাকুন, সেইখানেই আপনাকে যেতে হবে, এবং এই ব্যাপারের নিষ্পত্তিও করতে হবে। কারণ ওই বাড়ীটা রমেনের ভাগে পড়েছে।

মহেশ। তবু Sir আপনি যদি এক কলম লিখে দিতেন—

শ্যাম। তাহলে তার স্বাধীন সিদ্ধান্তে আমি বাধা দেব! আমি তা করব না। রমেন এ ব্যাপারে যা বিচার করবে—আমি তা বিনা দ্বিধায় মেনে নেব।

মহেশ। কিন্তু—

শ্যাম। অনর্থক এখানে সময় নষ্ট করবেন না। আমি আপনাকে ভাল

কথাই বলছি! আপনি রমেনের কাছে চলে যান, গিয়ে সব ঠিক করে আসুন!

[শ্যামলালবাবু ভেতরে চলে গেলেন। মহেশ বোকার মত এদিক ওদিক চেয়ে চলতে সুরু করলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মাইকা মাইন্‌সে রমেনের অফিস। রমেন দাঁড়িয়ে আছে। দামী সুট পরনে। চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। বেয়ারা প্রবেশ করে চিঠির বাণ্ডিল দিয়ে প্রস্থান করল। রমেন চিঠি দেখতে লাগল। তারপর কলিং বেল বাজালো]

[বেয়ারা প্রবেশ করল]

রমা। অজিতবাবু।

[বেয়ারা প্রস্থান করল। একটু পরে অজিত প্রবেশ করল]

এই যে—! কলকাতার ঠিকানায় মিস্ মানবী চৌধুরীর নামে কয়েকখানা চিঠি তোমায় দিয়েছিলাম post করতে, সেগুলো ঠিক মত post করেছ কি ?

অজিত। হ্যাঁ স্যার—।

রমা। সবগুলো post করেছিলে ? ঠিক মনে করে ছাখো।

অজিত। মনে করবার কি আছে স্যার! আমি নিজে গিয়ে post officeএ সেগুলো post করে এসেছি। আপনার চিঠি স্যার—

রমা। তবে তার জবাব আসছে না কেন ? কেন জবাব আসছে না ?

অজিত। তাতো বলতে পারি না স্যার।

রমা। বলতে পারো না ? আমি আজ মিস্ চৌধুরীর নামে চিঠি

দিয়ে কলকাতায় লোক পাঠিয়েছি। যদি খবর পাই যে, আগের চিঠির একখানাও তিনি পান নি, তাহলে জেনে রাখ এখানে চাকরি করা তোমার আর চলবে না ; এবং আমি নয়, পুলিশ তোমার অপরাধের বিচার করবে।

অজিত। স্যার আমার কোন দোষ নেই, আমি দিব্যি করে বলতে পারি—

রমা। Shut up।

অজিত। আমি দিব্যি করছি স্যার—

রমা। Get out!

[অজিত দ্রুত প্রস্থান করল।

[রমা চেয়ারে বসল—কার্ড নিয়ে বেয়ারা ঢুকল]

রমা। (কার্ড পড়িয়া) মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কে মহেশ? তোরা কি আমায় একটু একলা থাকতে দিবি নে? কি চান ইনি?

বেয়ারা। বললেন কলকাতা থেকে আসছেন। খুব জরুরী দরকার।

রমা। আসতে বল্।

[বেয়ারার প্রস্থান। রমা খাম ছিঁড়ে চিঠি দেখতে লাগল। মহেশের প্রবেশ।]

মহেশ। নমস্কার স্যার!

রমা। (না চেয়ে) নমস্কার। বসুন।

মহেশ। আমি আপনার কাছে এসেছি। কলকাতায় শ্যামলালবাবুর কাছে গিয়েছিলাম! তিনি বললেন, এসব ব্যাপার deal করেন আপনি। তাই আপনার কাছে আসতে হ'ল।

রমা। ব্যাপারটা কি?

মহেশ। ব্যাপারটা হচ্ছে, আমার বাড়ীটা আপনাদের কাছে মর্টগেজ আছে। তার শেষদিন সামনের বুধবার। আমি আজ পনের দিন থেকে

শ্যামলালবাবুর সঙ্গে দেখা করার বৃথা চেষ্টা করে গতকাল দেখা পেয়েছি···

রমা। আপনার বক্তব্যটা কি ?

মহেশ। বক্তব্যটা হচ্ছে আমি আগামী বুধবারের মধ্যে টাকা কিছুতেই দিতে পারব না স্যার। আমাকে আরো ছ'মাস সময় দিতে হবে।

রমা। আরো ছ'মাস ? কেন, টাকা নেই আপনার ?

মহেশ। আজ্ঞে না।

রমা। মেয়ের জন্মতিথি উৎসবে তাহলে পোলাও মাংস খাওয়ালেন কি করে ?

মহেশ। (অবাক হয়ে) সে সময় মনে করুন—

রমা। মনে করছি বৈ কি। যে লোক মেয়ের জন্মতিথিতে ম্যারাপ বেঁধে, নহবৎ বসিয়ে, পাঁচশ' লোক খাওয়ায়,—সে দেনার টাকা দিতে পারছে না—এ শুনলে লোকে হাসবে যে মহেশবাবু।

মহেশ। তখন কিছু টাকা পেয়েছিলাম তাই—

রমা। এখনও কিছু টাকা যোগাড় করে বাড়ীটা খালাস করে নিন। মেজাজি মানুষ আপনি, টাকাটা ফেলে দিন।

মহেশ। কিন্তু বুধবার কি করে—

রমা। বুধবারই তো last date।

মহেশ। না স্যার, আমাকে আরো কিছু সময় দিতে হবে।

রমা। সময় এর আগেই পার হয়ে গেছে মহেশবাবু। ডিক্রির পর এই সময়টুকু আপনিই চেয়ে নিয়েছিলেন। তারও শেষদিন সামনে। টাকা দিতে না পারেন, বাড়ী ছেড়ে দেবেন।

মহেশ। এই বৃদ্ধ বয়সে বাস্তু-ভিটে ছেড়ে আমি কোথায় যাব স্যার, আর খাবোই বা কী—সেটা চিন্তা করে দেখুন।

রমা। কেন চিন্তা করব ? যেদিন আপনার মেয়ের জন্মতিথিতে তিনটি

ছেলে বিনা নিমন্ত্রণে ক্ষিদের জালায় গিয়ে খেতে বসেছিল, যাদের আপনি নির্মমভাবে মেরে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছিলেন, তারা কোথায় যাবে, খাবে কি, একথা কি আপনি সেদিন ভেবেছিলেন?

মহেশ। কি আশ্চর্য! সে তো অনেক পুরোনো কথা। আপনি কি করে—!

রমা। তাই হয় মহেশবাবু। প্রকৃতি এমনি করেই প্রতিশোধ নেয়। সেদিন সিঁড়ি থেকে লাথি মেরে যাকে ফেলে দিয়েছিলেন, কে জানতো কপালের সেই কাটা দাগ নিয়ে আজ সে-ই আপনার বিচার করতে বসবে।

মহেশ। আপনি সে-ই—?

রমা। হ্যাঁ, আমিই সেই। সময় আর আপনাকে দেব না। টাকা আপনি বুধবারেই দেবেন, না হয় আমরা আপনাকে বার করে দেবো। আমি ওটাকে গরীব বেকার ছেলেদের আশ্রম করব, যাতে তারা সেইখানেই থেকে কাজ শিখে দু'বেলা দুমুঠো খেতে পায়। ক্ষিদের জালায় আপনাদের মত লোকের দ্বারস্থ হয়ে যাতে আর অপমানিত না হয়।

মহেশ। আমি ক্ষমা চাইছি স্যার। আপনি আমায় দয়া করুন।

রমা। দয়া! আপনাকে? হাতজোড় করে কোন লাভ নেই মহেশবাবু। যান। নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই। [ঘণ্টা বাজল]

[বেয়ারা প্রবেশ করল। রমা মহেশবাবুকে বাইরে নিয়ে যাবার ইঙ্গিত ক'রে টেলিফোনের রিসিভার তুলে একেবারে মিষ্টি নরম গলায় বললো—হালো! পুট মি টু ট্রাংক এক্স্চেঞ্জ!]

[দৃশ্য ঘুরছে]

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রভার বাড়ীর উঠান। প্রভাত-রৌদ্র এসে পড়েছে উঠোনে। দাওয়া ঝাঁট দিচ্ছিল মানবী। তাকে আরো রোগা দেখাচ্ছে। জগৎবাবু অফিসে বেরুবার জন্যে তৈরি হয়ে আছেন। প্রভা সম্মুখে দাঁড়িয়ে।]

(কথা বলতে বলতে ঢুকল সদা আর গজা।)

প্রভা। আমি বলছিলাম যে আজ না বেরোলে হতো না? এই ব্লাডপ্রেসার নিয়ে মানুষ কি বাইরে বেরোয়?

জগৎ। বেরোয় না জানি। কিন্তু কারা বেরোয় না? যাদের অন্ন আছে, অর্থ আছে, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ ভবিষ্যৎ আছে। কী আছে আমাদের? কিছু নেই। সব জায়গায় একটা বিরাট "নেই" হাঁ করে বসে আছে। আর সেই "হাঁ" সামলাতে গেলে বসে থাকলে চলবে না। কাজ করতে হবে। ছেলে কাজ করতে করতে অদৃশ্য হয়েছে—মানু কাজ খুঁজতে বেরিয়েছে মরবে বলে।—এখন আমি যদি ওর সঙ্গে না বেরোই তাহলে মিছিলটা জমবে কেন?

প্রভা। না, আমি বলছিলাম—

জগৎ। কেবল তোমরাই যদি বলবে, তাহলে আমার বলাটা শুনবে কখন? তোমাদের কথা তো এ যাবৎ শুনেছি। কিন্তু আজ ভাবতে হচ্ছে কেন? কার রোজগেরে ছেলে বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়! কার তরুণী নাতনী লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে সংসারের ভাবনা ভেবে পথে বেরোয়! বলো!

সদা। আমরা বলছিলাম কি দাদু, যে আমরা তো এখন কিছু কিছু আনছি—

জগৎ। তোমরা আনছো সে তোমাদের টাকা! আমরা তার ভাগ

নিতে যাবো কেন ভাই? তোমাদের কাছ থেকে ন্যায্য পাওনা যেটুকু আছে সেটুকু যে দয়া করে দিচ্ছো—এই খুব! বেশী উপকার করার দরকার নেই। ঋণ বাড়িয়ে লাভ কি?

মানবী। বেশ তো দাদু ঋণ বাড়িয়ো না। ওরা ভালবেসে সাহায্য করতে চাইছে—আমরা নাইবা নিলাম সে সাহায্য—। তুমি খেয়ে বেরোবে তো দাদু?

জগৎ। না ভাই! শরীরটা খারাপ হয়ে আছে। শুধু পেন্‌সনের টাকাটার জন্যেই—(পা বাড়ালেন, মানবীও ভিতরে গেল)

প্রভা। ভাত না খান—যা হোক কিছু মুখে দিয়ে যান!

জগৎ। না-না! কিছুই খাবো না! কেন খাবার জন্যে এমন পীড়াপীড়ি করছো বৌমা!

[প্রভা পিছনে গেল। জগৎবাবু বেরিয়ে গেলেন]

গজা। ওঃ আর সহ্য হয় না সদা! এইসব দেখি আর রমার কথা মনে হয়! ভাবি, পৃথিবী থেকে নুন খাওয়াটা তুলে দেওয়া দরকার। আর দরকার নেই নুনের। নুন খেলেই কি বেইমানি করতে হবে রে?

সদা। ইতিহাসের শিক্ষা! উপায় নেই! সত্যি, রমার এ ব্যাপারটা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

গজা। ভাবা যায় না বলেই ভাবতে পারিনি।

সদা। কি করে ভাবা যায় বল! আমাদের সেই রমা। সে কিনা শেষকালে—না না। সেখানে আমার দুঃখ নয় গজা। তুই সুখী হ', বড়লোক হ'—গাড়ি চড়ে বেড়া—তাতে আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু বড়লোক হয়েছিস বলে—আমাদের খবর নিবি না তুই?

গজা। সময় নেই!

সদা। জুতো মারি অমন সময় না থাকার মুখে!

[মানবীর প্রবেশ]

মানবী। কি হলো তোমাদের ? এত মেজাজ গরম কেন ?

সদা। এই আমাদের পরম মিত্র বিভীষণ রমেনবাবুর কথা হচ্ছে !

মানবী। ও !

গজা। তুই শুধু "ও" বলেই চুপ করে যাবি দিদি। বলবিনা কিছু ?

সদা। চুপ করে থাকিস নি ভাই, অন্ততঃ প্রাণ খুলে একটা অভিসম্পাত দে তাকে।

মানবী। মানুষ আশীর্বাদ করে আর অভিসম্পাত দেয় আপন জনকে ! সে আমাদের কে—যে তাকে অভিসম্পাত দেব ? যে মানুষ আট মাস অবলীলাক্রমে আমাদের ভুলে থাকতে পারে, তাকে মনে রাখায় কোন পুণ্য নেই স্বদেশদা !

সদা। ঠিক বলেছিস দিদি। সুন্দর বলেছিস। তাকে মনে রাখায় কোন পুণ্য নেই। বরং বেইমানকে মনে রাখলে পাপ হয়।

মানবী। যাকগে। শোন, তোমরা তো আজ ১১টায় বেরোবে ? ভাত রান্না করা রইল, মাকে বললেই উনি বেড়ে দেবেন।

সদা। আমরা এখুনি বেরোচ্ছি। দুপুরে এসে খাবো ! কিন্তু তুই খেয়ে যাচ্ছিস তো ?

মানবী। না।

গজা। বাঃ। কাল মাসীমা বলছিলেন, তুই নাকি প্রত্যেকদিন এইভাবে না খেয়ে খেয়ে কাজে বেরোচ্ছিস। দুপুরে তো কোনদিনই বাড়ী আসিস না।

সদা। হঠাৎ আজ কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছি—তোর চেহারাটা একদম pale হয়ে গেছে ! ব্যাপার কি রে ?

মানবী। কি করে বলবো ?

সদা। এভাবে বাঁচবি কদ্দিন ?

মানবী। বাঁচতেই যে হবে, এমন কথা কি আমি দিয়েছি?

সদা। মান্থ, এগুলো বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ভাই। আমি লোক ভাল তো খুব ভাল! কিন্তু তুই যদি এভাবে আমাদের জব্দ করবি ভেবে থাকিস,—তাহ'লে ভুল করেছিস? কাল মাসীমা কাঁদছিলেন এই নিয়ে।

মানবী। শুধু এ নিয়ে কেন? যে কোন ঘটনা নিয়েই তিনি কাঁদতে পারতেন।

সদা। খালি তক্কো আর তক্কো! তুই খেয়ে যাবি কিনা?

মানবী। না গেলে?

সদা। না গেলে ভালো হবে না!

মানবী। মারবে আমাকে?

সদা। দরকার হলে মারতেই হবে!

মানবী। ইস্—!

সদা। ইস্ নয় দেখবি? আমি পারি কিনা? (রাগতঃ ভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মানবীর দিকে। দেখতে দেখতে তার কণ্ঠস্বর নরম হয়ে এল) শোন্ বোন, রমার সঙ্গে তোর প্রতিশ্রুতি কী আর কতখানি আমি তা জানি না! কিন্তু আমি বলছি, বেইমানটা যদি মানুষ হয়, যদি ভদ্রসন্তান বলে কোন অহঙ্কার ওর থাকে,—তবে আজ হোক—কাল হোক—ফিরে ওকে আসতেই হবে। সে দিনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাক, এভাবে নিজেকে ক্ষয় করিস্‌নি। দুঃখের কথা বলছিস মানু? মানুষের দুঃখের কথা তুই কতটুকু জানিস্? আমার আর গজার দুঃখের কথা শুনলে তুই তো পাগল হয়ে যাবি! রেঙ্গুন কলেজে পড়তাম আমরা দুই বন্ধু। ছাত্র জীবনের কত রঙীন স্বপ্ন। আমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে অল্প টাকায় ছোট ছোট বাড়ী তৈরী করে গরীব দুঃখীদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে দেব। আর

গজা ডাক্তার হয়ে বিনা পয়সায় শুধু গরীবদেরই চিকিৎসা করবে। ষ্টেট্ করবে আমাদের সাহায্য। কোথায় গেল সে সব স্বপ্ন ?

[এই অবধি বলে সদা যেন একটু দম নিল। গজা বসেছিল দাওয়ায়। সে নিজের অজান্তে উঠে এসে বন্ধুর পাশে দাঁড়াল। সামনে দৃষ্টি, যেন অতীতকে দেখতে পাচ্ছে]

যুদ্ধ লাগল। জাপানীদের বোমা পড়তে লাগল। একদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখি জায়গাটা আর চেনা যায় না। বোমায় দুটো বাড়ী ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে আছে। শুনলাম তারই তলায় চাপা পড়ে আছে আমাদের বাবা, মা, পিসীমা, ভাই, ছোট একটা বোন। সেইখানেই বসে পড়লাম। ওরা যদি আবার ফিরে আসে—যদি আবার বোমা ফেলে—যদি মরতে পারি ! তারা ফিরে এলো—বোমাও ফেলল ; কিন্তু আমরা মরলাম না। কি জানি সেদিন মরলে বোধ হয় পৃথিবীর বোঝা কিছু কমতো—

[হা হা ক'রে ছেলে মানুষের মত কেঁদে উঠলো। সবাই চুপ। নেপথ্যে কে যেন বললো]

নেপথ্যে স্থধাংশু। ভেতরে আসতে পারি ?

গজা। কে ? আস্থন ! (স্থধাংশুর প্রবেশ)

গজা। কাকে চাই ?

স্থধাংশু। মানবী দেবী আছেন এ বাড়ীতে ?

মানবী। আমি মানবী ! বলুন !

স্থধাংশু। আমি মাতঙ্গী মাইকা মাইনস্ থেকে আসছি—আমাদের জেনারেল ম্যানেজার রমেন রায়ের কাছ থেকে। তিনি আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছেন ! (চিঠি দিল)

গজা। রমা চিঠি দিয়েছে ? দেবেই। আমি আগেই বলেছি এ হতে পারে না ! রমা আমাদের খোঁজ না নিয়ে থাকতে পারে ?

[দরজার কাছে গিয়ে চীৎকার করে]

মাসীমা! শিগ্গীর আসুন। রমা চিঠি দিয়েছে। মানু ছাখ্তো শূয়ারটা কি লিখেছে?

সুধাংশু। দয়া করে চিঠিখানা পড়ে আমাকে একটা উত্তর লিখে দিন। হুজুর বলেছেন জবাব নিয়ে যেতে।

সদা। চিঠিটা পড়্ মানু।

[মানবী একবার সুধাংশুর দিকে চাইল—তারপর সদা ও গজার দিকে দেখে চড়চড় করে চিঠিখানা ছিঁড়ে উঠোনে ফেলে দিল।]

মানবী। পেয়েছেন তো আমার জবাব? যান।

[কথাটা বলে মানবী ঘরে ঢুকে গেল। সুধাংশু হতভম্বের মত চুপ করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। সদা ও গজা সুধাংশুর পেছনে চলে গেল।]

[একটু পরেই মানবী আবার দালানে এলো। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তার। জানু পেতে বসে ছিন্ন টুকরোগুলো জোড়া দেবার চেষ্টা করতে লাগল। মিলাতে না পেরে ছড়িয়ে ফেলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কানে বাজতে লাগলো অনেক দিন আগে রমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি।]

মাইক। যাবার আগে এই কথাটুকু আমাকে দাও মানু, যে—ফিরতে যত দেরিই হোক না কেন, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

মানবী। (কাঁদতে কাঁদতে) অপেক্ষা করবো।

মাইক। তিন সত্যি করো মানু!

মানবী। অপেক্ষা করবো—অপেক্ষা করবো—অপেক্ষা করবো।

[মঞ্চ অন্ধকার—কয়েক মুহূর্ত পরে সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোক দেখা গেল। মঞ্চের এই গাঢ় অন্ধকারের মাঝে থেকে মানবী

নিঃশব্দে উঠে যাবে। নেপথ্য সংগীতে পুরবীর আলাপ। অন্ধকার উজ্জ্বল হতেই দেখা গেল, প্রভা তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। ধনা স্যাকরা প্রবেশ করল।]

ধনা। আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন মা ?

প্রভা। হ্যাঁ বাবা! একটু দাঁড়াও।

[প্রভা ভিতরে গেলেন, বাবুয়া খেলে বাড়ী ফিরলো]

বাবুয়া। কি ধনাদা ?

ধনা। এই একবার মার কাছে এসেছি ভাই!

বাবুয়া। দেখা হয়েছে মার সঙ্গে ?

ধনা। হ্যাঁ! তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

বাবুয়া। ফুটবল ম্যাচ খেলতে! আমাদের ইস্কুলের সঙ্গে আজ বেলগেছে ইস্কুলের ম্যাচ ছিল যে। দু গোলে জিতেছি আমরা।

ধনা। জিতেছো ? তাহলে মিষ্টি খাওয়াও। (প্রভার প্রবেশ)

বাবুয়া। মা, ধনাদাকে মিষ্টি খেতে দাও!

প্রভা। কেন রে ?

বাবুয়া। বাঃ! আজ আমরা জিতেছি যে!

প্রভা। আচ্ছা! তাহ'লে তোর ধনাদার মিষ্টি পাওয়া রইল। যা এখন তুই, মুখ হাত ধুয়ে পড়তে বোস গে!

বাবুয়া। আচ্ছা! (দরজা অবধি গিয়ে ফিরে এল) ধনাদা, তুমি যে বলেছিলে, আমায় একটা আংটি গড়িয়ে দেবে।

প্রভা। হ্যাঁ। দেবে—দেবে। যা এখন তুই।

[বাবুয়া ভিতরে চলে গেল। প্রভা ধনার সামনে এসে দাঁড়াল]

প্রভা। ধনঞ্জয়! আমাদের সব কথাই তুমি জানো। অনেক দুঃখ কষ্টে, অনেক আপদে বিপদে, তুমি আমাদের রক্ষে করেছ।

ধনা। সে কি কথা মা? আপনি জিনিস রেখে টাকা নিয়েছেন, তার মধ্যে রক্ষে করার কথা আসে না মা! বলুন, কি করতে হবে?

প্রভা। এটা বিক্রি করে যা হয়, আমাকে আজ রাত্রেই এনে দাও বাবা!

ধনা। একি! এ যে বাবুর আংটি! এ তো আমিই গড়িয়ে দিয়েছিলাম!

প্রভা। হ্যাঁ বাবা!

ধনা। এই ভর সন্ধ্যেবেলায় ঘর থেকে এই জিনিস বার করে দেবেন মা? তাছাড়া আজ লক্ষ্মীবার।

প্রভা। লক্ষ্মী যে ঘর থেকে বার হয়ে গেছেন বাবা, তাদের আবার লক্ষ্মীবার কি? আর বার-অবারের হিসেব পেট তো শুনবে না বাবা।

ধনা। হুকুম করেছেন যখন, নিচ্ছি! এক এক করে গায়ে যেটুকু ছিল, সবই যে গেল মা! শেষে বাবুর আংটিটাও—

প্রভা। উপায় নেই বাবা,—আর কোন উপায় নেই। কত দুঃখে যে ও জিনিস দিচ্ছি, তা ভগবানই জানেন। ভগবানকে জানাও বাবা আমার মান্থ বাবুয়া যেন বেঁচে থাকে! ওরা যেন বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এই ডুবন্ত সংসারটাকে আবার ভাসিয়ে তুলতে পারে। কি হবে আমার সোনা দিয়ে বাবা?

ধনা। আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি মা। ঘণ্টাখানেক পরে আমি এসে টাকা দিয়ে যাব।

[ধনা চলে গেল।

প্রভা। আচ্ছা!

[প্রভা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে দাওয়ায় উঠে যাবেন—
বাইরে থেকে সদা ও গজা প্রবেশ করল। সদার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা]

সদা। মাসীমা—

প্রভা। তোমাদের ফিরতে আজ দেরি যে? ওকি! তোমার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন?

সদা। ও কিচ্ছু না মাসীমা! এই নিন। আজ আমরা রোজগার করে এনেছি। আমার এক টাকা, গজার বারো আনা!

প্রভা। চাকরি হয়েছে বুঝি?

গজা। হ্যাঁ! সে একরকম চাকরিই বটে। সদা নিজের দোষে হাতটা ভাঙলে। একটা বেডিং, দুটো স্যুটকেশ, দুটো ট্রাঙ্ক। বললাম এতবড় মোট তুই একা বইতে পারবি না, আমায় দে। না, আমি পারব। ব্যস্। ট্যাক্সীর কাছে গিয়ে বাবু খেলেন হোঁচট। হাতটা ভেঙ্গে গেল।

সদা। না মাসীমা, কিছু হয়নি আমার। ডাক্তারখানা থেকে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে, আর কী? মোট বওয়া বেশ ভাল কাজ মাসীমা। মুশকিল হচ্ছে, সবাই বলে তোমরা ভদ্দরলোকের ছেলে, তোমরা মোট বইবে কি? কি করবো? খবরের কাগজও তো বিক্রি করতে গিয়েছিলাম। সেখানে টাকা আগে deposit দিতে হয়। টাকা পাবো কোথায় বলুন? ওটা হলো না। সব চাইতে ভাল খবর হচ্ছে এ চাকরির ছাঁটাই নেই। দশটায় নাকে-মুখে গুঁজে ছুটতেও হবে না, বলির পাঁঠার মতো গজরাতেও হবে না। এ বাবা স্বাধীন ব্যবসা। মেজাজ হ'ল—গেলাম। না হ'ল বাড়ীতে বসে লুডো খেললাম। যাই হোক, তবু তো দুজনে এক টাকা বারো আনা রোজ আনতে পারব।—মাসীমা কী হয়েছে? অমন করে চেয়ে আছেন কেন? মাসীমা? মাসীমা—

> [প্রভা এতক্ষণ একদৃষ্টে ওদের মুখের দিকে চেয়েছিলেন। এইবার হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো শব্দ করে কেঁদে উঠলেন…।]

Light off

চতুর্থ দৃশ্য

হাসপাতালের চেম্বার

[মানবী শুয়ে আছে হাই টেবিলে। কাছে একজন নার্স ও একজন সহকারী ডাক্তার দাঁড়িয়ে। রক্ত নেওয়ার সমস্ত সরঞ্জাম। রক্ত নেওয়া হচ্ছে। নিথর হয়ে পড়ে আছে মানবী]

নার্স। আপনি আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন, অন্ততঃ মিনিট পনেরো!

সহঃ ডাক্তার। হ্যাঁ! আপনার শরীর কিন্তু মোটেই ভাল নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে আপনার রক্ত দেওয়াটাই উচিৎ হয়নি।

নার্স। হেল্‌থ একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের খারাপ।

[ডাঃ সেনের প্রবেশ]

ডাঃ সেন। বাইরে কি ব্যাপার বলতো হে? রক্ত দেবার জন্যে লোকজন যে সব কিউ দিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি।

নার্স। হ্যাঁ স্যার! দাম দেওয়া হবে এটা জানবার পর থেকেই যেন হুহু করে ক্যাণ্ডিডেটের সংখ্যা বেড়ে গেছে। অবিশ্যি যারা আসছে বেশ গরীব তারা।

ডাঃ সেন। গরীব না হলে কি কেউ রক্ত দিতে আসে মিস্? দেখি মা তোমার হাতখানা। পালসটা দেখি? তুমি যে রকম রুগ্ন, তাতে রক্ত দেওয়াই তোমার পক্ষে...দেখি,—দেখি মুখটা ঘোরাও তো! তোমাকে যেন এর আগে আমি কোথায়—। কি নাম তোমার?

মানবী। মীরা চৌ—

ডাঃ সেন। এই মাসেই তুমি অন্য নামে রক্ত দিয়ে গেছ?

[মানবী চুপচাপ]

বলো, তোমার কোন ভয় নেই। অন্য নামে রক্ত দিয়েছো?

মানবী। হ্যাঁ স্যার!

ডাঃ সেন। কি নামে?

মানবী। মানবী—

ডাঃ সেন। Right! কি আশ্চর্য! আমাদের আইনে আছে, একবার রক্ত দিয়ে গেলে তিন মাসের মধ্যে—তার আর রক্ত নেওয়া হবে না। শুধু তাই নয়, কারুর দেওয়াও উচিত নয়। কারণ যে পরিমাণ রক্ত কয়েকটা টাকার বদলে দিতে হয়, সে পরিমাণ রক্ত দেহে সঞ্চয় করতে সময় লাগে। এত সাহস তোমার কোত্থেকে হল?

মানবী। সাহস নয় ডাক্তারবাবু—প্রয়োজন। আমাদের সংসারের অবস্থা জানেন না। জানলে আমি যদি রোজও রক্ত দিতাম, তা হলেও আমাকে আপনি কিছু বলতে পারতেন না। আমি নিশ্চয় জানি আপনারও দয়া হতো তাহলে।

ডাঃ সেন। দয়ার প্রশ্ন নয় মা—এটা স্বাস্থ্যের প্রশ্ন। একমাসে দুবার রক্ত দিয়ে যে সংসারের তুমি ভাল করবার স্বপ্ন দেখছ মা, ভালোর বদলে হয়তো তুমি তার মন্দই করে বসবে।

মানবী। না—না, মন্দ করলে চলবে না ডাক্তারবাবু। আমার বাবা আজ ছ' বছর ধরে নিরুদ্দেশ। বুড়ো দাদু—এই বাষট্টী বছর বয়সে অসুস্থ শরীরে আমাদের বাঁচাবার জন্যে চাকরি খুঁজছেন। পঁচাত্তর টাকা তাঁর পেন্‌সন্। পঁয়তাল্লিশ টাকা বাড়ী ভাড়া, ছোট ভাইটি স্কুলে পড়ে—তার মাইনে। আমি আই-এ অবধি পড়েছি—কিন্তু কোথাও একটা চাকরি পাইনি। আমার মা, ভাই উপোস করবে আর আমি বসে বসে দেখবো? তা কি হয় ডাক্তারবাবু, তা কি হয়? [উত্তেজনায় মূর্ছিত হয়ে গেল]

ডাঃ সেন। নার্স—দ্যাখো—দ্যাখো—কোরামন। কুইক্।

[আলো নিভে গেল]

পঞ্চম দৃশ্য

মানবীদের বাড়ীর দাওয়া

[সদা ও গজার সহিত প্রভা কথা কহিতেছিলেন]

প্রভা। আমি আর পারছি না বাবা। আমার মনে হচ্ছে আমারও বোধ হয় বাবার মতো মাথার গোলমাল দেখা দেবে।

গজা। দাদু কেমন আছেন?

প্রভা। ওর আর থাকাথাকি কী? এই বয়সে এতখানি ভাবনা ভাবতে গেলে যা হয় তাই হয়েছে।

গজা। চেঁচামেচি করছেন না তো?

প্রভা। করছেন না আবার? ক'দিন থেকে কেবলই হারানো ছেলের কথা বলছেন। কি যে হবে, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

সদা। আপনি কিছু ভাববেন না মাসীমা। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তো যাহোক কিছু আনছি এখন।

প্রভা। কিন্তু তোমাদের চেহারাও যে খুব খারাপ হয়েছে। ও কুলীগিরি তোমাদের দিয়ে হবে না বাপু। একটা চাকরির চেষ্টা কর।

সদা। হ্যাঁ। এবার তাই করবো। মানু কি আজও না খেয়ে বেরিয়ে গেছে মাসীমা?

প্রভা। খেয়েছে। তবে সে না খাওয়াই। চেহারার দিকে আর চাওয়া যাচ্ছে ন'। কী যে করছে—কি করে যে টাকা আনছে ওই মেয়ে, ভেবে আমি কাঁটা হ'য়ে যাচ্ছি বাবা।

সদা। আচ্ছা, ও এরকম করছে কেন?

প্রভা। ওর ধারণা ও পেট ভরে খেলে হয়তো আমাদের খাবার কম পড়বে।

গজা। কিন্তু এতে কোন লাভ আছে কি মাসীমা?

প্রভা। তোমরা কি বুঝবে বাবা। মেয়েরা যে কি দিয়ে কি করে,

তা একমাত্র মেয়েরাই জানে। তোমরা তা বুঝতে পারবে না। তবে আমার মনে হয় একটা আঘাত লেগেছে বলেই—

গজা। হ্যাঁ, তা লেগেছে।

সদা। ওই রাস্কেলটা যদি—

প্রভা। তাকে শুধু শুধু গালাগাল দিয়ে কি হবে বাবা? যা ঘটেছে, তা ঘটবে বলেই অপেক্ষা করে ছিলো! তা ঘটতোই। আজ হোক কাল হোক তা ঘটতোই।

সদা। আমার এক একবার কি ইচ্ছে করে জানেন মাসীমা? ইচ্ছে করে ইডিয়েটটার কান ধরে টেনে নিয়ে এসে দেখাই—যে ছাখ্ তুই কি করেছিস। এই যদি তোর মনে ছিল—তবে ওকে কথা দিলি কেন? কেন ওভাবে অভিনয় করে গেলি মান্থর সঙ্গে?

[প্রভাবতী চুপ করে রইলেন, কিছুক্ষণ পরে চোখ তুললেন যখন—তখন সেখানে জল চক্‌চক্ করছে।]

প্রভা। এ ভাবে ঠকা ওদের বংশের রীতি। ওর বাবাও এক বন্ধুকে অফিসের ক্যাশ থেকে টাকা এনে দিয়েছিলেন। বিপদ কেটে যাবার পর সে সব জিনিসটাই অস্বীকার করলে। একে অভাব অনটন। সংসার কি করে চলে সেই ভাবনা—আর এদিকে মান ইজ্জত খুইয়ে জেলে যাবার ভয়। খেতেন না, শুতেন না। দিনরাত এই দাওয়ায় বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন। একদিন সকালে উঠে দেখি কোথায় চলে গেছেন। সে আজ ছ'বছর আগের কথা।

(আঁচলে চোখ মুছলেন)

গজা। মাসীমা—!

প্রভা। ও আমি জানি। মান্থও যে ঠকবে, তা আমি জানতাম! তাই আমি চমকাইনি। এখন ওর বরাতে যে কি আছে কে জানে—

[উদ্‌ভ্রান্তের মত জগতের প্রবেশ]

জগৎ। মনীশ। মনীশ—।

প্রভা। কি হয়েছে বাবা ?

জগৎ। মনীশ এসেছে—

প্রভা। আপনি স্বপ্ন দেখেছেন বাবা।

জগৎ। না-না। স্বপ্ন কেন দেখবো ? এই তো সে আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো। বড্ড রোগা হয়ে গেছে মনীশ। ওঃ। আজ আমি নিশ্চিন্ত। কতদিন, কতরাত্রি জেগে জেগে ভেবেছি তার কথা। তুমি আর অমন করে দাঁড়িয়ে থেকো না মা, উনুনে আগুন দিয়ে যাহোক কিছু তৈরী করে দাও। মুখ দেখে মনে হলো, খুব ক্ষিদে পেয়েছে তার। ক্ষুধার্ত হয়ে ফিরে এসেছে মনীশ। [প্রভা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল]

একি তুমি কাঁদছো কেন মা ?

প্রভা। আপনি কার কথা বলছেন বাবা ? তিনি ফিরে আসেন নি। আপনি স্বপ্ন দেখছেন।

জগৎ। স্বপ্ন ? না না—আমি যে নিজের চোখে দেখলাম—

[সকলে নীরব। সকলের মুখের দিকে চেয়ে—]

ও। স্বপ্ন দেখলাম তাহলে ? স্বপ্ন ?

[জগৎবাবু ভিতরে প্রস্থানোদ্যত—সহসা দাওয়ায় ঢাকা দেওয়া ভাতের প্রতি দৃষ্টি পড়লো]

ও ভাত ঢাকা কার ?

প্রভা। মান্থর।

জগৎ। আমাদের পেটে ভাত দেবার জন্যে এতবেলা পর্যন্ত তার পেটেই ভাত নেই।

সদা। দাদু। শরীর খারাপ বলে সকাল থেকে আপনিও তো কিছু খাননি,—এবার আপনি কিছু খান।

জগৎ। ওই এক কথা, খাও, খাও। ক্ষুধা—বিরাট ক্ষুধা হাঁ করে আছে এই সংসারে। এই ক্ষুধা মনীশকে খেয়েছে, আমাকে পঙ্গু করেছে—এবার মানুষকে খেয়ে সেই ক্ষুধা মিটবে। তার আর দেরি নেই। আমি বলছি তার আর দেরি নেই। অনাহারে অনিদ্রায়—

প্রভা। বেশী কথা বলবেন না বাবা। আপনি যে অসুস্থ।

জগৎ। চুপ করো। অনাহারে, অনিদ্রায়, চিন্তায় আর চোখের জলে রোস্টেড হয়ে মানবীও তোমাদের পাতে এলো বোলে। She will be a very palatable food. তাই না?

[বলতে বলতে ভিতরে চলে গেলেন। গজা সঙ্গে গেল। প্রভা চোখের জল মুছল] [নেপথ্যে কে ডাকলো]

নেপথ্য কণ্ঠ। বাড়ীতে কে আছেন?

সদা। কে?

নেপথ্য কণ্ঠ। আজ্ঞে, আমরা একটু ভেতরে যাব।

[হাসপাতালের সহঃ ডাক্তার ও একজন লোক ধরে নিয়ে এসে মানবীকে দাওয়ায় বসিয়ে দিলে। থাম হেলান দিয়ে বসল মানবী—শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল]

সদা। কি হয়েছে?

সহঃ ডাক্তার। উনি হাসপাতালে রক্ত বিক্রি করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, তাই—

প্রভা। সে কি! রক্ত বিক্রি করতে গিয়েছিলো?

সহঃ ডাক্তার। আজ্ঞে হ্যাঁ, এর আগেও একবার ভিন্ন নামে উনি রক্ত দিয়ে এসেছেন, আজ আবার দিতে গিয়েই—। এখন অনেকটা সুস্থ আছেন।

[প্রভা মানবীর কাছে গিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে দেখলো, ধুলো ঘাম

লেগে আছে। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিলেন। সহঃ ডাক্তার ও আর সকলে চলে গেল]

প্রভা। হতভাগী, কে তোকে বলেছিলো রক্ত বিক্রি ক'রে আমাদের পেট ভরাতে? বল্? জবাব দে!

মানবী। মা!

প্রভা। যাঃ! আমায় মা বলে ডাকতে হবে না। শত্রু কোথাকার! তোর বাপ ওই করে পালিয়ে গেছে। আবার তুইও তাই করতে চাস? তোরা সবাই মিলে এই শত্রুতা করবি—আর আমি বসে বসে তাই দেখবো আর সহ্য করব ভেবেছিস?

সদা। মানু, চল্ ভাই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়্!

মানবী। আমি নিজেই যেতে পারবো। তুমি মাকে দেখ স্বদেশদা!

সদা। মাকে দেখতে হবে না! তুই আয় আমার সঙ্গে।

[মানবীকে ধরে ঘরে নিয়ে গেল—আবার বাইরে এল]

আমি চট্ করে একটা ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি। গজা, তুই গিয়ে একবার মানুর কাছে বোস!

[গজা ভেতরে গেল—সদা বাইরে চলে গেল। প্রভাবতী স্থানুর মত দাঁড়িয়েছিলেন। এইবার তিনি এক পা এক পা করে তুলসীমঞ্চের কাছে এসে বসে পড়ে হাতজোড় করলেন]

প্রভা। এই বিচার হলো? শেষকালে এই বিচার করলে? রোজ সন্ধ্যায় প্রদীপ দিয়ে ওদের মঙ্গল কামনা করি, এই মঙ্গল করলে? স্বামীকে কেড়ে নিয়েছো, শ্বশুরকে পাগল করেছো, মেয়েকে কেড়ে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছো। এবার আমায় বলে দাও—ঐ আট বছরের বাবুয়া ক'বছরের হলে আবার আমাকে তোমার মনে পড়বে? তোমায় বলতেই হবে। বলো—বলো—বলো— [মাথা ঠুকতে লাগলেন]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[শ্যামলালবাবুর ড্রইং রুম। অনসূয়া বসে আছে—নিরালা ঢুকল]

অন। আজ সন্ধ্যের কথা মনে আছে তো নিরুদি?

নিরালা। হ্যাঁ! সেই কথাটা জানতে এলাম। আজই তো তোর আর রমেনবাবুর পাকা দেখার উৎসব?

অন। হ্যাঁ! কিন্তু যে বর বর্বরের মত শ্বশুরের চাকরি করে, তার আবার পাকা দেখা কি?

নিরালা। মানুষটি কেমন?

অন। বাঁদরের মত নয়।

নিরালা। দেখতে?

অন। মেয়েদের মত ফর্সা।

নিরালা। বুদ্ধিতে?

অন। Inferior.

নিরালা। তাহলে ভাল match করবে। স্বামীর বুদ্ধি বেশী হলে স্ত্রী রান্নাঘর থেকে নড়বার chance পায় না! একথা নাকি শাস্ত্রে লেখা আছে। হ্যাঁ রে! তা' আমার কাজটা কি?

অন। তুমি নাচবে। লোকজন আসবে তো! কোথায় গিয়েছিলে নিরুদি? শুনলাম এখানে ছিলে না?

নিরালা। না, দিনকতক এখানে ছিলাম না। যাকগে, হবু-বরের সঙ্গে আজ আলাপ করিয়ে দিবি তো আমার?

অন। খুব ইচ্ছে নেই।

নিরালা। কেন?

অন। তোমার ওই দুটি চোখকে আমি বড্ড ভয় করি নিরুদি। ও দুটি

চোখ দেখে রমেনবাবু কানা যদি না হয়, তালকানা তো হবেই। আর তারপর থেকে যদি সে বেতালে চলতে থাকে—তাহলেই তো গেলাম।

[শ্যামলালের সহিত বিনোদের প্রবেশ]

বিনোদ। রমেন এসে পড়েছে তো?

শ্যাম। হ্যাঁ, সে হাওড়ায় এসেই টেলিফোন করেছে। I am expecting him any moment.

[রমেন প্রবেশ করল]

এসো রমেন, তোমার কথাই হচ্ছিল! ট্রেন তো খুব লেট্ করেছে আজ।

রমেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রায় আধঘণ্টার ওপর।

বিনোদ। আজকের দিনটির জন্যে একদিন আগে এলেই বা কী ক্ষতি হতো রমেন? তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে আজ একটা দিনের মত দিন।

[রমেন চুপ করে রইল। সুধাংশু প্রবেশ করল। শ্যামলালকে নমস্কার করল।]

সুধাংশু। হুজুর! [রমেন সুধাংশুর দিকে তাকালো]

একটা জরুরী কথা ছিল!

রমেন। ও! [রমেন ও সুধাংশু চলে গেল]

[বেয়ারা প্রবেশ করল]

বেয়ারা। বাবু, ও ঘরে চা দেওয়া হয়েছে।

শ্যাম। আচ্ছা, চল বিনোদ, আগে একটু চা খাওয়া যাক।

[বিনোদ ও শ্যামলালের প্রস্থান।

নিরালা। এই অনু শোন্!

অন। কি রমেনের সঙ্গে আলাপ তো? মনে আছে আমার। আমি গিয়ে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি!

নিরালা। না, আর দরকার হবে না। আমি ওই ভদ্রলোককে চিনি।

অন। এঁ্যা! একেও চিনে রেখেছো? তোমার হাত থেকে কি নিস্তার পাবার কোন উপায় নেই গো?

নিরালা। ঠাট্টা রাখ্। এই রমেনবাবুর সঙ্গে তোর বিয়ে! My goodness! ওকে যে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। মানবী চৌধুরী বলে একটি মেয়ের সঙ্গে ওর যে অনেক দিনের প্রেম!

অন। মানবী চৌধুরী!

নিরালা। হ্যাঁ! তার মুখে তো রমাদা ছাড়া বুলি নেই।

অন। বলো কি?

নিরালা। একি কাণ্ড করেছিস? ওর সঙ্গে কী করে পরিচয় হল তোর?

অন। আমার সঙ্গে কেন পরিচয় হবে? বাপীর অফিসে বুঝি চাকরি চাইতে এসেছিলো, আপনজন কেউ নেই শুনে—বাপী ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন। তারপরই আস্তে আস্তে—

নিরালা। একদিনকার একটা ঘটনা তোকে বলি। সেদিন আমার এক বোনের বাড়ী থেকে জন্মতিথির নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরার পথে ওই মানবীদের বাড়ীতে আমি যাই। গিয়ে দেখি যে ওই রমেনবাবু নিচে শুয়ে, কপালে ডেটল দেওয়া তুলো লাগানো;—আর মানবী তার বুকে মাথা রেখে কাঁদছে।

অন। যাঃ, সত্যি?

নিরালা। হ্যাঁরে! এদিকে কলেজেও মানবীর মুখে অন্য কথা নেই। —খালি রমাদা—আর রমাদা! আজ রমাদা এই বললো, কাল রমাদা ওই করলো—হ্যানো, ত্যানো সাত সতেরো।

অন। Scoundrel!

নিরালা। সে কথা একবার, একশোবার। আমার তো মনে হয়

অন্থ,—ও আরো বহু জায়গায় এইভাবে প্রেম করেছে এবং অনেক মেয়েকে মজিয়েছে।

অন। আমি কি রকম helpless feel করছি বুঝতে পারছো? আচ্ছা, বাবার কাছে এসব কথা বলা উচিত ছিল না কি ওর?

নিরালা। কেন বলবে? পুরো রাজত্ব আর রাজকন্যা পাবে। ক্ষতি কি? আজই তো তোদের বিয়ের তারিখ announce করার দিন?

অন। হ্যাঁ! তাইতো বাবা ঠিক করেছেন।

নিরালা। কি সর্বনাশ, কাকাবাবু তো ওর সব কথা জানেন না। রমেনবাবুর কেরিয়ার ভালো নয়! শুধু তাই নয়। আমি মানবীর কাছে শুনেছি ওরা তিনবন্ধু একসঙ্গে থাকতো—তিনটেই ভ্যাগাবণ্ড, থাকতো মানবীদের বাইরের ঘরে—ভাড়া দিতে পারতো না। আরো ব্যাপার আছে শোন,—আমার এক বোনের জন্মতিথিতে গিয়েছিলাম, বললাম না? ঐ বাড়ীতেই সেই উৎসবে বিনা নিমন্ত্রণে তিনটি ছেলে খেতে বসেছিল। তাদের জুতো মারতে মারতে বার করে দেওয়া হয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই তিনটির মধ্যে এই মহাপ্রভু একজন। ওর কপালে কাটা দাগ দেখে আমি চিনতে পেরেছি। এছাড়া আরও আছে। মাইন্‌স থেকে মানবীকে যত প্রেমপত্র লিখছে, তার সবগুলোই আমার কাছে in tact আছে।

অন। এঁ্যা! কি সাংঘাতিক! একটা বুদ্ধি দাও নিরুদি! এই লোফারটাকে বিয়ে করে শেষকালে কি আমি পথে বসবো?

নিরালা। কি বলবো ভাই বল্‌?

[নেপথ্যে শ্যামলালবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

অন। ঐ বাবা আসছেন—বাবাকে সব বলি, কেমন?

নিরালা। নিশ্চয় বলবি। এই নে দরকার হলে এই চিঠিগুলি দেখাবি।

[Vanity bag থেকে চিঠির তাড়া বার করে দিল]

[শ্যামলাল, বিনোদ আর রমেন প্রবেশ করল]

শ্যাম। শোন মা নিরু, আজ তোমাকে একটি সুখবর দেব—

অন। বাবা!

শ্যাম। কি মা?

অন। একটিবার শোন!

শ্যাম। কি রে, কি ব্যাপার?

অন। দরকারী কথা আছে। [শ্যামলাল ও অনসূয়া ভিতরে গেলেন]

বিনোদ। কি ব্যাপার রমেন?

রমেন। জানি না।

নিরালা। জানেন না? আপনি কচি খোকা?

রমেন। কি বলছেন!

নিরালা। ঠিকই বলছি।

রমেন। না, ঠিক বলছেন না। আপনার সঙ্গে আমার এমন কিছু পরিচয় নেই, যাতে এভাবে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

[অনসূয়া ও শ্যামলালবাবু প্রবেশ করলেন]

শ্যাম। রমেন, তোমার সম্বন্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ এসেছে। তোমার মুখ থেকেই তার জবাব শুনতে চাই।

রমেন। বলুন, কিসের জবাব দিতে হবে!

শ্যাম। সত্য কথা বলবার সাহস আছে?

রমেন। জীবনে মিথ্যে কথা আমি বলিনি।

শ্যাম। মানবী চৌধুরী বলে কোন মেয়েকে তুমি চেন?

রমেন। হ্যাঁ চিনি।

শ্যাম। কে মেয়েটি?

রমেন। তিনি জগৎ চৌধুরী নামে এক দরিদ্র ভদ্রলোকের নাতনী। আমরা তিনবন্ধু একখানা ঘর নিয়ে সে বাড়ীতে ভাড়া থাকতাম।

শ্যাম। মেয়েটি তোমার ঘরে আসতেন?

রমেন। হ্যাঁ।

শ্যাম। কেন?

রমেন। এ কেনর জবাব দেওয়া একটু কঠিন। তাহলেও যখন জানতে চাইছেন, আমি বলছি। মাঝে মাঝে যখন আমাদের খাওয়া জুটত না, তখন লুকিয়ে সে খাবার দিয়ে যেত।

শ্যাম। তোমার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি—সেই কথা বল।

রমেন। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। আমি মানুষ হয়ে তার কাছে ফিরে যাব বলে···তাকে অপেক্ষা করতে বলে—চলে এসেছি।

অন। শুনলে বাবা, শুনলে!

শ্যাম। আমায় একথা আগে বলোনি কেন?

রমেন। এ-ত ব্যক্তিগত ব্যাপার—আপনাকে জানাবার দরকার হবে—ভাবিনি।

শ্যাম। তোমার জোর করে আমাকে বলা উচিত ছিল।

রমেন। অনুর সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব যতবারই করেছেন আমি আপত্তি করেছি। আপনি আমার কথায় কান দেননি।

শ্যাম। এ বিয়ে হলে অনুর কতবড় সর্বনাশ হ'ত, তা বুঝতে পারছো।

অন। কত বড় একটা criminal ঘরে এনে ভাত কাপড় দিয়ে পুষছিলে—আজ বুঝতে পারছো কি বাপী?

রমেন। কাকে তুমি criminal বলো? যে সত্যিকারের মানুষ হবার চেষ্টা করে, সে কি criminal? কথা দিয়ে যে কথা রাখতে চায়, সে কি criminal? এই যদি তোমাদের অভিধানে criminal-এর মানে হয়—I

would prefer to remain a criminal throughout my life.

অন। না, আপনার দোষ কী? দোষ আমাদের। বেশ তো বাবার কাছে ক্ষমা চান! তা হলেই তো মিটে যাবে!

রমেন। ভুল করছো অনসূয়া! অন্যায় যখন করিনি, তখন ক্ষমাও আমি চাইব না।

অন। সাধু! সাধু! আপনার মতো মহাত্মা যা করেন তাই শোভা পায়। এস নিরুদি!

[অনসূয়া ও নিরালা চলে গেল।

শ্যাম। এখন তুমি কি করতে চাও রমেন?

রমেন। আমার আগেকার বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে চাই। যা ছিলাম তাই হতে চাই। আমাকে ছেলের মত স্নেহ করেছিলেন, জীবনকে দেখবার স্কোপ দিয়েছিলেন বলে আপনার কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো। শুধু আমাদের মধ্যেকার মনিব ভৃত্য সম্পর্কটা আজ থেকে শেষ করে দিয়ে গেলাম। নমস্কার।

[রমেন চলতে লাগল

[শ্যামলাল চুপ ক'রে বোবার মতো চেয়ে রইলেন]

~~সপ্তম দৃশ্য~~

[প্রভা দাওয়ায় বসে কুলোতে করে ডাল বাচছেন। ~~কাছে বসে বাবুয়া পুরোনো তাস দিয়ে ঘর তৈরি করছে।~~ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। মানবী দেয়ালে হেলান দিয়ে ~~বাবুয়ার ঘর তৈরি দেখছিল। বাবুয়া উঠে দাঁড়াল তারপর যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল]~~

বাবুয়া। মা ঘুম পেয়েছে। ঘুমুতে যাবো?

প্রভা। যাও।

বাবুয়া। আমার ঘরটা যেন কেউ না ভাঙে, দেখো।

প্রভা। আচ্ছা আচ্ছা। [বাবুয়া চলে গেল।] প্রভা ডাকলেন].

প্রভা। সদা!

নেপথ্যে সদা। যাই মাসীমা!

[প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশ বেরিয়ে এল নিজেদের ঘর থেকে। বেরিয়ে এসে]

সদা। ডাকছেন মাসীমা?

প্রভা। হ্যাঁ বাবা! বলছি, গজা তো ডাক্তারখানায় গেছে। তুমি মানুকে ঘরে দিয়ে এসো।

সদা। কাল তো নিজেই উঠে বসল।

প্রভা। হ্যাঁ নিজেই পারবে। শুধু একজন কাছে থাকা দরকার। যদি পড়ে টড়ে যায়।

মানবী। আর একটু বসি না মা!

[প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গজা ঢুকল উঠোনে]

গজা। মাসীমা, মানু এখনো শুতে যায়নি?

প্রভা। না। এইবার যাবে। কি বললো ডাক্তার?

গজা। ডাক্তারবাবু বললেন যে এখন আর ওষুধ দেবেন না। দু'চার দিন এখন এইভাবে থাক। খাওয়া দাওয়া করুক। একটু আধটু বেড়াক—

প্রভা। খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা?

গজা। খাওয়ার ব্যবস্থা ডাক্তারবাবু বললেন—যা চলছে, তাই চলবে। শুধু আঙুর, আপেল, বেদানা আর—

মানবী। (ঠাট্টার স্বর গলায়) মুরগীর ডিম—?

গজা। হ্যাঁ, মুরগীর ডিম।

মানবী। আর চিকেন স্থপও খেতে বলেছেন—

গজা। হ্যাঁ, চিকেন স্থপও খেতে বলেছেন—

মানবী। আমি খাবো না এত খাবার—!

সদা। তা খাবি কেন? তা না হলে পড়বি কি করে?

মানবী। না-না—আর পড়বো না। এখন আর পড়বো কিসের জন্যে? এখন তো তোমরা কিছু কিছু আনছো। তখন না হয় কিছু উপায় ছিল না। তাই—

প্রভা। তাই রক্ত বিক্রি করে টাকা আনতে গিয়েছিলি। থামলি কেন? বল্—বল্না? হতভাগী! এই যে এতবড় একটা কাণ্ড করে উঠলি, শুধু ওই জন্যই তা জানিস? সমস্ত ধকলটা গেল—এই ছেলে দুটোর ওপর দিয়ে। মোট বয়ে টাকা আনতে গিয়ে হাত ভেঙে বাড়ী ফিরল।

মানবী। বেশ হয়েছে। দাদা হয়েছিলো কেন তবে!

প্রভা। ওই তো একটা জিনিস শিখেছিস। কেবল কথা—আর কথা।

গজা। যাকগে—যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে মাসীমা। বিপদ কাটা নিয়ে কথা, বিপদ তো কেটে গেছে। তাহলে আর ভয় কিসের? কি বল্ মানু?

প্রভা। তোমাদের একটা ভাল চাকরি বাকরি বুঝি আর জুটল না? আর কতদিন শেয়ালদায় এভাবে মোট বইবে শুনি?

সদা। মোট বওয়া বেশ ভাল কাজ মাসীমা! কি বল্ গজা?

গজা। হ্যাঁ, খালি তোলো আর মোট নামিয়ে দাও!

সদা। আর নামালেই পয়সা। আগে আগে শেয়ালদার কুলীগুলো ব্যাগড়া দিতো, এখন বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। অনেক সময় ওরা নিজেরাই কাজ দ্যায়। ওরা আমাদের ডাকে মুটিয়া বাবু বলে। চাকরির জন্যে আর কত লোকের হাতে পায়ে ধরব মাসীমা? এ বেশ ভাল। স্বাধীন ব্যবসা।—সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এতে ছাঁটাই নেই।

গজা। হ্যাঁ মেজাজ হলো গেলাম—না হলো গেলাম না। বাড়ীতে বসে বাবুয়ার সঙ্গে ক্যারাম খেললাম।

মানবী। এখন তাহলে মোট নামানোটাই final?

সদা। হ্যাঁ।

মানবী। দেখো যেন মোট ভেবে আমাকে নামিয়ে দিয়ো না কোনদিন।

গজা। না, নামাবো না—তবে ভারী লাগলে আর একজনের কাঁধে চাপিয়ে দেব।

(নেপথ্যে কে ডাকল –)

নেপথ্যে। —সদা!

সদা। কে ডাকলো মনে হচ্ছে।

গজা। আমিও শুনেছি।

নেপথ্যে। গজা!

মানবী। মা!

প্রভা। আমার তো মনে হচ্ছে রমেনের গলা।

সদা। রমার গলা? কে?

নেপথ্যে। আমি রে আমি! কোথায় তোরা?

গজা। (চীৎকার করে লাফিয়ে উঠে) রমা, আলবৎ রমা।

সদা। (চেঁচিয়ে) রমা?

নেপথ্যে। হ্যাঁ!

সদা। আয় ইষ্টুপিড—ভেতরে আয়!

(দৌড়ে রমা বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো—সঙ্গে সঙ্গে সদা আর গজা তাকে জড়িয়ে ধরল)

সদা। বাইরে দাঁড়িয়ে কুটুম্বিতে করছিলি কেন?

রমা। ভয় করছিল ঢুকতে।

সদা। রাস্কেল! এইভাবে ভুলে থাকতে হয় আমাদের?

গজা। না হয় বড়লোকই হয়েছিস—তাই বলে ভুলে যাবি?

রমা। না না—ভুলব কেন? তোমরা চিঠি দাও না—পত্তর দাও না, এমন কি চিঠি দিলে জবাবও দাও না তার।

সদা। ফের মিথ্যে কথা বলছিস? তোর একখানা চিঠিও আমরা পাইনি, কি বলছিস? তোর চিঠির জন্যে দিন গুনেছি আমরা। সে যা ভাবনা গেছে— (মানবী লজ্জায় মুখ লুকালো)

প্রভা। রমেন!

রমা। এই যে মাসীমা!

প্রভা। শুধু সদা, গজা নয়। জগতে আরো দু' একজন তোমার জন্যে ভেবেছে বাবা!

(রমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রণাম করলো—)

রমা। সে আমি জানি মাসীমা! আমারও মন ছটফট করতো আপনার কাছে ফিরে আসবার জন্যে। কিন্তু এমনি চাকরি—! যাই হোক চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।

প্রভা। কেন?

রমা। সে একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার মাসীমা। ঐ যে শ্যামলালবাবু যিনি আমাকে চাকরি দিয়েছিলেন,—হঠাৎ কথাবার্তা নেই—বলেন কিনা আমার মেয়েকে বিয়ে করো।

গজা। কটি মেয়ে ভদ্রলোকের?

রমা। ঐ এক মেয়ে।

সদা। ছেলে?

রমা। নেই।

সদা। নেই মানে কী? একদম ছেলে নেই?

রমা। না।

সদা। স্টুপিট্!

গজা। ইডিয়ট্‌ !

রমা। (হেসে) ছেলে নেই বলে ইডিয়ট্‌ হবে কেন ?

সদা। ইডিয়ট্‌ নয় ? কিন্তু তুই যে লক্ষ লক্ষ টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলি,—কিন্তু কেন এলি ? কি জন্যে এলি ? মানুর বিয়ে তো গেল মাসে আমরা দিয়ে ফেলেছি।

রমা। (অস্ফুটে) সে কি !

গজা। মাসীমা দেখুন—দেখুন, রমার চেহারাটা কেমন বেগুনে মেরে গেল। (সবাই হো-হো করে হেসে উঠল)

প্রভা। আঃ ! কেন তোমরা ওকে এমন লজ্জায় ফেলছো ? না রমেন, ওরা তোমায় ঠাট্টা করছে।

রমা। আর আসবার সময় মানুর জন্যে একটা জিনিসও কিনে নিয়ে এসেছি। ওর অনেক দিনের শখ। নিয়ে আসছি।

[রমেন দৌড়ে বাইরে চলে গেল। প্রভা হেসে বললেন—]

প্রভা। ঠিক সেই রকমেই আছে—কিছু বদলায় নি।

সদা। বদলালে ওকে জুতিয়ে আগের ছাঁচে ঢালাই করে নেবো না ?

গজা। তোমরা খালি তক্কো করছো। আমি তো বরাবরই বলছি —রমা বদলাতে পারে না।

[ডানহাতে স্যুটকেশ ও বাঁ বগলে একটি নূতন রেডিয়ো নিয়ে রমা ঢুকল]

মানবী। ওমা ! রেডিয়ো !

[রমেন দৌড়ে এসে রেডিয়ো মানবীর সামনে নামিয়ে রাখল —প্রভার কাছে গিয়ে স্যুটকেশ থেকে টাকার বাণ্ডিল বের করে দাওয়ায় রাখল]

প্রভা। (কান্নায় ছল ছল করছে গলা) ওরে মানু, তোর দাদুকে ডাক

একবার দেখুক, আমার অপদার্থ রমা কত টাকা রোজগার ক'রে এনেছে।

সদা। আঃ! আবার কান্না কেন মাসীমা? তিন তিনটে রোজগেরে ছেলের মা—অমন করে কাঁদে কি? নে গজা, চল্, রেডিয়োটা নে। বাজাই গে।

রমা। আমাদের সেই ঘরই আছে তো?

সদা। হ্যাঁ! সেই চির পরিচিত সুরেনের দধি।

প্রভা। রান্নার তো দেরি আছে। কি খাবি বলে যা!

সদা। (যেতে যেতে) হালুয়া, মাসীমা হালুয়া।

[তিন বন্ধু বেরিয়ে গেল। প্রভা সেইদিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। তাঁর দুই-চোখের দৃষ্টিতে স্নেহ যেন উথলে পড়ছিল।]

[জগৎবাবু প্রবেশ করলেন, বগলে বালিশ—]

জগৎ। খাবো, খাবো—আর খাবো। এ বাড়ীতে খাবো ছাড়া অন্য কথা নেই। খাও—খাও—সব খেয়ে নিচ্ছিন্দ হও। আমি ততক্ষণ একটু ঘুমোই গে। একটু প্রাণভরে ঘুমোই গে। [চলে গেলেন

প্রভা। (চোখমুছে) দেখি, আমি ওদের হালুয়াটা তৈরি করে ফেলি।

[প্রভা রান্নাঘরের দাওয়ায় গিয়ে দেওয়ালে টাঙ্গানো তাক থেকে "সুজির, ঘিয়ের ও চিনির" কৌটা নামিয়ে উনুনের পাশে রাখলেন। এমন সময় তীব্র উল্লাস ভেসে এল—]

নেপথ্যে। মাসীমা, মাসীমা—ও মাসীমা!

প্রভা। এই ত্থাখো, আবার কি যেন হয়েছে! কী?

গজা। (দৌড়ে ঢুকে) ও মাসীমা! শীগ্‌গীর আসুন! শীগ্‌গীর আসুন।

প্রভা। কেন? কি হয়েছে?

গজা। কেলেঙ্কারি হয়েছে। রমা একটা কি নিয়ে এসেছে! বলছে মাসীমা ছাড়া আর কাউকে দেব না। একবার চলুন না মাসীমা!

প্রভা। এই খ্যাখো—আমি যে কড়ায় ঘি চাপিয়েছি।

মানবী। তুমি যাও না মা, আমি না হয় হালুয়াটা করছি।

প্রভা। তুই করবি কিরে? পারবি?

মানবী। খুব পারবো মা। উঠে হেঁটে বেড়াতে পারছি, আর একটু হালুয়া করতে পারবো না? তুমি যাও—আমি করছি।

প্রভা। তবে কর্ আস্তে আস্তে।

[প্রভা চলে গেলেন। মানবী গিয়ে কড়াতে সুজি ঢেলে নাড়তে লাগল। রেডিয়ো বেজে উঠল—রবীন্দ্রনাথের গান। একটি মেয়ে গাইছে—গান শুনতে শুনতে কাঁদছে মানবী। "কে বলে যাও যাও ..."। পা টিপে টিপে ভেতর থেকে এল রমা। দাওয়ায় উঠে এলো। চাপা গলায় ডাকলো—]

রমা। মানু!

মানবী। (মুখ ফিরিয়ে) কী?

রমা। সকলের সামনে দিতে লজ্জা করছিল। তাই এখন নিয়ে এলাম।

[পকেট থেকে চমৎকার একগাছা সোনার হার বার করলো; হাত বাড়িয়ে দিতে গেল। মানু মাথা নেড়ে বললো—]

মানবী। তুমি পরিয়ে দাও।

রমা। আমি পরিয়ে দেবো?

মানবী। দেবে না?

[সলজ্জ পদক্ষেপে উঠে গিয়ে গলায় হার পরিয়ে দিল রমেন]

মানবী। দাঁড়াও, তোমাকে প্রণাম করি।

[ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো বটে, কিন্তু মুখে হাসি। সেই অবস্থায় রমার পায়ের কাছে সে মাটিতে মাথা ঠেকাল]

নেপথ্যে প্রভা। ওরে আসছিরে, আসছি।

রমা। এই গো! মা আসছে।

[লাফিয়ে সরে এসে অন্য দিক থেকে বেরিয়ে গেল। হাসতে হাসতে ঢুকলো প্রভা। আনন্দে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত। তিনি বলতে বলতে ঢুকছিলেন।]

প্রভা। জানিস মানু, রমেন তোর জন্যে একটা হার এনেছে শুনলাম, তাই নিয়ে কি ঠাট্টাই না করছে ব্যাচারাকে। আর আমার জন্যে—

(বলতে বলতে দাওয়ায় উঠলেন)

তোর হ'ল রে? একটুখানি হালুয়া করতে তুই যে বুড়ো হয়ে গেলি। ওকি রে! মাথা ঘুরছে বুঝি? মানু—একি!

[কাছে গিয়ে মানবীর পেছনে বসে তার মাথায় প্রভা হাত দিয়ে মাথাটা তুলতেই সে ঢলে পড়ল মায়ের বুকে। ব্যাকুলা জননী বিদ্যুৎবেগে মেয়ের সর্বাঙ্গে হাত দিয়ে কি যেন অনুভব করে হৃদয় বিদারী আর্তনাদ করে উঠলেন "মা—নু—উ—উ উ—উ—উ!" সদা, গজা, রমা ছুটে এল বটে, কিন্তু স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইল।]

মাইক মারফৎ—মানবীর কণ্ঠে শোনা গেল। সে যেন বহু দূর থেকে বলছে—অপেক্ষা করবো, অপেক্ষা করবো, অপেক্ষা করবো..................

বন্ধ করতে ভুলে যাওয়া রেডিয়োতে তখন গানের শেষ অংশ শোনা গেল—

"ভোরের আলোয় আমার তারা
হোক্‌না হারা
আবার জলবে সাঁজে আঁধার মাঝে
তারি নীরব চাওয়া—
আমার যাওয়াতো নয় যাওয়া।"

ইথার বাহিত এই আশ্বাস বাণীর মাঝে ধীরে ধীরে
বিচ্ছেদের কৃষ্ণ যবনিকা নেমে এল।